শাক্যমুনিচরিত

ও

পরিশিষ্ট।

দ্বিতীয় ভাগ।

স্বর্গীয় বাবু অঘোরনাথ

প্রণীত।

[illegible]

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্।
অপারেয়ং কনকাদ্রেঃ ন চ বুদ্ধ প্রসন্নঃ"

ললিতবিস্তরঃ

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৯নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট
"মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৮২৯ শক

শাক্যমুনিচরিত

ও

পরিশিষ্ট।

দ্বিতীয় ভাগ।

স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ

প্রণীত।

তদনুগ বন্ধু কর্ত্তৃক সম্পাদিত

বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্
ক্ষপয়েৎ কল্পভাযন্তে ন চ বুদ্ধগুণক্ষয়ঃ "

ললিতবিস্তরঃ।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।
"মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে"
কে, পি নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৮২৬ শক।

অবতরণিকা।

স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের সমুদায় তথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার অর্পিত হয় তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অতি অল্প কালমধ্যে স্বর্গধামে গমন করিলেন, কিন্তু যাই বার সময় যে বিষয়ের ভার পাইয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয় যাইতে বিস্মৃত হন নাই এ অতি দুঃখের বিষয় যে, তিনি যাহা একান্ত পরিশ্রম করিয়া লিখিলেন, তাহা স্বয়ং সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে সময় পাইলেন না আমাদের আক্ষেপ বৃথা, কেনংনা আমাদের আক্ষেপ অপেক্ষা ভগবানের গূঢ় অভিপ্রায় অতীব গভীরতর তবে বিশেষ আক্ষেপ এই যে, তাঁহার শেষ গ্রন্থ তাঁহার অবলম্বনীয় সমুদায় গ্রন্থগুলি হস্তগত করিয়া তৎসহ মিলাইয়া আমরা পূর্ণাবয়বে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম না মহাত্মা শাক্যের জীবন ও নির্ব্বাণতত্ত্বসম্বন্ধে তিনি ললিতবিস্তর কেই প্রধান অবলম্বন করিয়াছেন, এ অংশ আমরা সাধ্যমত মূলগ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া প্রকাশ করিলাম প্রচারাংশ এবং প্রবচনগুলি আমরা তেমন যত্ন করিয়া অবলম্বিত গ্রন্থসমূহের সহিত মিলাইয়া দিতে পারিলাম না উহা তিনি লিখিয়া যদবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন প্রায় তদবস্থাতেই প্রকাশিত হইল আমরা উপাখ্যান ভাগে যত দূর হস্তক্ষেপ করিয়াছি 'মত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' সম্বন্ধে তত দূর হস্তক্ষেপ করি নাই তিনি গভীর অধ্যাত্মযোগে মহাত্মা শাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন,

আমাদের বলিষ্ঠ হস্ত তাহার অন্যথা করিতে কি প্রকারে সাহসী হইবে? তবে এই কথা বলিতে পারি, তিনি যে তত্ত্ব শাক্যের জীবনাদর্শ লইয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমাদিগের মতদ্বৈধ নাই, থাকিলে আমরা আমাদিগের মত স্বাধীনতার সহিত অন্ততঃ টীকাকারেও প্রকাশ করিতাম। স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের অভিনব দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইবে সন্দেহ নাই। আজ হইবে কি কাল হইবে আমরা নির্দ্ধারণ করিতেছি না, কিন্তু হইবেই হইবে এই কথা বলিতেছি। বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশার্থে আমরা এই অবতরণিকা লিখিতেছি। সুতরাং এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম কি তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি সারসংগ্রহ লিপিবদ্ধ করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। আমরা মহামতি বোধিসত্ত্ব শাক্যের মতনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম, সহৃদয় পাঠকবর্গ স্বয়ং ইহার তথ্যাতথ্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

ঈশ্বর—বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী এ সংস্কার সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বদ্ধমূল সংস্কার মূলহীন কদাপি হয় না; কিছু না কিছু সত্য তন্মধ্যে অবশ্য আছে, ইহা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। শাক্য ঈশ্বরসম্বন্ধে সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন নাই এ কথা ঠিক, কিন্তু তিনি যে প্রচলিত ঈশ্বরবাদের বিরোধী ছিলেন, তাহা তাঁহার উক্তিতেই প্রতীত হয়। পূর্ব্বকালের বড় বড় ঋষিগণ যে কার্য্যে কৃতকার্য্য হন নাই, তাহাতে আমি কি প্রকারে কৃতকার্য্য হইব, তাঁহার মনে যখন এই সংশয় উপস্থিত হইল, তখন তিনি সেই সকল ঋষির অজিতেন্দ্রিয়তা ও অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের কথা স্মরণ

করিয়া সাহসী হইলেন তাঁহাদিগের ধ্যেয় বিষয় এবং তাঁহার ধ্যেয় বিষয় একান্ত স্বতন্ত্র হওয়াতে তিনি যখন সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের ধ্যেয় বস্তুকে অর্থশূন্য দেখিয়া নিজ সংশয় সংবরণ করিলেন তিনি অজ্ঞেয়বাদের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষিদিগের ধ্যেয় ঈশ্বর নিরসন করিলেন সগুণ নির্গুণ, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত কর্ত্তা অকর্ত্তা, ব্যাপী দেশগত, এই সকল গুণের পুঞ্জরূপী ঈশ্বর দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের ধ্যেয় বিষয়ের প্রতি বীতরাগ হইলেন ঈশ্বর স্বীকার করিলেই এই সকল বিরুদ্ধ গুণের অন্ততঃ কতকগুলি স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তিনি তাহা না করিয়া প্রতিবাদ করিলেন এই তাঁহার প্রতিবাদই নিরীশ্বরবাদের মূল আমাদিগকে মানিতেই হইবে

তবে কি আমরা মহামতি শাক্যকে নাস্তিক বলিব ? না তাহা বলিতে পারি না তবে কি তিনি অজ্ঞেয়বাদী ? না তাহাও তাঁহার সম্বন্ধে বলা সাজে না ; কেন না তিনি এককালের অজ্ঞেয় বাদিগণের ন্যায় বৈরাগ্য ও ধ্যান সমাধি অর্থাৎ একস্থলাভবর্জ্জিত নহেন তবে কি তিনি মানবধর্ম্মবাদী ? না তাহাও নয়, কেন না মানবধর্ম্মবাদিদিগের আদর্শমনুষ্যগণের অস্তিত্ব নাই, তাঁহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, কেবল সাধনার্থ মনঃকল্পনাসম্ভূত আর ইহলোক তাহাদিগের সর্ব্বস্ব পরলোকের সহিত কোন সংস্রব নাই তবে তিনি কি ? তিনি কি, আমরা যাহা বুঝিয়াছি লিখিতেছি, সকলে বিচার করুন

শাক্য জগতের স্রষ্টা মানিতেন না, সুতরাং তিনি ঈশ্বরশব্দ মুখে আনেন নাই তাঁহার মতে জগৎ অলীক, অবিদ্যা বিজৃম্ভিত অবিদ্যা অজ্ঞানতা যাহার মূল, যাহা মিথ্যাভূত,

অনন্ত জ্ঞানকে” তিনি তাহার কর্ত্তা কি প্রকারে বলিবেন? তিনি তবে কি এক অনন্তজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন? হাঁ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এই জ্ঞানবস্তু আকাশস্বরূপ, তাহা শূন্যাকাশ নহে, ধর্ম্মাকাশ সুতরাং জ্ঞান পুণ্য এই দুয়ের মিলনে তাঁহার প্রাপ্য বস্তু তবে কি তিনি প্রথম হইতেই এই বস্তু ধরিয়াছিলেন? না তাহা বলিতে পারি না। তিনি এই বিশ্বাস করিতেন, অন্ততঃ তাঁহার সাধনপ্রণালী দেখিয়া এই প্রতীত হয় যে, তিনি এই অনন্ত পুণ্যময় জ্ঞানবস্তুকে চরমলভ্য নির্ব্বাণ বলিয়া মনে করিতেন, তৎপূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণ অবিজ্ঞেয় বস্তু স্বয়ং স্পর্শ না করিলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? এই জন্য উদ্দেশে অজ্ঞেয় বস্তুর আরাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি এমন পথ ধরিয়াছিলেন, যে পথ দিয়া গেলে চরমে সেই বস্তুর সংস্পর্শ হইবে সে পথ এই যে, সিদ্ধমুক্ত পুরুষগণের জীবন আপনাতে প্রতিফলিত করা সুতরাং এই সকল সিদ্ধমুক্ত পুরুষের চরিত্র তাঁহার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় ছিল এটি আর্য্য যোগশাস্ত্রের বিরোধী নহে, কেন না পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রেও এরূপ উপায় অনুমোদিত তবে কি তিনি এই সকলকে অবতার বলিতেন? না, সেই জ্ঞানবস্তুর সঙ্গে এক বলিয়া স্বীকার করিতেন তবে ইঁহারাই কি তাঁহার শেষ গতি ছিলেন? না কখনই নহে তিনি যে নির্ব্বাণ সামগ্রীর অন্বেষণ করিতেন, এই নির্ব্বাণই তাঁহার নিকটে ঈশ্বরপদে * অভিষিক্ত নির্ব্বাণলাভের

---

* প্রসিদ্ধ কোষকার জৈনধর্ম্মাবলম্বী হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধানে নির্ব্বাণং ব্রহ্ম নির্বৃতিঃ” এইরূপ লিখিয়া নির্ব্বাণ ও ব্রহ্মকে একপর্য্যায় করিয়াছেন

উপায়রূপে তিনি ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আপনার লভ্য সামগ্রীকে তাঁহাদিগের লব্ধ সামগ্রী হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন সিদ্ধ মহাপুরুষচরিত্রচিন্তাই প্রথম সোপান এইরূপ চিন্তাতে তাঁহাদিগের ন্যায় চরিত্রবান্ হইয়া সমুদায় জগৎ ও আত্মাকে চিন্তাযোগে উড়াইয়া দিয়া নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়। নির্ব্বাণ প্রবেশ এবং ব্রহ্মতে স্থিতি একই এ জন্যই বুদ্ধ বলিয়াছেন "ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিব * " এ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" ব্রহ্ম ব্রহ্ম স্বীকৃত হওয়াতে আমরা কি ইঁহাকে পূর্ব্ব আর্য্য ঋষিগণের সঙ্গে এক করিব ? কখন নয় ঋষিগণ জীবকে ব্রহ্মে নিমগ্ন করিয়া অহংবস্তু স্থির রাখিয়া ব্রহ্মসহ এক হইয়া যাইতেন, শাক্য ব্রহ্মকে আত্মার ভিতরে ডুবাইয়া অহংকে উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়াছেন, এ প্রভেদ সামান্য প্রভেদ নয়

জগৎ শাক্যের মতে জগৎ কিছুই নয়, উহা অবিদ্যাসমুৎপন্ন জ্ঞান থাকিলেই তদ্বিপরীত অজ্ঞান সহজে প্রতিভাত হয়। অজ্ঞান অভাব সামগ্রী সুতরাং উহা কিছুই নয়। অজ্ঞান অনন্ত জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং এই অজ্ঞানমূলক জগৎ সহ সেই জ্ঞানবস্তু অসংস্পৃষ্ট, ইনি স্রষ্টাও নহেন কর্ত্তাও নহেন এই জগৎ অস্তিনাস্তিস্বভাবসম্পন্ন এই অস্তি নাস্তি লইয়া জৈনগণের "সপ্তভঙ্গি নয়" সমুৎপন্ন হইয়াছে আমরা ঐ সকল জটিল দার্শনিক তত্ত্বের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে চাই না

* এ অংশে যে ভ্রম ঘটিয়াছে উহা ১৮০৬ শকের ১ জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে আলোচিত হইয়াছে প্রবন্ধটি পরিশিষ্টের অন্তিম ভাগে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া গেল

সহজ বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাতে এই অস্তিনাস্তিস্বভাব পরস্পরেই মানিতে হয় এই আছে এই নাই এইরূপ ক্ষণিকত্ব হইতে ‘অস্তি নাস্তি” কথা উঠিয়াছে আছে নাই ইহা দৃশ্যতঃ জগতের সকল বস্তুর স্বভাব আজ যাহা দেখিতেছি দুদিন পরে তাহা থাকিবে না, এই অনিত্যত্বের উপরে লক্ষ্য করিয়া “অস্তি নাস্তি” মত স্থাপিত হইয়াছে বুদ্ধদেব অতি সাধারণ লোককেও তাঁহার ধর্ম্মদ্বারা আকৃষ্ট করিয়াছেন “অস্তি নাস্তি” সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে সকলের নিকটে প্রতিভাত না হইলে, এ মত সাধারণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইত না। আছে নাই ইহা কখন নিত্যপদার্থসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না যাহা আছে অথচ থাকিবে না, তাহার প্রকৃত স্বভাবই না থাকা সুতরাং সমুদায় জগৎ কিছু নয়, অপদার্থ, শূন্য বাহ্য জগৎ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এ সমুদায়ই কিছুই নয় শূন্যমাত্র সমুদায় শূন্য কিছুই নয় পরিগ্রহ হইলে, এক অস্তীতি ভাব সমুপস্থিত হয় এই অস্তীতি ভাব অনন্ত জ্ঞান বস্তুর উহাই ধর্ম্মাকাশ, উহাই নির্ব্বাণ, উহাই ব্রহ্ম

আত্মা —আত্মা জীব মনুষ্য, এ তিন একই সামগ্রী। আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি অভিমান যাহার নিরত হয়, সেই আত্মা, সেই জীব সেই মনুষ্য জগতের যেরূপ স্বভাব ইহারও সেইরূপ স্বভাব “নৈবাত্র আত্মা ন নরো ন চ জীবসত্ত্বী” এ ধর্ম্মে আত্মাও নাই, নরও নাই, জীবও নাই কেন, এরূপ সর্ব্বশূন্যবাদ কেন? সমুদায় উড়াইয়া না দিলে এক অনন্ত জ্ঞানবস্তুকে আপনাতে বিলীন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? অনন্ত জ্ঞানবস্তু ভিন্ন যদি কিছু থাকে, তবে ক্লেশমূল

নিহত হইল না "শূন্যনৈরাত্মবাণ দ্বারা ক্লেশরিপু হনন ও দৃষ্টিজাল ভেদ করিলে" তবে "কল্যাণময় বিরজস্ক অশোক শ্রেষ্ঠ বোধি * [বিশুদ্ধ জ্ঞান]" লাভ হয় আমিত্ব অভিমানময় আত্মা উড়িয়া গিয়া যাহা থাকে তাহা জ্ঞানমাত্র এই জ্ঞানমাত্র-রূপে স্থিতিতেই "বোধিসত্ত্ব" আখ্যা হয় জীবে দয়া জীবের কল্যাণার্থ সর্ব্বস্বত্যাগ বোধিসত্ত্বের প্রধান লক্ষণ সুতরাং নীচ আমির তিরোভাব হইয়া অনন্ত জ্ঞান সহ অভিন্নভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বা-বস্থায় স্থিতি একান্ত অনাত্মবাদের দোষ অপহরণ করিতেছে

পরলোক যাহাদিগের পরলোকে বিশ্বাস নাই, ব্যাকরণ-প্রচলিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাহারাই নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্ম কখন এ দোষসংস্পৃষ্ট নহে ইহাতে ও আর ক্রমোন্নতির পথে দশটা ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে শেষ ভূমি বৌদ্ধ ভূমি উন্নতির অবস্থা লাভের পূর্ব্বে এক জনকে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয় আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে সত্য লোক জনলোক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন লোকের যে প্রকার উল্লেখ আছে, ইহাতেও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে শাক্য পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে তুষিত পুরে অবস্থিত ছিলেন। যে সকল দেবপুত্রগণ কামধাতু রূপধাতু নামক লোক অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধিলাভজন্য সত্বর, এইরূপ বর্ণিত আছে। কামধাতু রূপধাতু, ইহার অপর নাম কামাবচর, রূপাবচর অরূপ্যাবচর, কামাবচর, রূপাবচর, এবং লোকোত্তর এই চ বিভাগে দিব্যধাম বিভক্ত প্রথমটিতে তিনটি,

*মূল গ্রন্থে "বোধিপাপ্য শ্রেষ্ঠগতি" এইরূপ অর্থ আদর্শ পুস্তকের টীকানুসারে লিখিত হইয়াছে গাথার শব্দ লইয়া অর্থ করিলে এখানে যে অর্থ করা হইয়াছে তাহাই ঠিক

দ্বিতীযটিতে ছযটি, তৃতীযটিতে আঠাবটি, চতুর্থটিতে এগাবটি ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে শেষোক্ত এগাবটির দশটিতে বোধি সত্ত্বগণ, এবং দশটিব সর্ব্বোপবিস্থ একাদশটিতে আদিবুদ্ধ অবস্থিত বিমলা নামক লোকধাতুতে ললিতব্যূহ, বত্নব্যূহ, লোকধাতুতে বত্নক্ষেত্রকূটসন্দর্শন, চম্পকবর্ণা লোকধাতুতে ইন্দ্রজালী, সূর্য্যাবর্ত্তা লোকধাতুতে ব্যূহবাজ, গুণাকবা লোকধাতুতে গুণমতি, বত্নসম্ভবা লোকধাতুতে বত্নসম্ভব, মেঘবতী লোকধাতুতে মেঘকূটাভিগর্জ্জিতে শ্বর, হেমজালপ্রতিচ্ছন্না লোকধাতুতে হেমজালালঙ্কৃত, সমন্তবিলো কিতা লোকধাতুতে বত্নগর্ভ, ববগণা লোকধাতুতে গগনগঞ্জ বোধিসত্ত্ব বাস কবেন। সেই সেই লোক হইতে এই দশ জন শাক্যেব সমীপস্থ হইযাছিলেন পবলোকসম্বন্ধে এত বিস্তৃত বর্ণনা যে ধর্ম্মে, নাস্তিক্যদোষে দূষিত সে ধর্ম্ম কিরূপে অভিহিত হইবে ?

সাধন —বৌদ্ধধর্ম্মে উপাস্য নাই, সুতবাং কাহাব উপাসনা হইবে একথা বলা যায় না যাঁহাবা যোগাবলম্বন কবিতে অক্ষম, তাঁহাদিগেব জন্য ইহাতে উপাসনাপদ্ধতি বিলক্ষণ আছে বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞান, এই বুদ্ধ ভিন্ন আব সমুদায অলীক শূন্য ■ বুদ্ধ বস্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা কিছুই নয় সুতবাং প্রাণিসমূহকে বুদ্ধদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া গন্ধ মাল্য বিলেপনাদি দ্বাবা পূজা কবিবে, চৈত্যাদিব সেবা কবিবে স্বযং শাক্য সমুদায় প্রাণীকে বুদ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, চৈত্যাদিব সেবা কবিযাছিলেন, তজ্জন্যই এরূপ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতিব সেবাও ধর্ম্মেব অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে এইতো গেল

বাহিরের পূজা অর্চ্চনার কথা, আন্তরিক চিন্তাতেও আয়োজনের ত্রুটি নাই। প্রথমতঃ পূর্ব্ব বুদ্ধগণের চরিত্রচিন্তন, দ্বিতীয়তঃ যোগোক্ত উপায় অবলম্বন। ললিতবিস্তরে অষ্টোত্তর শত "ধর্ম্মালোকমুখ" লিখিত হইয়াছে, অমরা ইহার অনুবাদ "বুদ্ধবচন-সংগ্রহ সহ' সংযুক্ত করিয়া দিলাম, ইহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন সাধনের ব্যাপার কত বিস্তীর্ণ ছিল। মৈত্রী, করুণা মুদিতা, উপেক্ষা, মুক্তপুরুষাবলম্বন, প্রণিধান, ধ্যান, বিবেক প্রজ্ঞা, অহিংসা সত্য প্রভৃতি যম, শৌচ সন্তোষাদি নিয়ম, আসন প্রত্যাহার, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। পরচিত্তবিজ্ঞানাদি যে সকল অলৌকিক যোগোক্ত বিষয় আছে তাহারও অভাব নাই। ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের সাধন যোগপ্রধান ইহা বিরোধিগণকেও স্বীকার করিতে হইবে। এ ধর্ম্মে সাধন এমন দৃঢ়তর যে, অপরিজ্ঞেয়বাদী মানবধর্ম্মবাদী কেহই ইহার নিকটে অগ্রসর হইতে সমর্থ নহে, কেন না তাহারা সাধনবিহীন বৈরাগ্যবিহীন, ধর্ম্মাচারবিহীন।

নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণসম্বন্ধে মূলগ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহাতে দৃষ্ট হইবে ইহা অভাব নহে, অন্য সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধন করিয়া সত্য জ্ঞান প্রেমাদির একান্ত ১ শাক্য নির্ব্বাণশব্দ সর্ব্বদা উচ্চারণ করিতেন, এই শব্দেই সহস্র সহস্র লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিত। তিনি নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে ব্রহ্মশব্দ উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ব্রহ্মে স্থিতি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম তাঁহার নিকটে একই বস্তু ছিল, সুতরাং তিনি এরূপ বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। নির্ব্বাণে অহং তিরোহিত, ব্রহ্ম অহংরূপে বিদ্যমান।

তাই নির্ব্বাণাবস্থায় তিনি আমি আমার বলিয়াও নির্ব্বাণবিরোধী কথা বলেন নাই কেন না ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদায় অজ্ঞানবিজৃম্ভিত আলোকের নির্ব্বাণই নির্ব্বাণ

দর্শন —বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে পূর্ব্ব দর্শন সকলের অনৈক্য প্রদর্শন সহজ জৈমিনিকৃত দর্শন সহ ইহার কোন মিল হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না উহা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন সহ মিলিবে কি প্রকারে? এ দুই দর্শন যে সকল পদার্থকে সত্য বলে বৌদ্ধমতে সে সকল অপদার্থ কিছুই নহে অবশিষ্ট সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত এক বেদান্ত দর্শন চারিজন আচার্য্য কর্ত্তৃক চারি প্রকারে ব্যাখ্যাত বৌদ্ধ দর্শনের এ চারি প্রকার ব্যাখ্যার সঙ্গেই অনৈক্য আছে প্রথম মধ্বাচার্য্য, ইনি ঈশ্বর জীব ও জগৎ এ তিনকে নিত্য বলিয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বল্লভাচার্য্য মতে জগৎ নিত্য, জগৎই ব্রহ্ম, উহার ধ্বংস বা উৎপত্তি নাই, দৃশ্যমান উৎপত্তি ও বিনাশ আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র এ মতের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের ঐক্য হইবে কি প্রকারে? রামানুজাচার্য্য মতে, ঈশ্বর ও প্রকৃতি নিত্য ঈশ্বরই নারায়ণ, প্রকৃতিই লক্ষ্মী জীব আর সমুদায় বিষয়ে ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইতে পারে কেবল স্রষ্টৃত্ব ও লক্ষ্মীপতিত্ব তাহাতে সম্ভবে না এ মতের সঙ্গেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্পষ্ট বিরোধ শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তাঁহার বিরোধিগণ বলিয়াছেন এরূপ বলিবার হেতুও আছে শঙ্কর নামমাত্র ঈশ্বর মানিতেন, কেন না মায়াতে আবৃত ব্রহ্মাংশ ঈশ্বর, মায়ার অপায়ে ঈশ্বরেরও বিনাশ না হউক তিরোধান ব্রহ্মস্রষ্টা নহেন, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াই মিথ্যা জগৎ নির্ম্মাণ করে জীবও

এইরূপ মায়াকৃত সুতরাং শঙ্করমতে ঈশ্বরও নাই, জীবও নাই, জগৎও নাই, এক ব্রহ্মবস্তু আছেন যদি বুদ্ধ সহ শঙ্করের সকল বিষয়ে ঐক্য হইল, তবে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ আছে এবং সে প্রভেদ সামান্য নহে শঙ্কর মতে মায়া বা অবিদ্যা কিছু নয় বলুন আর যাই বলুন—ব্রহ্মের শক্তি, গন্ধে গৃহীতের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ব্রহ্মে মায়ার বিক্ষেপশক্তিনিবন্ধন জগৎ সৃষ্টি, আবরণশক্তিনিবন্ধন আত্মার সংসারিত্ব বৌদ্ধ মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার জ্ঞানবস্তু ব্রহ্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই শঙ্করমতে অহঙ্কার হেয় বটে, কিন্তু অহম্প্রত্যয় এবং ব্রহ্ম একই সামগ্রী বৌদ্ধ মতে কোনরূপে অহমের গন্ধ নাই শঙ্করমতে অহং বা জীবই ব্রহ্ম, বৌদ্ধ মতে অহংও নাই, জীবও নাই, এক অনন্ত জ্ঞান বস্তুই কেবল বিদ্যমান বিরোধিগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিলেও তিনি সম্মানিত হইলেন, যেহেতুক তিনি ঋষিগণের নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করেন নাই জীবকে শঙ্কর ব্রহ্মে প্রবিষ্ট করিয়াছেন, অহংকে ব্রহ্মরূপে স্থির রাখিয়াছেন, বুদ্ধ আত্মাকে বা অহংকে তিরোহিত করিয়া সেখানে ব্রহ্মকে আনিয়া বসাইয়াছেন বেদান্ত-দর্শনসম্বন্ধে অন্যান্য মতও আছে কিন্তু বলিতে গেলে এ সকল পূর্ব্বোক্ত কোন না কোনটির অন্তর্ভূত বা অংশত এক, সুতরাং সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন সাংখ্যমতের সঙ্গে বৌদ্ধ মতকে অনেকে এক করিতে চান, কেন না নিরীশ্বরবাদে একতা আছে। এ চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা সাংখ্যের সর্ব্বপ্রধান প্রকৃতি ও পুরুষ। এ দুই তন্মতে নিত্য, বৌদ্ধমতে এ দুইয়ের কোথাও স্থান নাই। সাংখ্য ব্রহ্মে স্থিতি মানিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতিপুরুষের অতিরিক্ত যখন আর কিছু নাই, তখন পুরুষেরই মুক্তাবস্থা ব্রহ্মত্ব সীমাবিরহিত ব্যাপিত্ব

পুরুষ বা জীবচৈতন্য বৌদ্ধ মতে কিছুই নয়, প্রকৃতি অত্যন্ত মিথ্যা। পাতঞ্জল দর্শনের সঙ্গে যোগবিষয়ে বৌদ্ধ মতের অনেক ঐক্য আছে। যদিও বৌদ্ধধর্ম্মে যোগোপায় বহুল, তথাপি মূলতঃ এক বলিতে হইবে। এ দর্শনের সঙ্গে প্রথম অনৈক্যের ভূমি ঈশ্বর। যোগদর্শন পুরুষরূপী ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ইনিই অনাদি কালসিদ্ধ গুরু ও উপদেষ্টা। ঈশ্বরপ্রণিধান যোগদর্শনে প্রধানোপায়। সমুদায় দৃশ্যের দ্রষ্টা চৈতন্য যখন আপনার স্বরূপে স্থিতি করেন, তখনই কৈবল্য সমুপস্থিত হয়। ঈশ্বর অবিদ্যাদি সংস্পৃষ্ট নন, পুরুষ সংস্পৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বর হইতে একান্ত ভিন্ন, এই দ্বিতীয় অনৈক্যের ভূমি। অবিদ্যা জগতের কারণ, এ অবিদ্যা এবং সাংখ্যের প্রকৃতি একই, সুতরাং ইহাও তৃতীয় অনৈক্যের স্থল। এ দর্শনে ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি তিনই স্বীকৃত হইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মে এক জ্ঞানবস্তু ভিন্ন আর কিছুই স্বীকৃত হয় নাই। পাতঞ্জল যোগদর্শন পূর্ব্ব ঋষিগণের পথানুসারী, সুতরাং মুক্তাবস্থায় জীবচৈতন্যের স্বরূপাবস্থায় স্থিতি প্রধান *। বৌদ্ধ মতে আত্মার তিরোধান হইয়া কেবল জ্ঞান বা ব্রহ্মে স্থিতি মুক্তি। এই সকল দর্শন ভিন্ন অন্যান্য যে সকল দর্শন আছে তাহার সঙ্গেও সহজে সকলে ভিন্নতা দেখিতে পাইবেন।

* "ন তাবজ্জগদ্ব্যাপ্যং বর্জ্জয়িত্বা ব্রহ্মা ভোগমাত্রসাম্যাত্মুক্তিপ্রকারঃ; গুণপুরুষয়োরন্যোন্যদৃশ্যসম্বন্ধবিচ্ছেদলক্ষণায়াঃ সাংখ্যমুক্তেঃ, বিজ্ঞানাদিনবস্থানোচ্ছেদেন নিঃসম্বোধলক্ষণায় বৈশেষিকাদিমুক্তেঃ, আলোকাকাশশরীরেন্দ্রিয়বিষয়োপলব্ধিশূন্যতয় সততোর্দ্ধগমনলক্ষণায়া আর্হতমুক্তেঃ, বিশুদ্ধজ্ঞানোদয়প্রবাহস্য সর্ব্বজ্ঞসন্ততেঃ স্বলক্ষণমুৎপাদ্য তদেকত্বলক্ষণস্য সন্তানশূন্যতালক্ষণস্য চ সুগতমুক্তেঃ, বাসুদেবে কারণে প্রকৃতিবিলক্ষণায়াঃ পাঞ্চরাত্রমুক্তেঃ, ঈশ্বরপ্রাপ্তিলক্ষণায়াঃ শৈবমুক্তেশ্চ—অনেকপ্রকারত্বাৎ। শা-মী ন্যা-সং

বৌদ্ধধর্ম্মে সগুণ পক্ষেরও যে একেবারে অভাব ছিল না, দিব্যিজ্ঞ সূত্রের সংক্ষিপ্ত সার পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রকার সকলে জানিতে পারিবেন এ জন্য আমরা ললিতবিস্তর হইতে কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়া পরিশিষ্টের অঙ্গ বৃদ্ধি করিলাম। এক একটি বিষয় ললিতবিস্তরে কিরূপ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এইগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আমাদিগের ভয় আছে, পাঠকগণ ধৈর্য্যের সহিত আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারিবেন না, কেন না এক বিষয়ে শত শত বিশেষণ পাঠ করিতে ধৈর্য্যরক্ষা সহজ নহে। যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধায়ী তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসাচরিতার্থের জন্য এবং এ ধর্ম্মসম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা দৃঢ় করিবার জন্য, এই সকল অংশ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল। অনুবাদে আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। কেহ ভ্রম-প্রমাদ দেখাইয়া দিলে আমরা তাঁহার নিকটে নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইব।

সম্পাদকস্য

প্রস্তাবনা।

আজ কাল ইয়োরোপীয় বিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্নদেশীয় চিন্তাশীল বিদ্যাবিশারদ ধীর ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যত্ন সহকারে স্বীয় মত সংস্থাপনপূর্ব্বক বিবিধ গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন ; অথচ যে দেশ হইতে এই বিশাল ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, সেখানে ইহার নামগন্ধও নাই। মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছেন, নৈয়ায়িক ভাষ্যকারেরা এই ধর্ম্মের কোন কোন আংশিক মত খণ্ডন করিয়াছেন, এই মাত্র ইহার তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আর্য্য-দার্শনিকেরা বেদকে মূল করিয়া কত ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্র অনাদৃত হয় নাই ; কিন্তু বৌদ্ধ বুধগণ বেদকে অস্বীকার করায় পূর্ব্বতন আর্য্যজাতির নিকট ধর্ম্মভ্রষ্ট ও দুরাচারী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। এই কারণেই পূর্ব্বকার পণ্ডিতেরা বিদ্বেষপরবশ হইয়া এই ধর্ম্মের মতখণ্ডনে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রতীতি করিতে পারেন নাই। এখন তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা ইহার উপর মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। অপর দিকে সুসভ্য পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বরবিহীন মানবীয় আদর্শধর্ম্ম (Religion of Humanity) বলিয়া বৌদ্ধ

ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিতে থাকেন। অতএব তাঁহাদের গ্রন্থাদি পড়িয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে বিশেষতঃ সকলে না হউক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আখ্যায়িকা, প্রবাদ প্রভৃতি, উপন্যাস লইয়া স্বকপোলকল্পিত মত সংস্থাপন করিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রকৃত জীবন, তৎসম্পর্কীয় ঘটনাবলি, সাধনপ্রণালী ও সমাধির প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মীমাংসা করেন নাই। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁহারা অনেকেই সেই মহাত্মার প্রতি অবিচার ও অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হড্‌সন, বিল ও বর্ণফ সাহেব বিশেষ যত্ন সহকারে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত সার সংগ্রহ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন ইঁহারাই নিরপেক্ষ ভাবে কতক পরিমাণে বৌদ্ধ মত সমালোচনা করিয়াছেন বিশেষতঃ আবার হডসন্ সাহেবের সমধিক যত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত হওয়াতে এখন অনেকের পক্ষে বৌদ্ধ তত্ত্বের আলোক বিশদরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে

সেই লোকচক্ষুর্মহাসত্ত্ব তথাগত বিশেষ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান নাই যে তাহা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মাবধারণ সহজেই হইতে পারে অপিচ যে সকল গ্রন্থ চিন, তিব্বত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে বর্ত্তমান আছে, তাহাও আর তাঁহার প্রকৃত মত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না কারণ তাঁহার নির্ব্বাণের পর শিষ্যপরম্পরার দ্বারা তাঁহার মত সকল রূপান্তরিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে সুতরাং তৎপাঠে চিত্তের সন্তোষ হয় না। ফলতঃ ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে ধর্ম্মরাজ শাক্যমুনি যখন শ্রাবস্তীর জেত বনে অনাথপিণ্ডদ বিহারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন,

তখনই বিশেষ ধর্ম্মচর্চ্চা হয়, এবং তৎকালে অনেক ভিক্ষু শ্রাবক বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে একত্র ধর্ম্মালোচনা করিতেন তন্মধ্যে একদা মহেশ্বর নন্দন আনন্দ, সুনন্দ, চন্দন, মহিত, প্রশান্ত ও বিনীতেশ্বর প্রভৃতি বিবিধ শ্রাবক ও বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ভগবন্, আপনি প্রকৃত মনোজ্ঞ ধর্ম্মবিষয়ে এইরূপে উপদেশ দিন যথা,

"তৎ সাধু ভগবাংস্তং ললিতবিস্তরং নাম ধর্ম্মপর্য্যায়ং দেশয়তু তদ্ভবিষ্যতি বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়, লোকানুকম্পায়ৈ মহতোজনকার্য্যস্যার্থায় হিতায় সুখায় দেবানাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ "

ল, বি, ১, অ।

ইহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণীকৃত হইতেছে ঐ সময়ে বুদ্ধদেব সূত্রান্ত ও মহাবৈপুল্য নামে যে সকল ধর্ম্মপর্য্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তাহাই বিশেষ আদরণীয় ও বিশ্বস্ত ললিতবিস্তর তাহার মধ্যে এক প্রধান গ্রন্থ ইহা ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত ইহার মধ্যে শাক্যের জন্ম, শৈশব, যৌবন, বৈরাগ্য সাধন, সমাধি, নির্ব্বাণ লাভ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে ইহার অপরাংশে প্রচার, ধর্ম্মব্যাখ্যা ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে, এই ধর্ম্মশাস্ত্রের সাধারণ নাম পেটক পেটক আবার তিন ভাগে বিভক্ত, সূত্র, অভিধর্ম্ম ও বিনয় এজন্য ত্রিপেটক কহে ইহার অপর নাম রত্নত্রয় বুদ্ধ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধবচনকে সূত্র বলা যায় ঐ সূত্রই বোধিমণ্ডলীর নিত্য ও ধ্রুব ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাই তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল ও ভিত্তি ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব দার্শনিক প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাকেই অভিধর্ম্ম কহে বিনয়—নীতি ও বিধিশাস্ত্র। ইহাতে বোধিসত্ত্ব, অর্হৎ, ভিক্ষু শ্রাবক, শ্রমণ ও সাধারণ লোক-

দিগের নিমিত্ত কর্ত্তব্য উপদিষ্ট ও বিভক্ত করা হইয়াছে আনন্দ-কৃত "বুদ্ধবচন" এজন্য অত্যন্ত আদরণীয় তিনি শুদ্ধোদনের অনুজ শুক্লোদনের পুত্র, শাক্যসিংহের বিশেষ আত্মীয় খুল্লতাত ভ্রাতা রাহুলসূত্রও বৌদ্ধদিগের অতিশয় পূজনীয় গ্রন্থ জেত বনে রাহুলের সঙ্গে বুদ্ধদেবের বিশেষ ধর্ম্মালাপ হয় উহা উচ্চ তত্ত্বের মধ্যে পরিগণিত, তাহার অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এই দুই গ্রন্থ পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছে রাহুল শাক্য সিংহের পুত্র পিতা পুত্রে পরম বৈরাগী হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলাপ করিয়াছিলেন ও প্রচার করিয়া জীবগণকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ দৃশ্যটি বড় মনোহর এ প্রকার আর কোন মহাপুরুষের পক্ষে ঘটে নাই যাহা হউক ঐ সূত্র সকল মূল গ্রন্থ প্রাচীন বৌদ্ধগণের নিকট এই সূত্র সকলই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হয় তাহার বিশেষ প্রমাণ ও দেখিতে পাওয়া যায়

যৎকালে সুগত এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তখন বৌদ্ধদিগের মধ্যে মত ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল কোন্ শাস্ত্রে বাস্তবিক বুদ্ধদেবের উপদেশাবলি আছে, কোন্ কোন্ মত তিনি স্বয়ং প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কোন্ কোন্ সত্য বৌদ্ধদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, ধর্ম্মরাজ নির্ব্বাণবিষয়ে স্বয়ং কি কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে, কিন্তু ভিক্ষু ও বৌদ্ধসঙ্ঘ, উঁহার প্রিয় শিষ্য ও প্রচারকদিগের মধ্যে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল কারণ মহাপুরুষেরা যে সকল উদার সত্য প্রচার করিয়া যান তাহা শিষ্যগণের বুদ্ধিভেদে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া ও নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় উদ্ভা

বন করে এই আশঙ্কা বিদূরিত এবং মত ও বিশ্বাস স্থির করিবার জন্য খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রাজগৃহে এক প্রকাণ্ড প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গম (Council) হয় তখন মগধরাজ অজাতশত্রু জীবিত ছিলেন তাঁহার সাহায্যে ও তাঁহার নির্ম্মিত বিহারে ঐ সভা আহূত হয় প্রায় ৫০০শত ভিক্ষু একত্র সমাগত হইয়া বিশ্বাস স্থির করেন শাক্যমুনির এক প্রধান শিষ্য বৃদ্ধ কাশ্যপ বৌদ্ধসঙ্গীর নেতা ও অধ্যক্ষ হইয়া কোন্ কোন্ সূত্র গ্রহীতব্য তাহা নির্ব্বাচন করিয়া দেন ঐ সভাতে কাশ্যপ, আনন্দ ও উপালী এই তিন জনে ত্রিরত্ন বা ত্রিপিটক নামে বুদ্ধ বচন সকল সংগ্রহ করিয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করেন ঐ সময়ে ললিতবিস্তরের গাথা অংশগুলি সূত্র বলিয়া বিশেষরূপে সমাদৃত ও গৃহীত হয় কাশ্যপ সূত্র করেন, আনন্দ তাহার উপর ব্যাখ্যা করিয়া অভিধর্ম নামে প্রচার করেন এবং উপালী নীতিগুলি বিভাগ করিয়া বিনয়াখ্যানে প্রকাশ করেন অপিচ তাঁহার নিজ জীবনের বৃত্তান্ত ললিতবিস্তর ভিন্ন আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থে তাঁহার বচন ও সূত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাধি প্রণালী বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে অতএব ইহা বেশ অনুমিত হইতেছে যে ললিতবিস্তরই বুদ্ধদেবের জীবন ও মতসম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণীয় * তৎপরে দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গমে আবার পুস্তকাদি নির্ব্বাচন হয় ঐ সভা খৃঃ পূঃ ৭৭৭ বৎসর পূর্ব্বে কালাশোকের সময় আহূত হইয়াছিল প্রথম সঙ্গম বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই হয়, আর দ্বিতীয় সঙ্গম এক শত বৎসর

* M Senart describes the Gathas to be the most ancient and authentic text on the life of the last BUDDHA and the LALITA VISTARA as the type of the most complete, the most perfect, and also the most authoritative book.

পরে হয়। এই সময় মগধরাজ কালাশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি ও প্রচার করেন। তাঁহার দ্বারা মগধের অনেক স্থানে বিহার নির্ম্মিত হয়, তিনি বৌদ্ধ প্রচারকদিগকে নানা স্থানে প্রেরণ করেন। প্রথম এক শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ প্রচারকদিগের মধ্যে কোন মতভেদ ঘটে নাই, অব্যাহতরূপে মত ও বিশ্বাসের একতা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় সভাতে কয়েক জন প্রচারক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর কতকগুলি পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন, তাঁহারা যদ্যপি কাহার নিকট হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করেন, জলবৎ তরল কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করেন, মধ্যাহ্নকালের পর জল দুগ্ধ ও দধি পান করেন, যদি কেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত আসনে উপবেশন করেন এবং মঠ ভিন্ন গৃহস্থের ভদ্রাসনে দীক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অধর্ম্মদোষে দোষী বলা যাইতে পারে না। এই প্রস্তাবে অধিকাংশ বৌদ্ধ সম্মত না হওয়াতে ইঁহারা স্বতন্ত্র এক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন এবং কাকন্দক নামে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরুর পুত্র যসকে গুরুর পদে বরণ করিয়া তাঁহার অনুগত হইলেন। ইঁহারা এক প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট দলে বিভক্ত হইয়া উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দ্বিতীয় সঙ্গমে মত লইয়া তুমুল বিবাদ হয়। এই বিবাদে শাস্ত্র বিভিন্ন হইল, মত সকল রূপান্তরিত হইল, মূল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইতে আরম্ভ হইল। বিষম এক বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, বিশুদ্ধ মত ও বৌদ্ধবচন প্রতীতি করা লোকের পক্ষে সুদুষ্কর হইয়া উঠিল। বৈরাগ্যহীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ নিজ স্বার্থসাধনে তৎপর হইলেন।

এই সময়ে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক বৈশালীতে যে দ্বিতীয় সভা হয় তাহাতে প্রায় ৭০০ শত বৌদ্ধ প্রচারক একত্র হন। বুদ্ধদেব স্বয়ং যেরূপ বৈরাগ্যের নিয়ম প্রচার করিয়া যান, এবং প্রচারক ও ভিক্ষুদিগের পবিত্রতা রক্ষার্থ যে প্রকার কঠোর শাসন প্রণালী পূর্ব্বে প্রচলিত হয়, এই সময়ে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। তৎকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বিলাস, সুখপ্রিয়তা, লোভ, স্বার্থ ধনেচ্ছা প্রভৃতি গর্হিততম পাপ প্রবেশ করাতে এই ধর্ম্ম নিতান্ত বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালের গ্রন্থাবলী কখনই মূল শাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় বৌদ্ধিসঙ্গমে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তাহাতে শাস্ত্রের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হয়, তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত অংশ গুলি বিশুদ্ধরূপে পরিগৃহীত ও বিভাগশঃ সংকলন সংযুক্ত হয়। এই সভা ( ) খৃঃ পূঃ ২৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিত হয়। তৎকালে মহারাজ অশোক সমস্ত ভারতের একচ্ছত্রশালী অধীশ্বর ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। তিনি নিরতিশয় দুরাচার ও প্রচণ্ড রাজা ছিলেন, বহু নরনারীর শিরশ্ছেদন করিয়া কলঙ্কিত ছিলেন। তখন তাঁহার নাম চণ্ডাশোক ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাশোক নামে আখ্যাত হয়েন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে দেবানাম্প্রিয় ও প্রিয়দর্শী নামে ডাকিতেন। তাঁহার সপ্তদশ বৎসর রাজত্বকালে পাটলীপুত্রে (পাটনা) তৃতীয় সভাতে প্রায় হাজার ভিক্ষু সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়েন। মোগলীর পুত্র তিষ্য তৎকালে সন্ন্যাসিদিগের সর্ব্বপ্রধান নেতা ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় ঐ সভার কার্য্য হয়। এই সভাতে বিশেষরূপে ধর্ম্ম পুস্তকাদি মনোনীত করিবার জন্য অশোক স্বয়ং এক প্রবন্ধ লেখেন

নয় মাস পর্য্যন্ত এই সভার কার্য্য চলে, তাহাতে কেবল কোন্ কোন্ শাস্ত্র বিশুদ্ধ তাহাই নির্ণীত হয়। ঐ সভাতে এই কয়েক খানি গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হয়। বিনয়, অবিসবগানো, অনাগতভয়ানি, মুনি গাথা, মনের স্থত্ত, উপতিষ্য প্রশ্ন, ও বাহুল সূত্র। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের রীতি নীতি, সামাজিক পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাদি বিশদ রূপে বিধিবদ্ধ হয়, এবং নানা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। মহাবংশে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণও পাওয়া যায়।

থিরো মগ্‌গালি পুত্তো সো জিন শাসনয়ো তকোনিত্ত
পেত্বান সঙ্গিতিন পেক্ষব মালো অনাগতান
শাসনাস্‌স, পতিথানান্ পচ্চান্তেযু অপেক্খিয় পেসেসি
কার্ত্তিকে মাসিত্তে রেথিরে তাহিম তাহিন্
থিরান কাশ্মীর গান্ধারান মজ্জান্তিক মাপে স্যযি মহাদেব
থিরাল মহিষ মণ্ডলীন
বনবাসিন অপেসেসি থিরান রক্খিত নামকান্ তথা
পরান্ত কাল যোনান, ধর্ম্ম রক্খিত নাম কান
মহা রাট্যান্ মহা ধর্ম্মরক্খিত থিরোনামকান্ মহারক্খিত
থিরান্ত যোন লোক মপেস্যয়ি
পেসেসি মজ্ঝিমন থিরান, হিমবন্ত পদেশবান্ সুবর্ণ
ভূমিন থিরে দ্বিসো নাম উত্তর মেবচ
মহামহিন্দ থিরান তান থিরান ইত্থিয উত্তিয সম্বল ভদ্দ
তন্দ সামক্ক শাকে সঙ্গি বিহারিকে
লঙ্কাদ্বীপে মনুন্নামহিমনুন্ন জিন জালানাস পতিথাপিত
তমহেত্তি পঞ্চমিবে অপেস্যয়ি ■

■ Turnour's Mahavansa

"অজ্ঞানতিমিরনাশক বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মোজ্জ্বলকারী মগগলি থিরোর পুত্র থিরোদিগের তৃতীয় সঙ্গ করিয়া ভবিষ্যতের কার্য্য প্রণালী চিন্তা করিতে লাগিলেন।"

"বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া তিনি মজ্ঝান্তিক নামক থিরোকে কাশ্মীরে ও গান্ধারে, মহাদেব নামক থিরোকে মহিষমণ্ডলে রক্ষিত নামক থিরোকে বনবাসিতে, যোনা ও ধর্ম্মরক্ষিত নামক থিরোদ্বয়কে অপরান্তকে, মহাধর্ম্মরক্ষিত নামক থিরোকে মহারাষ্ট্রীয়ে, মহারক্ষিত নামক থিরোকে হিমবন্ত দেশে, সোন এবং উত্তর নামক থিরোদ্বয়কে স্বর্ণ ভূমিতে এবং মহামহিন্দ্র ও শিষ্য ইত্তেয, উত্তেয, সম্বল ও ভদ্দসাল এই পঞ্চ থিরোকে লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রেরণ করেন। তিনি শেষোক্ত পঞ্চ থিরোকে লঙ্কাদ্বীপে প্রেরণ করিবার সময় তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া দেন যে মোহান্ধকারবিজয়ীর আনন্দপূর্ণ ধর্ম্ম আনন্দকর স্থান লঙ্কাদ্বীপে স্থাপন কর।"

বাস্তবিক অশোক স্বীয় ক্ষমতা বলে, সাধুচরিত্রগুণে, দয়া ও পরোপকার ব্রতে তৎকালে বৌদ্ধপ্রচারকমণ্ডলীর এক প্রকার নেতাস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। ফলতঃ ভারতে তাঁহার ন্যায় প্রতাপশালী রাজা কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ে অশোক দেবপ্রকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য যৎপরোনাস্তি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং প্রিয়তমা কন্যা ও প্রিয়তম পুত্র মহামহেন্দ্রকে সন্ন্যাসীর ব্রতে নিযুক্ত করিয়া সিংহলে উভয়কে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করেন। পূর্ব্বোক্ত যোন নামে ধর্ম্মপ্রচারক গ্রীশদেশীয় যবন। তিনি ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করাতে বৌদ্ধ প্রচারকদিগের আধিপত্য

বুদ্ধদেবের শরণাগত হইয়া একেবারে ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রত অবলম্বন করিয়া দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন

চতুর্থ সভা অর্থাৎ বোধিসঙ্গম (Council) খৃঃ শঃ ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয় কণিষ্ক তখন সমুদায় মগধের রাজা ছিলেন, তাঁহার যত্নে ঐ সভা বিশেষরূপে আহূত হইয়াছিল কিন্তু সে সময়ে ধর্ম্মের তেজ ও উৎসাহ অনেক হ্রাস হইয়া যায় ঐ সভাতেও কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত এবং কোন কোন মত বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হয় এই সভার বিশেষ বিবরণ তত প্রাপ্ত হওয়া যায় না

যাহা হউক সিদ্ধার্থের নির্ব্বাণের পর ৫০০ শত বৎসরের মধ্যে চারি বার বোধিসঙ্গম হয় এই সঙ্গমে পুস্তকাদি ও মতবিশ্বাস সম্বন্ধে কত প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাই প্রদর্শিত হইল ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল গ্রন্থসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ উপস্থিত হয় এবং মতভেদজনিত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয় বৌদ্ধধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৮টী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে অতএব যাঁহারা বলেন ইঁহাদের মতভেদ হয় নাই তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রান্তি প্রথমে মূল গ্রন্থ সকল কোন্ ভাষাতে কোন্ সময়ে লিখিত হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধে ইহাও একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য যৎকালে বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন, তখন সমুদায় ভারতে তিন ভাষা প্রচলিত ছিল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি পালি আবার সমুদায় মগধ এবং উড়িষ্যা হইতে কপর্দিগিরি পর্য্যন্ত তৎপ্রদেশবাসিগণের মাতৃভাষা ছিল কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এককালে যে পালি সমুদায় বেহার ও উড়িষ্যার মাতৃভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত তাহা এখন প্রাচীন দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

বুদ্ধদেব সরল ভাষা ভাল বাসিতেন, যাহা সহজে লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেই ভাষাতে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতে তিনি স্বয়ং আদেশ করিয়া যান পালি ভাষাতে তাঁহার রচনাবলী লিখিত হয় ইহা তিনি বিশেষরূপে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, এবং এই কারণে মিশ্রিত ভাষাতেই তখন গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল। ললিতবিস্তর তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে ঐ গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যে লিখিত হইয়াছে ইহার গদ্য অংশগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে, আর পদ্য অর্থাৎ গাথাগুলি মিশ্রিত ভাষাতে অধ্যাপক বর্ণুফ ও ল্যাসেন বলেন যে বাস্তবিক গাথা অংশ গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্ত্তী ভাষায় লিখিত আমাদেরও ইহাই অনুমান হয় ইহার প্রমাণও বিলক্ষণ আছে টর্ণর সাহেবের মহাবংশ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, অশোকের ২৭ বৎসর রাজত্বকালে তৎপুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সিংহল ভাষাতে অনুবাদ করেন, সেই গ্রন্থ পাঁচ খৃষ্টাব্দে পালি ভাষায় অনুবাদিত হয় ইহা দ্বারা বেশ প্রতীত হইতেছে যে, অশোকের সময়ে অন্য ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল প্রচলিত ছিল তাহা কোন্ ভাষা ? সংস্কৃত ও পালিমিশ্রিত ভাষা, যাহা গাথার ভাষা বলিয়া প্রতীত হয় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ৭০ বৎসরে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুস্তকাদি প্রথম অনুবাদিত হয়, তিব্বতের রাজা ৬২৩ খৃঃ শকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাতে ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল লইয়া যান এবং দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। বুদ্ধ ঘোষ যে শাক্যসিংহের জীবন পালিভাষায় লিখিয়াছেন, যাহা

পালিভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাও বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের হাজার বৎসর পরে। ব্রহ্মদেশে "মললঙ্কার উত্তো" নামে যে ললিতবিস্তরের অনুবাদ আছে তাহাও বুদ্ধ ঘোষের সময়ে। ইহা দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এখন যে সকল প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত তথায় মূলগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অনুবাদ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ের লিখিত ভাষা যেমন সংস্কৃত ও ইতর বাঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে, এমন কি উচ্চদরের গ্রন্থে অধিকাংশ সংস্কৃত কথা ও বাক্যাবলী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন *যৎপরোনাস্তি, যঃ পলায়তি সজীবতি, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ ইত্যাদি*, তৎকালেও সংস্কৃত ও পালির সহিত এইরূপ সম্বন্ধ ছিল।

পুরাকালে ভারতের এই এক চমৎকার প্রথা ছিল যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত ও মনোজ্ঞ গুণাবলি নানাবিধ ছন্দে ও সমস্বরে প্রধান প্রধান সভায় বা দরবারে কিংবা যজ্ঞস্থলে কীর্ত্তিত হইত। প্রায় এইরূপে ঋষিদিগের যজ্ঞস্থলে ঋগ্‌বেদ, রাজদরবারে মনোহর স্বরে ও পদ্যে গাথা গীত হইত। রামায়ণেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কুশ লব রামচরিত এমন মনোহর স্বরে সভাস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে তাহাতে রামের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল। সমস্বরে এক তানে গুণাবলী কীর্ত্তন করিলে তাহা সভাস্থ জনগণের হৃদয়ে বড় মুদ্রিত হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবোধিসঙ্ঘে সঙ্কলিত হইয়া অগ্রে গাথাগুলিই কীর্ত্তিত হয়। বুদ্ধদেবের জীবন লেখ্য অতি মনোহর স্বরে গীত হওয়াতে সভাস্থ সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। ইহাতে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, গাথাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন শাক্যমুনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

যান তখন আনন্দ, নন্দ ও রাহুল এই শিষ্য ত্রয়ই তাঁহার পরমাত্মী ছিলেন ইহাঁরাই গাথার ছন্দে তাঁহার ম·হির চরিত ক·· করিয়াছিলেন অতএব এই গাথা অংশ গুলিই মূল সূত্র যাহ আনন্দ দ্বারা রচিত হইয়াছিল তাহাই বিশ্বাসযোগ্য ও বহু পুরাতন ললিতবিস্তরই যে বুদ্ধদেবের জীবনের প্রথম ঘটনাবলির প্রমাণ স্থ তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন পৃথিবীর সমুদা বৌদ্ধদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে বুদ্ধদেবের জীবনসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এক ললিতবিস্তরের অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া আমিও তাহাই অবলম্বন এবং অপরাপর গ্রন্থাবলি সন্দর্শন করিয় এই মহাপুরুষের চরিত চিত্রিত করিলাম সুনিপুণ চিত্রকর ভি এমন মনোহর চিত্র কে আঁকিতে পারে? হায় যে গুণধরে· মনে যত গুণাবলী মানবের অনুকরণীয় তাহা আমার চিত্ত চিত্রিত করিতে বসিল, কিন্তু যে রঙ্গে তিনি রঞ্জিত ছিলেন সে রঙ্গ আমি কোথায় পাইব, কে সে রঙ্গ ফলাইতে পারে? যোগের তুলিকায় ও সমাধির রঙ্গে আমি তাহা ফলাইতে বসিয়াছি, এখন বিধাতার ইচ্ছা যাহ তাহাই পূর্ণ হউক

যে মহাত্মা দুই সহস্রাধিক বৎসর হইল নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন তিনি এখন কোথায়? বাস্তবিক কি তিনি মরিয়াছেন? তিনি এখন নির্ব্বাণসাগরে ডুবিয়া আছেন সেই অমরাত্মা নির্ব্বাণজলধি দেবদেব আদিদেবে বিরাজমান রহিয়াছেন আমি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি আমি তাঁহার নির্ব্বাণরসের অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হই-য়াছি সেই মুনিবর আমার আত্মার ভূষণ তিনি আমার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহার সমাধি ধ্যান বৈরাগ্য

ও নির্ব্বাণ পবিত্রতা ও দয়া আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে সমাধিস্থ আত্মা তাঁহার সমাধিতে এক হইয়া গিয়াছে আমি যোগসাগরে ভাসমান হইয়া তাঁহার ধ্যানসুখের অমৃত পান করিয়া চিদাকাশে এখন উড্ডীয়মান হইতেছি যিনি রাজপুত্র হইয়াও ভিক্ষুবেশে পথে পথে নগরে নগরে দয়ার্দ্র চিত্তে জীবগণের মুক্তি ও দুঃখ নির্ব্বাণ করিবার জন্য ভ্রমণ করিলেন যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া ভিক্ষান্নই পরম সুখ জ্ঞান করিলেন, যিনি রাজসিংহাসন ছাড়িয়া তরুতলে বাস সার করিলেন, তাঁহার এরূপ দয়া ও বৈরাগ্যের কথা মনে হইলে হৃদয় বিগলিত হয়, অশ্রু বেগ সংবরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে এমন মহানুভবের প্রতি হৃদয় চিরকৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে না সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম তাঁহার মনোহর চরিত পাঠ করিয়া পাঠকগণ সুখী হইবেন বিশেষতঃ তাঁহার সর্ব্বত্যাগী জীবনে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে স্থির শান্ত মনে তাহা আলোচনা করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রে গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের রসাস্বাদনে মগ্ন হইতে পারিবেন অলমতি বিস্তরেণ

শাক্যমুনিচরিত

ও

নির্ব্বাণতত্ত্ব।

অধ্যয়ন ও তপশ্চরণ

গৃহ হইতে নির্গমন কালে বুদ্ধদেব যখন ছন্দকের নিকট অশ্ব ও আভরণ চাহেন তখন সে হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে রোদন করিতেছিল ও অশেষ প্রকারে কুমারকে প্রবোধ দিয়াছিল, তৎকালে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল পুনরায় আমরা তাহার সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি

ছন্দক আর্য্য, কমললোচনা মণিরত্নভূষিত গলে হারাবলম্বিনী মেঘমুক্ত সৌদামিনীর ন্যায় লাবণ্যময়ী পার্শ্বস্থ শয়না এই পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন না, সুন্দরী কিন্নরীগণের এমন মৃদঙ্গ বংশবেণুসংযুক্ত সুললিত তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত পরিত্যাগ করিবেন না, এরূপ সুগন্ধ দ্রব্য অনুলিপ্ত স্রক্‌চন্দনাদি বা কি বলিয়া উপেক্ষা করেন বিবিধরসপূর্ণ ব্যঞ্জনাদি উপাদেয় আহার্য্য ও মিষ্টান্ন ছাড়িয়াই বা কোথায় যাইবেন, বিশেষতঃ গ্রীষ্মে শীতলতাসঞ্চারী ও শীতে উষ্ণতাপ্রদায়ী এরূপ পরিচ্ছদ ও উদ্যানভূমি পরিত্যাগ করিয়া কেন যাইবেন? অতএব অগ্রে আপনি এই সুখদ বস্তু ভ শরপে উপভোগ করুন পরে উপযুক্ত সময় হইলে যাইবেন -

বুদ্ধ ছন্দক, আমি রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দজনিত বিবিধ সুখ অপরিমিতরূপে ভোগ করিয়াছি, স্ত্রী পুত্রের রসাস্বাদও অনুভব করিয়াছি প্রভূত ঐশ্বর্য্যে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি, কিন্তু দেখিলাম এই সকল বিষয় ভোগে কেবল বাসনাই প্রবল হয়, তাহাতে আর আমার শান্তি হইতেছে না, সংসার নিতান্ত অসার দেখ, ইহাতে আবদ্ধ থাকিলে মনুষ্যের তৃষ্ণাই বাড়ে, তবে আর তৃপ্তি কোথায়? এই বাসনা তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল, বাসনাহীন তৃষ্ণাহীন লোক কি সুখী কি শান্ত. পার্থিব কোন পদার্থে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই, ইন্দ্রিয়জনিত কোন প্রকার সুখে যাঁহার অভিলাষ নাই, তিনি প্রকৃতিস্থ আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন ও জিতেন্দ্রিয় তাঁহার চিত্তেই পরম সন্তোষ, তাঁহার জীবনেরও আশা নাই মরণেরও ভয় নাই তিনি নির্ব্বাসন ও পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত ও সদানন্দ ইনি জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধির অতীত ছন্দক, অতএব আমিও এই জগৎ উপেক্ষা করিয়া গমন করিতেছি

তদাত্মনোত্তীর্য্য ইদং ভবার্ণবং সর্ব্বৈবদৃষ্টিগ্রহক্লেশরাক্ষসং
স্বয়ং তরিত্বা চ অনন্তকং জগৎ স্থলেহন্তরীক্ষে অজরামরে শিবে

ল, বি, ১৫, অ

মিথ্যাদৃষ্টিরূপ গ্রহ ও ক্লেশরূপ রাক্ষসপূর্ণ এই ভবসাগর স্বয়ং পার হইয়া অনন্ত জগৎকে আমি অজর অমর ও মঙ্গলময় ভূলোকে এবং দ্যুলোকে প্রবেশ করাইব

তখন ছন্দক নিরতিশয় শোকসন্তপ্তহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং অতি কাতর স্বরে বলিল তবে, দেব, আপনার এই দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে? ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন "অচলাচলমব্যয়ং দৃঢ়, মেরুরাজের যথা সুদুশ্চলং" আমার নিশ্চয় অচলের ন্যায় অচল

অব্যয় এবং দৃঢ় ইহা পর্ব্বতরাজের ন্যায় অতি দুশ্চল যুবরাজ সেই নিশাকালে ঘোর তিমিরবৃত, বিপদাকীর্ণ নানাহিংস্রজন্তু পরিপূরিত নিবিড় অরণ্যানী দিয়া অশ্বোপরি গমন করিতে করিতে উষাকালে অনোমা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন তথায় ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া অমূল্য স্বর্ণ ও হীরকমুক্তাযুক্ত আভরণাদি গাত্র হইতে উন্মোচন করত ছন্দাকের হস্তে অর্পণ করিলেন তুমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতার শোকাপনোদন করিবে, এই বলিয়া অশ্ব সহ তাহাকে তথা হইতে বিদায় দিলেন সে চলিতেছে আর সজলনয়নে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া যুবরাজের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে, যত দূর দৃষ্টি যায় ছন্দক এই ভাবে চলিয়া গেল যে স্থান হইতে ঐ অশ্বরক্ষককে বিদায় দেওয়া হয় তথায় নাকি অদ্যাপি এক চৈত্য নির্ম্মিত আছে ললিতবিস্তরেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় সুবিখ্যাত চীন পর্য্যটক হা হিয়ন বলেন আমি যখন কুশি * নগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে একটি নিবিড় ঘনসন্নিবিষ্টবিটপিপরিবেষ্টিত কাননের প্রান্তভাগে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ দর্শন করি, তাহা এই

গৌতম তখন এক নিষ্কণ্টক হইলেন তৎপরে তিনি খড়্গদ্বারা কেশগুচ্ছ ছেদন করিয়া কেশ গুলি ঊর্দ্ধে উড়াইয়া দিলেন এ স্থানে এক চৈত্য স্থাপিত হয় ঐ স্থানকে চূড়াপ্রতিগ্রহণ বলিয়া থাকে শাক্য পৃথিবীর সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হইল ভেবে এই ভাবিয়া কেশ অন্তরীক্ষে উৎক্ষেপ করিয়াছিলেন ত্যাগ দ্বিবিধ, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ইহা স্বাভাবিক ও সাধনের পক্ষে বিশেষ হিতকারী যে

* কুশিনগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে ৩০ ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত ছিল এখন ইহার ভগ্ন বস্থা

অন্তরস্থ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের কোন বিষয় ছাড়িতেই হইবে ঐ কেশত্যাগ তাঁহার চিত্তের সমুদায় বাসনাত্যাগের নিদর্শন হইয়াছিল পরে তিনি আপনার পরিধানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন ইহাতে আমার শোভা পায় না, এ বেশ সংসারীর আমার নহে এমন সময়ে এক ব্যাধের নিকট তাহার কষায় বস্ত্র গ্রহণ করত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন এখানেও এক চৈত্য স্থাপিত হয়, তাহার নাম কষায়গ্রহণ তিনি প্রথমতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শাকীনাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তৎপর পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তদনন্তর রৈবতনামা ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন ইঁহারা সকলেই তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করত পান ভোজনাদি অর্পণ করেন এইরূপে ক্রমান্বয়ে গমন করিতে করিতে অতঃপর তিনি বৈশালী নগরে * আসিয়া উপস্থিত হইলেন তথায় অরাড় কালাম নামে এক শ্রাবক সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহার তিন শত শিষ্য ছিল, তাহাদিগকে তিনি যাহাতে অকিঞ্চনতা লাভ হয় তাদৃশ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন বুদ্ধ তাঁহার নিকট গিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন আমার শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আছে, যদ্দারা আমি একা অপ্রমত্তভাবে অন্তরীক্ষচারী দূরগামী বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতে সক্ষম ঈদৃশ ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, এবং লাভ করিয়াছি এতদপেক্ষা যাহা অধিক আছে, তাহা আমাকে শিক্ষা দিন তিনি বলিলেন, আমিও এই পর্য্যন্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছি অতএব আইস আমরা

* পুরাতন মানচিত্র অনুসারে ইহা পাটনার উত্তর কেহ বলেন বৈশালী বদরীকাশ্রম কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম কারণ বুদ্ধ দক্ষিণ অভিমুখেই গমন করিয়াছিলেন

উজ্জ্ঞানে গলিত হইয়া শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদান করি। এই ধর্ম্মে মোক্ষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তিনি আলারকালামের তথা হইতে বহির্গত হইয়া মগধদেশে বিহার করিতে লাগিলেন।

তিনি একা ভিক্ষুবেশে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে রাজগৃহ * নামে মহানগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সে সময় মহাপ্রভাবশালী মগধেশ্বর বিম্বসার জীবিত ছিলেন, এই নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। চতুর্দ্দিক বিন্ধ্যপর্ব্বতের শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত থাকাতে ইহা বড় রমণীয় ছিল। ঐ নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে বুদ্ধদেব তথায় অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করিলেন। একদা ভিক্ষাপাত্র লইয়া তিনি রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন সন্ন্যাসীর রূপলাবণ্য দেখিয়া রাজপরিবারস্থ নরনারী সকলে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল এবং পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল, হায়! কোন্ রাজবংশের জননীকে শোকে দগ্ধ করিয়া আসিয়াছে, হায়! কোন্ রমণীকে এ অভাগিনী করিয়া বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার শারীরিক লক্ষণে রাজচক্রের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে, সন্ন্যাসীর বেশ ও ভিক্ষুর অবস্থার সে চিহ্ন প্রচ্ছন্ন থাকে না। অনন্তর রাজা বিম্বসার দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুকে দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং ভিক্ষান্ন দিয়া তাঁহাকে বলিলেন মহাশয়, আপনি আমার রাজ্যে কেন চির দিন অঙ্গীকার করুন না, কোথায় আর দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিবেন, আপনার সমুদায় কামনা পূর্ণ করিব। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, আমি যে বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। বাসনাতে লোকের অশেষ ক্লেশ, ইহা যে লবণাক্ত জলের ন্যায় অতৃপ্তিকর, এমন

* বর্ত্তমান গয়ার নিকট রাজগিরি পাহাড়কে রাজগৃহ বলিত।

অসার বস্তুতে কি কখন মানবের তৃপ্তি হয়? অসার বিষয়সুখে বদ্ধ জীব কত ক্লেশ পাইতেছে, হে নরেন্দ্র, তাহা কি আপনি দেখিতেছেন না, আবার তাহা আমাকে উপভোগ করিতে বলিতেছেন? 'পরমশিবং বরবোধিং প্রাপ্তুকামঃ" আমি এখন পরমমঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি

শাক্যসিংহের সুমধুর বচন শ্রবণে রাজা বিম্বসার দ্রবীভূত হইয়া গেলেন সংসারের প্রতি বৈরাগ্য হইল, মনে শান্তিরসের সঞ্চার হইল অবাক্ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন এবং নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব, আপনি কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং আপাততঃ কোথায় যাইবেন? আপনার পিতামাতা কে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন? তিনি আদ্যোপান্ত আত্ম-বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন রুদ্রক নামে এক মহাসুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজগৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন ইনি সংজ্ঞা এবং অসংজ্ঞা এ দুয়ের অতীত ভূমিতে আরূঢ় হইবার জন্য শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন তাঁহার আবার ও প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত বিশেষ তাঁহার সহিত দুই এক বার কথাবার্ত্তা কহিলেই অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিজীবী বলিয়া প্রতীত হইত এতরূপ আচরণ করিতেন বলিয়া বুদ্ধ তাঁহার নিকটে গমন করিলেন রুদ্রক তাঁহাকে শিষ্যত্বস্বীকারার্থ সমাগত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন মহাবীর শাক্য পুণ্য জ্ঞান সমাধি প্রভাবে লৌকিক এবং অলৌকিক সমুদায় প্রকারের যোগসম্পত্তি লাভ করত আচার্য্য রুদ্রককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংজ্ঞা অসংজ্ঞাতীত ভূমির অতীত অন্য কোন ভূমি আছে?

তিনি বলিলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন ইঁহার শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা নাই। অতএব তিনি বলিলেন তবে আপনি যে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। রুদ্রক বলিলেন, আইস আমরা দুজনে মিলিত হইয়া শিক্ষা দান করি। তিনি উত্তর করিলেন, আপনার এ পথ নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্যক্ বোধ, শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি, অথবা নির্ব্বাণের জন্য নয়। এই বলিয়া তিনি সশিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। গৌতমের ভাব দেখিয়া রুদ্রকের পাঁচ জন ব্রহ্মচারী ছাত্র স্বীয় গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। শাক্যসিংহ এই উভয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট পূর্ব্বতন দর্শনাদি ও নির্ব্বাণের তত্ত্ববিষয়ে যে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য সাধন হইল না। কারণ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া চিত্তে নির্ব্বাণ ও জীবনে জ্ঞান কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহা যে সাধনসাপেক্ষ তাহা তাঁহার মনে প্রতীত হইল। সুতরাং সাধনার্থী হইয়া গয়ার শীর্ষপর্ব্বতে বিহার করিতে লাগিলেন।

তিনি তখন নিতান্ত মুক্তিলাভার্থী হইয়া চিন্তা করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে এই উদয় হইল যে, যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রমণ শরীর ও মনে কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করেন নাই, অথচ কামনার বিষয় সকলের আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, নিবৃত্ত হইয়া আত্মা ও শরীর সম্বন্ধীয় দুঃখকর কটু তীব্র বেদনা অনুভব করেন, তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্ম হইতে আর্য্যোচিত জ্ঞানবিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে কখন সমর্থ নহেন। যেমন না আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা আর্দ্র কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে কখন তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন

হইতে পারে না। এই রূপ যাঁহারা চিত্তে এবং যাঁহারা শরীর মন উভয়েতেই কামনার বিষয় হইতে দূর গমন করিয়াছেন, অথচ পূর্ব্ববৎ অবস্থা উহাদিগেরও এই দশা। যদি কেহ অগ্নি চায় তবে তাহাকে শুষ্ক কাষ্ঠের সঙ্গে শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে হইবে। আমি কামনার বিষয় সকল হইতে শরীর ও চিত্ত দূরে অবস্থিত করিব এবং জানি, য মনার আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইব যাহাতে আত্মার পুনরাগমন ও শরীরে ক্লেশ উৎপন্ন হয় ঈদৃশ বেদনা (জ্ঞানকে) অনবোধ বলিতে হইবে। অতএব আমি মনুষ্যধর্ম্ম হইতে আর্য্যোচিত জ্ঞান ও দর্শন বিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে সক্ষম। ফলতঃ এই শেষোক্ত প্রতীতি তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় মুদ্রিত হইল। তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যেমন ইন্দ্রিয়দিগকে ও মনকে বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে, তদ্রূপ আত্মা ও শরীরকে কঠোর নির্যাতনে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিতে হইবে। কৃচ্ছ সাধনে অলৌকিক শক্তি জন্মে ও অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হয়, ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল।

বুদ্ধদেব এই ভাবিয়া পঞ্চ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে উরুবিল্বে উপস্থিত হইলেন। এই গ্রাম বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী। এখন ইহাকে উরাইল বলে। এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর। নৈরঞ্জন নদী ধীরে ধীরে কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে, চারি দিক্ বৃক্ষ ও লতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত, জনকোলাহলশূন্য, নিবিড়বনপুষ্পরাজির মকরন্দে আমোদিত, সুমন্দ সুশীতল বায়ু হিল্লোলে অটবি আন্দোলিত, যেন তাহারা আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, সুন্দর পক্ষীরা আপন মনে সুখে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহারা পরম বৈরাগী যোগীর বিমলানন্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া শাক্যের চিত্ত

উদ্ভাসিত করিতেছে এমন মনোহর স্থান দর্শন করিয়া তাঁহার বুদ্ধের মন প্রসন্ন হইল তিনি দেখিলেন, তিনি এমন সময়ে জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে সময়ে লোককে যথার্থ তপশ্চর্য্যা শিক্ষা দিতে হইবে কেন না সে সময়ে লোকসকল বহির্দৃষ্টিবশতঃ অনুপযুক্ত কৃচ্ছ সাধন বা অকৃচ্ছ সাধনে কায়শুদ্ধি অন্বেষণ করিত যেমন গোব্রত, মৃগ অশ্ব বরাহ বানর এবং হস্তিব্রত, অথবা গৃধ্র ও পেচকের পক্ষ ধারণ, ধূমপান, অগ্নিপান, আদিত্যনিরীক্ষণ, ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধপদ হইয়া এক পদে স্থিতি, অথবা রোম শ্মশ্রু কেশ নখ চীবর পঙ্ক কবন্ধ ধারণ ইত্যাদি সে সময়ে লোকে ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র, বিষ্ণু, কাত্যায়নী, কুমার, চন্দ্র, আদিত্য, প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিত গিরি, নদী, উৎস, হ্রদ, তড়াগাদি আশ্রয় করিয়া বাস করিত 'গৃহস্তম্ভ, পাষাণ, মুসল, অসি ধনু পরশু, শর, শক্তি ত্রিশূল দর্শন করিয়া নমস্কার করিত দধি ঘৃত সর্ষপ যব প্রভৃতিকে মাঙ্গল্য বস্তু মনে করিত। কেহ কেহ মনে করিত পুত্র দ্বারাই স্বর্গ লাভ হয় এই রূপ অনেক প্রকার অজ্ঞানাবৃত পথে ধাবিত হইয়া লোক সকল ভবসাগরে বদ্ধ ছিল তাই তিনি দৃঢ় প্রযত্নের সহিত যথার্থ যোগ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নৈরঞ্জনানদীতীরে তিনি ছয় বর্ষ কাল মহাঘোর সুদুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন কথিত আছে, প্রথমতঃ একটি তিল বদরী বা তণ্ডুল তিনি আহার করিতেন, পরিশেষে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া অনশনব্রতধারী হইয়াছিলেন মহাবীর শাক্য নিশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধক আস্ফানক ধ্যান অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি আরম্ভ করিলেন "অকল্পং তদ্ধ্যানমবিকল্পমনিঙ্গনমপনীতমস্পন্দনং সর্ব্বগামুগতঞ্চ সর্ব্বত্র চানিঃসৃতং " ললিত বিস্তরে লিখিত হইয়াছে যে, সংকল্পবিবর্জ্জিত,

চেষ্টাহীন, অপনীত স্পন্দরহিত, সর্ব্বানুগত অথচ সর্ব্বস্থান হইতে বিনিঃসৃত, এইরূপ সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন এই ধ্যান আকাশের ন্যায় সমুদায় উপাধিশূন্য, এজন্য ইহার নাম আস্ফানক অন্য বুদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা যাহারা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদিগকে যথার্থ অনুষ্ঠান, পুণ্যফল, জ্ঞানবল, ধ্যানের অঙ্গ বিভাগ, শারীরিক বলের স্থিরতা, চিত্তের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন জন্য অসংস্কৃত ভূমিতে ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া বীরাসনে উপবিষ্ট হইলেন এইরূপে উপবেশন করিয়া চিত্ত দ্বারা আপনার শরীরকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এই নিপীড়নে হেমন্তকালের রাত্রিতেও তাঁহার বক্ষ ও ললাট দিয়া ঘর্ম্ম বিনিঃসৃত হইতে লাগিল আস্ফানকধ্যাননিরত শাক্যের মুখ নাসার শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হইল কর্ণরন্ধ্র দ্বারা মহাশব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল তদনন্তর শ্রোত্রের পর্য্যন্ত বায়ু অবরুদ্ধ হইল ইহাতে বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া শির ও কপালে আঘাত করিতে লাগিল কুণ্ডা (স্থালী) বা শক্তি দ্বারা আঘাত করিলে যে প্রকার অসহ্য ব্যথা হয় এ অবস্থায় তিনি সেই প্রকার আঘাত অনুভব করিতেছিলেন ফলতঃ অটল অচলবৎ, স্থির বৃক্ষবৎ, নিস্পন্দ জড়বস্তুবৎ, বুদ্ধদেব স্থিরভাবে অনশনব্রতধারী হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন এই সময় তাঁহার আর বাহ্য জ্ঞান ছিল না কত বর্ষা কত শীত উত্তাপ তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, এক স্থানে একাসনে নিমগ্ন ছিলেন, কখন সম্যক্ প্রকারে জানুপ্রসারণ করেন নাই তিনি এতদূর দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে তৃণ বা তুলা নাসাদ্বারা প্রবিষ্ট করিলে কর্ণ দিয়া বাহির হইত, কর্ণ দিয়া প্রবেশ করাইলে মুখ দিয়া বাহির হইত তাঁহার শ্রী এমনি বিকৃত হইয়াছিল যে গোপবালক প্রভৃতি তাঁহাকে পাংশুপিশাচ মনে করিয়া

তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত। সে যাহা হউক, সেই কঠোর সাধনে তাঁহার তপ্তকাঞ্চননিভ দেহ কালিমায় পরিণত হইল, রক্ত মাংস শুষ্ক হইয়া গেল, কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িল, নয়নদ্বয় কোটরস্থ হইল, পঞ্জর ও পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড দেখা যাইতে লাগিল, কলেবর, জীর্ণ শীর্ণ উত্থানশক্তিরহিত হইল, কেশ সকল হস্তস্পর্শে খসিয়া পড়িতে লাগিল। অতি ক্লেশে একদা সেই তপস্থানে গমন করিতে করিতে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পঞ্চ শিষ্য তাঁহাকে গতাসু বিবেচনা করিয়া ভীত হইল। শাক্য তখন "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" শরীর ধর্ম্মের প্রধান সাধন, তাহার দুর্ব্বলতায় সাধনে অক্ষম হইতে হয়, ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিলেন। তখন অল্প পরিমাণে আহার করিতে অভিলাষ করিলেন। তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধন পরিত্যাগ দেখিয়া শিষ্যেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া বারাণসীতে গমন করিল। হায় পুত্রবাৎসল্যের কি আকর্ষণ! রাজা শুদ্ধোদন এই কঠোর তপস্যাকালে লোক পাঠাইয়া কুমারের সংবাদ লইতেন। তাঁহার সহসা কোনরূপে মৃত্যু না হয় এজন্য নিয়ত সতর্ক থাকিতেন।

ললিতবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে যে এই ষড়্‌বর্ষের দুশ্চর সাধন সময়ে শাক্যের মাতা মায়াদেবী যেন আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া স্বর্গপুরী হইতে আসিয়া তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং তনয়ের ক্লেশ দেখিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইলেন। তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইবে এজন্য স্বীয় পুত্রের নিকট বিনীত হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধদেব তদবস্থায় তাঁহাকে যোগবলে দর্শন করিয়া বলিলেন, স্বর্গে আমরা মিলিত হইব, কোন ভয় নাই। ফলতঃ এইরূপ কষ্টসাধ্য তপস্যায় ম্রিয়মাণ ও বিবর্ণ শাক্য মনোরথ সিদ্ধ

ন হওয়াতে চিন্তা সাগরে মগ্ন হইলেন, জীবন যেন নিতান্ত ভারবহ হইয়া উঠিল, চারি দিকে যেন ঘোর তিমিরাবৃত অরণ্যময় বোধ হইতে লাগিল বহু প্রকারের সংশয় তাঁহার হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিল ভয়ানক আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মধ্যে নিপতিত হইলেন এমন সময়ে তাঁহার নিকট আবার নূতন পরীক্ষা উপস্থিত হইল সিদ্ধার্থ সিদ্ধকাম না হওয়াতে ভাবিলেন তবে কি গৃহে ফিরিয়া যাইব? পিতার স্নেহপাশ ও প্রেমাশ্রু সহজেই যে তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছি তিনি আমায় গৃহে থাকিতে কত অনুরোধ করিলেন, আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার মনে কি তীব্র বেদনা দিয়াছি তাহা স্মরণেও হৃদয় বিদীর্ণ হয় প্রিয়তমা ভার্য্যা গোপা আমার অদর্শনে কতই না শোকার্ত্ত হইয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিয়াছে, আসিবার সময় মনে হইয়াছিল সেই শিশু রাহুলকে ক্রোড়ে লইয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া আসি, কিন্তু পাছে পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি আমার অভিগমনের বাধা দেন সেই আশঙ্কায় মনের ক্ষোভ মিটাইতে পারিলাম না বন্ধুবান্ধবের প্রণয়, আত্মীয় স্বজনের সস্নেহ উপদেশ, মাতা গৌতমীর রোদন, আমিত অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি কিন্তু এসব কিসের জন্য করিলাম, কি উদ্দেশে এত কষ্ট বহন করিলাম, কেন এত সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, ছন্দক যে আসিবার সময় আমায় কত বুঝাইল কত কাঁদিল, কত মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল, আমিত কিছুই মানিলাম না এখন কোন্ মুখেই বা দেশে ফিরিয়া যাই, লোকের নিকট মুখ দেখাইবই বা কেমন করিয়া যাহা ভাবিলাম তাহা হইল না, কিন্তু তাহা না লইয়া কপিলবস্তুতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যে কাপুরুষের কার্য্য আর এ অসার জীবনেই বা

প্রয়োজন কি? যে মুক্ত হইয়া জীবের সেবায় প্রাণ সমর্পণ করিতে না পারিল তাহার এ জড়পিণ্ড বহন করা কি জন্য? হায় পুনর্ব্বার নির্লজ্জ হইয়া কি এই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব? যাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অক্ষম, যাহাদের চিত্তের দৃঢ়তা সহজেই বিচলিত হইয়া যায় তাহারা আবার কোন্ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে?

এইরূপ চিত্তের আন্দোলিতাবস্থায় মার (১) নামে ভীষণ প্রলোভন তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিল কেমন মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে প্রবৃত্ত হইল "হে শাক্যপুত্র উঠ, কেন এত শরীরকে কষ্ট দিতেছ? মনুষ্যের জীবনলাভই শ্রেয়, জীবিত থাকিলে তবেত ধর্ম্মাচরণ করিবে? তুমি যে অত্যন্ত কৃশ বিবর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছ, মরণ যে তোমার সন্নিকট তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? তুমি যোগক্ষেম প্রাপ্তির আশায় ও ভবিষ্যতে মহৎ পুণ্যলাভার্থ এই সুন্দর শরীর কেন পাত করিতেছ? এমন দুঃখমার্গে চিত্তনিগ্রহ করিয়া ফল কি? যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণকে প্রচুর অর্থ দান কর তোমার মহা পুণ্য লাভ হইবে, নির্ব্বাণের প্রয়োজন কি? আমি তোমায় প্রচুর ধন রাজ্য দিতেছি, এই ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া সুখ সম্ভোগ কর"

'নৈবাহং মরণং মন্যে মরণান্তং হি জীবিতং
অনিবর্ত্তী ভবিষ্যামি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ
স্রোতাংস্যপি নদীনাং হি বায়ুরেষ বিশোষয়েৎ
কিং পুনঃ শোষয়েৎ কায়ং শোণিতপ্রহিতাত্মনাম্

---

(১) মারঃ কামাধিপতিঃ

শোণিতে তু বিশুষ্কে বৈ ততো মাংসং বিশুষ্যতি
মাংসেষু ক্ষীয়মাণেষু ভূয়শ্চিত্তং প্রসীদতি
ভূয়শ্ছন্দশ্চ বীর্য্যঞ্চ সমাধিশ্চাবতিষ্ঠতে
তস্যৈবং মে বিহরতঃ প্রাপ্তস্যোত্তমবেদনাং
চিত্তং নাবেক্ষতে কায়ং পশ্য সত্ত্বস্য শুদ্ধতাং
অস্তি ছন্দস্তথা বীর্য্যং প্রজ্ঞাপি মম বিদ্যতে
তং ন পশ্যাম্যহং লোকে বীর্য্যাদ্যো মাং বিচালয়েৎ
বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো ধিগ্গ্রাম্যং নো চ জীবিতং
সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ো ন চ জীবেৎ পরাজিতঃ ”

মারের এই প্রবোচনাবাক্যে শাক্যসিংহ প্রলোভিত না হইয়া মারকে কহিলেন, “হে পাপাত্মন্! আমি মরণ মানি না, কারণ মরণান্তই আমার জীবন। আমি ব্রহ্মচর্য্যাব্রতধারী হইয়াই অবস্থিত রহিব, তাহা হইতে তথাপি নিবৃত্ত হইব না। বায়ু নদীর স্রোত পর্য্যন্ত শোষণ করে, শোণিতপূর্ণ এই দেহকে শোষণ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? সমাহিত ব্যক্তিদিগের শরীর শুষ্ক হইলে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং শোণিত শুষ্ক হইলে মাংস শুকাইয়া যায়, এবং মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, পুনর্বার পুরুষকার, বীর্য্য সমাধিতে অবস্থিতি করে। অতএব আমি এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইব, তখন শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ হইলে আমার চিত্তে আর শরীরের অপেক্ষা থাকিবে না। এ লোকে আমার যেই পুরুষকার বীর্য্য ও প্রজ্ঞা আছে, সে ব্যক্তিকে কোথাও দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি আমাকে বীর্য্য হইতে বিচলিত করিবে। এবং প্রাণহর মৃত্যু ভাল জঘন্য নীচতম জীবনে ধিক্। বিপক্ষ দ্বারা পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।”

বুদ্ধদেব এই প্রকারে যখন সিংহবিক্রমে আত্মপ্রভাবে স্থিরতর প্রজ্ঞাস্ত্রে মারকে ভেদ করিলেন, তাহাকে অন্তর হইতে বিদায় করিয়া দিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন পরমাত্মার বল ও প্রসন্নতা অবতীর্ণ হইল। তাঁহার চিদাকাশের মেঘ বিলীন হইয়া গেল, নিরাশার অন্ধকার তিরোহিত হইল, বিশ্বাসবল আত্মনির্ভর উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হইল। তিনি প্রতিদিন পিতার উদ্যানে জম্বুবৃক্ষতলে বসিয়া যে ধ্যানভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এখন তাহারই প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন। তৎসম্বন্ধে ইহাও বুঝিলেন "নাসৌ মার্গঃ শক্য এবং দৌর্ব্বল্যপ্রাপ্তেনাভিসম্বোদ্ধুম্" এইরূপ কঠোর তপস্যায় দুর্ব্বল হইয়া অভিলষিত সম্বোধি লাভ করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তল্লাভের এ পথ নয়। এইরূপে স্থির নিশ্চয় হইলেন এবং ইহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল পথ বলিয়া কঠোর তপস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া শরীররক্ষার্থ আহারের চেষ্টায় বাহির হইতে মনস্থ করিলেন। নিকটস্থ গ্রামদুহিতৃগণ এক পরমতপস্বী আসিয়াছেন ও তপস্যায় নিযুক্ত আছেন শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তদ্দর্শনার্থ সেই আশ্রমে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বলগুপ্তা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, বিজয়সেনা, অতিমুক্তকমলা, সুন্দরী, কুম্ভকারী, উলুবিল্লিকা, জটিলিকা ও সুজাতা এই দশ জন নিয়ত আসিতেন। শাক্য যখন কেবল তণ্ডুল বদরী বা তিল ভোজন করিতেন, তখন ইহারাই তাহা যোগাইতেন। এখন আর কঠিন বস্তু শাক্যের গলাধঃকরণ হইত না বলিয়া তাঁহারা যুষ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে সুজাতাই প্রতিদিন অন্ন মধু পায়স খাওয়াইতেন। বুদ্ধদেব এইরূপে স্বল্প পরিমাণে পান ভোজন করাতে ক্রমে তাঁহার শরীর সবল হইয়া উঠিল। ছয় বর্ষ নারক

এক কষায় বস্ত্র পরিধানে ছিল, সুতরাং তাহা জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সুজাতার বাধ্যদাসী মৃতা দাসীর শ্মশানস্থ বস্ত্র বামপদে আক্রমণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করত গ্রহণ করিয়া পাণিহত * পুষ্করিণীতে প্রক্ষালন পূর্ব্বক তাহাই পরিধান করিলেন। রাজকুমার হইয়া এরূপ বৈরাগ্য প্রদর্শন না করিলে জগৎ কখন উদ্ধার হইত না।

উরুবিল্বের নিকট নন্দিকগ্রামে সুজাতার আবাস স্থল। তিনি অতিশয় সাধ্বী ব্রতপরায়ণা ও পতিব্রতা নারী ছিলেন। সাধু সন্ন্যাসী শ্রমণদিগের সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না, এই তাঁহার এক নিত্য ব্রত ছিল। এক দিন তাঁহার মনে হইল যে, নৈরঞ্জনা নদীতীরস্থ তপস্বীর পদধূলি আমার ভবনে কি পড়িবে না? তাহা না হইলে গৃহ যে পবিত্র হয় না। এই স্থির করিয়া এক দিন তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গিয়া চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, অদ্য আমার গৃহে যাইতে হইবে। তিনি সুজাতার ভক্তিপরায়ণতা, সেবা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া একান্ত প্রীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। শাক্যসিংহ ঐ সাধ্বী রমণীর আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলে সুজাতা অতি ভক্তিসহকারে বিবিধ-প্রকার আয়োজন করিয়া সুবর্ণ পাত্রে ভোজন দ্রব্য লইয়া উপস্থিত করিলেন। শাক্য তাহা দেখিবামাত্র বলিলেন, হে ভগিনী, সুবর্ণ পাত্র কেন? আমার জন্য এরূপ ভোজনপাত্রে প্রয়োজন নাই। কিন্তু সুজাতার অনুরোধ ও সেবানুরাগ দেখিয়া তিনি তাহাতেই ভোজন করিলেন। এই সময় হইতেই সুজাতা ঐ তপস্বীর প্রতি

---

* শাক্যের অভিলাষ বুঝিয়া দেবগণ হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক এই পুষ্করিণী প্রস্তুত করেন, এ জন্য ইহার নাম পাণিহত।

বিশেষ ভক্তিভাবে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তপস্যা সে মুক্তির ক বং তাহা কথঞ্চিৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন অনন্তর বুদ্ধদেব সেই স্বর্ণপাত্র এবং চীবর পরিত্যাগ করিলেন, এক খণ্ড কৌপীন ধারণ করিলেন এবং ষড়্‌বর্ষান্তে নৈরঞ্জনানদীতে অবগাহন পূর্ব্বক পাপ ও শুদ্ধ হইলেন এই ছয় বৎসর তাঁহার পক্ষে যেন একটি যুগ চলিয়া গেল, যেন এক ভয়ানক মহাপ্রলয় হইয়া গেল না নিদ্রা, না আহার, না স্নান, না দর্শন, না গমন, না অন্য বিষয় না কাহারো সহিত আলাপন, কিছুই ছিল না পৃথিবীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, শরীরকে অতিক্রম করিয়া এক গভীর ধ্যান জগতেই তিনি অবস্থিত ছিলেন ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত ছিল, বিচেতন বলিলেই হয় ঐ সময়ে তিনি জড়প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন এক অলৌকিক জ্ঞান, এক বিচিত্র অ শক্তি সাভার্থ একেবারে বিহ্বল ও সংজ্ঞাহীন ছিলেন শারীরিক চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, কেবল আ ধ্যানবলে প্রজ্ঞালোকে নিত্য চৈতন্যস্রোত প্রবাহিত হইত ঈদৃশী অবস্থায় তাঁহার প্রার্থনীয় সম্বোধি লব্ধ হইল না কে বুঝিতে সক্ষম? এমন কি জ্ঞান চাহিয়াছিলেন, যাহা তপস্যায় পাওয়া যায় না ইয়োরোপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাও ইহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই শাক্য এমন কোন আলোকে আলোকিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যাহা শাস্ত্রপাঠে, কঠোর তপস্যায়, বৈরাগ্যসাধনে, বাসনাত্যাগে ও নিস্পন্দ ধ্যানে প্রতীত হইল না ইহার নিষ্পত্তি পরে হইবে

সিদ্ধিলাভ ও নির্ব্বাণতত্ত্ব।

তত্ত্বলিপ্সু, সিদ্ধার্থ পুরাতন প্রণালীতে অতৃপ্ত হইয়া এবং ছয় বৎসর ক্লেশ স্বীকার মনে করিয়া এখন অন্যতর মার্গ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সমাহিত ঋষিদিগের প্রদর্শিত তপস্যাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। নির্ব্বিকল্পসমাধিসাধনের বিধি অনুসারে তদভ্যাসে তাঁহাকে রত হইতে হইয়াছিল। তিনি পুরাতন প্রচলিত পথে চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লভনীয় ও ধ্যেয় বস্তু স্বতন্ত্র। ঋষিরা এক চিন্ময় সত্তামাত্র প্রতীতি হেতু ঐরূপ যোগাভ্যাসে নিরক্ত হইতেন, কিন্তু শাক্য আদর্শ স্বতন্ত্র রাখিয়া এক উপায় গ্রহণ করাতে বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহার জীবনের প্রকৃত আদর্শ উত্তমরূপে প্রতীত হয় নাই। তাহাতে দৃঢ়নিশ্চয় হয় নাই, এইজন্য বাস্তবিক তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না। আদর্শে পরিষ্কার জ্ঞান ও অটল বিশ্বাস না হইলে তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এই কারণে তিনি পুনরায় চিন্তাসাগরে ডুবিলেন এবং উপায়ান্তর উদ্ভাবনে কৃতসংকল্প হইলেন।

ষড়্‌বর্ষ ১ ব্রততপ ২ উত্তনিষ্ঠা ৩ ভগবান্ এবং মতিং চিন্তনেৎ ৪
স চেদহং ধ্যান ৫ অভিজ্ঞাজ্ঞানবলবানেবং কৃশাঙ্গোঽপি সন্
গচ্ছেয়ং ক্রমরাজমূলং ৬ বিটপী ৭ সর্ব্বজ্ঞতাং বুদ্ধাত্বং ৮
* নো মে শ্রাদঙ্ককম্পিত চ জনতা এবং ভবেৎ পশ্চিম।

তখন মহাপুরুষ শাক্যমুনি ষড়্‌বর্ষ তপস্যাচরণ করিয়া এইরূপ ভাবিলেন যে যদিও আমি দুর্ব্বল তথাপি ধ্যান অভিজ্ঞা ও জ্ঞানবলে বলীয়ান্। এখন ঐ তরুতলে সর্ব্বজ্ঞতালাভার্থ গমন করি, আমার

---

১ ষড়্‌বর্ষৈঃ ২ ব্রততপোভিঃ। ৩ উর্দ্ধ্বীর্য্য। ৪ অচিন্তয়ৎ ৫ ধ্যানাভিজ্ঞ ৬ দ্রুমরাজমূলে ৭ বিটপিনঃ ৮ বোদ্ধুম্।

উপগ্রহ করে এমন আর এখনও কেহ নাই, পরেও কেহ নাই এই স্থির করিয়া তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ ও শীতল হইলেন, তত্রত্য বোধিদ্রুমতলে প্রস্থান করিলেন তথায় উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে পূর্ব্বতন প্রমুক্ত বোধিসত্ত্বদিগের চরিত আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের মার্গানুসরণে অভিলাষী হইলেন, এবং ভাবিলেন, দেবগণ যে জ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন আমায় তাহার জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে এই সকল চিন্তার উদয় হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে বল আসিল, মৃত মনুষ্য বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞাবলে জীবিত হয়, তাঁহার আত্মাতে জীবন সঞ্চারিত হইল পূর্ব্বতন মুক্ত জিনদিগের আত্মা তাঁহার চিত্তে বাস্তবিক আবির্ভূত ও নিগূঢ়যোগে মিলিত হওয়াতে তাঁহার তেজ ও স্ফূর্ত্তি শত গুণ বৃদ্ধি পাইল তখন এক আসন করিয়া বসিলেন তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে অবস্থান্তরে লইয়া গেলেন, তাঁহার নবজীবন যাহাতে লাভ হয় দেবগণ তদ্বিষয়ে সহায় হইলেন কথিত আছে যে, তাঁহাদের ভাব তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইল এবং সেই প্রেরণা এবং পরপারস্থ উত্তেজনায় তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন সকলে মনে করিলেন, ইনি মহাব্রহ্মভূত, সর্ব্বপার মিতাপ্রাপ্ত সর্ব্বধর্ম্মবশবর্ত্তী সুনির্ম্মল এখন ইনি মহাধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনার্থ, এবং সন্তপ্ত জীবদিগকে ধর্ম্মদানে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, জ্ঞানহীন মানবদিগকে চক্ষুদান করিবার নিমিত্ত, অত্যাচারী নিন্দুকদিগের ধর্ম্ম দ্বারা নিগ্রহার্থ ও সর্ব্বধর্ম্মৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত্যর্থ বোধিদ্রুমমূলে গমন করিয়াছেন বুদ্ধদেব এবার ললিতব্যূহনামে সমাধি আরম্ভ করিলেন তখন তিনি সমাধিবলে সমুদায় বোধিসত্ত্বগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন সেখানে তৃণ আস্তরে উপবেশন করিয়া একান্ত

ভাবে প্রেমার্তিভিন্ন চিত্তে তৃণসংগ্রাহক স্বস্তিকের নিকট প্রার্থনা করিলেন

শৃণু দেহি মি ১ স্বস্তিক শীঘ্রং অদ্য মগার্থ ২ তৃণৈঃ সুমহান্ত
সবলং নমুচিং নিহনিত্বা ৩ বোধিমনুত্তর ৪ শান্তিং স্পৃশিয়ে
যস্য কৃতে ময়ি ৫ কল্পসহস্রা ৬ দান্ত ৭ দমোপি চ সংযমত্যাগা ৮
শীলব্রতঞ্চ তপশ্চ সুচীর্ণা ৯ তস্য নিষ্পদি ১০ ভেষ্যতি ১১ অদ্য
ক্ষান্তিবলন্তথ ১২ বীর্য্যবলঞ্চ ধ্যানবলং তথ প্রজ্ঞ ১৩ বলঞ্চ
পুণ্য ১৪ অভিজ্ঞবিমোক্ষ বলঞ্চ তস্য মি ১৫ নিষ্পদি ভেষ্যতি অদ্য
পুণ্যবলঞ্চ তবাপি অনন্ত যন্মম দাস্যসি অদ্য তৃণানি
নহ্যববং তব এতু ১৬ নিমিত্তং ত্বমপি অনন্তক ১৭ ভেষ্যসি
শাস্ত্রা ১৮

“হে স্বস্তিক, শ্রবণ কর, অদ্য অনতিবিলম্বে আমায় তৃণ দান কর, আমার তৃণে প্রয়োজন আছে। প্রকাণ্ড বলবান্ মার রিপুকে নিহত করিয়া বোধি প্রাপ্ত্যনন্তর শান্তি স্পর্শ করিব। যাহার জন্য আমি বহু বৎসর দান দম সংযম ত্যাগ শীল ব্রত তপস্যা আচরণ করিলাম, অদ্য তাহার নিষ্পত্তি হইবে। আমার ক্ষান্তিবল বীর্য্যবল ধ্যানবল প্রজ্ঞাবল পুণ্যাভিজ্ঞা ও বিমোক্ষবলের অদ্য নিষ্পত্তি হইবে। অদ্য তুমি আমায় তৃণ দিলে তোমার অনন্ত পুণ্যবল লাভ হইবে। এ জন্য তোমার অল্প পুণ্য হইবে না। তুমিও অনন্ত অনুশাসন হইবে।” তখন স্বস্তিক তাঁহার এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া

---

১ মহ্যম্ ২ অর্থঃ ৩ নিহত্য ৪ অনুত্তরাম্ ৫ ময়া ৬ কল্প সহস্রশঃ স্তমিত্যর্থঃ ৭ দানম্ ৮ সংযমত্যাগৌ ৯ সুচীর্ণম্ ১০ নিষ্পত্তি এবমন্যত্র ১১ ভবিষ্যতি এবমন্যত্র ১২ তথা এবমন্যত্র ১৩ প্রজ্ঞা ১৪ পুণ্যাভিজ্ঞা ১৫ মে ১৬ এতন্নিমিত্তম্। ১৭ অনন্তম্ রূপম্। ১৮ শাস্ত্রম্।

সন্তুষ্ট হইলেন মৃদু তৃণমুষ্টি লইয়া বলিলেন, হে অপরিমিতযশা মহাপুরুষ, জ্ঞানদৃষ্টিতে পুরাতন জিনগণ অবস্থান করত যদি তৃণোপরি শয়ন করিয়া অমৃতত্ব ও উত্তমা শান্তি লাভ হয়, তবে আমিও প্রথমে এইরূপে অমৃতপদ লাভ করিতে চাই

তেযা স্বস্তিক বোধি ১ লভ্যতে তৃণবরশয়নৈশ্চরিত্বা বহুকল্প ২ দুষ্করী ৩ ব্রততপ ৪ বিবিধাং ৫ প্রজ্ঞা পুণ্য উপায উদগতো ৬ যদ ৭ ভবি ৮ মতিমাংস্তৎপশ্চাজ্জিন ৯ ব্যাকরোতি মুনযো ১০ ভবিষ্যসি বিরজঃ ১১ যদি বোধি ১২ ইয়ং শক্য ১৩ স্বস্তিকা ১৪ পরজনি ১৫ দদিতু ১৬ পিণ্ডীকৃত্য চ দেয ১৭ পাণিনা ম ১৮ ভবতু বিমতিঃ যদ ১৯ বোধি মম ২০ প্রাপ্ত ২১ জানসে ২২ বিভজামি অমৃতম্ আগত্যা ২৩ শৃণু ধর্ম্মযুক্তং সম্ভবিষ্যসি বিরজঃ ২৪

"হে স্বস্তিক, বহু বৎসর বিবিধ দুষ্কর তপশ্চাচরণ করিয়া তৃণাস্তরণে শয়ন করত বোধি লাভ হয় যখন প্রজ্ঞা পুণ্য উপায় উদগত হয়, তখন প্রমুক্ত হইয়া জিনপুরুষকে প্রকাশ করে হে স্বস্তিক, এই বোধি (শ্রেষ্ঠজ্ঞান) পিণ্ডীকৃত করত হাতে করিয়া যদি অপরকে দেওয়া যাইতে পারিত, বলিতে পারিতে দাও, এরূপ বিমতি যেন তোমার না হয় যদি আমি সেই বোধি প্রাপ্ত হই এবং তুমি জানিতে পাও আমি অমৃত বিভাগ করিয়া দিতেছি, আমার নিকট আসিয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিও, তুমি বিরজস্ক হইবে" তখন

---

১ বোধিঃ ২ বহুকল্পম্ ৩ দুষ্করাণি ৪ ব্রততপাংসি ৫ বিবিধানি ৬ প্রজ্ঞা পুণ্যোপায়োদগতঃ ৭ যদ ৮ ভবতি ৯ জিনম্ ১০ মুনিঃ ১১ বিরজস্কঃ ১২ বোধিঃ ১৩ শক্যতে ১৪ স্বস্তিক ১৫ পরজনায়। ১৬ দাতুম্ ১৭ দেহি ১৮ ম ১৯ যদি ২০ মম ২১ প্রাপ্ত। ২২ জানাসি ২৩ আগত্য ২৪ বিরজস্কঃ

তিনি তৃণমুষ্টি লইয়া বোধিবৃক্ষের দিকে গমন করিলেন এবং দ্রুম-রাজকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া তৃণসকল আস্তরণ পূর্ব্বক শীলবান্ ক্ষান্তিমান্ বীর্য্যবান্ ধ্যানবান্ প্রজ্ঞাবান্ জ্ঞানবান্ পুণ্যবান্ নিহতমার-পত্যর্থিকবান্ আপনাকে দর্শন করিয়া তদুপরি ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া বীরাসনে উপবেশন করিলেন, শরীরকে সরলভাবে স্থাপন করিয়া বৃক্ষাভিমুখীন হইয়া বসিলেন "অভিমুখাং স্মৃতিমুপস্থাপ্য ঈদৃশঞ্চ দৃঢ়সমাদানমকরোৎ" স্মৃতিকে অভিমুখীন করিয়া এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন,

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥"

'এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যা'ক, ত্বক্ অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্ত হউক, বহুকাল তপস্যাতেও দুর্লভ যে বোধি তাহা না পাইয়া যেন আমার শরীর এই আসন হইতে চলিত না হয়।" কি প্রতিজ্ঞার বল, কি দৃঢ়তা! হিমালয় পর্ব্বত বিস্তীর্ণ সাগর তখন তাঁহার নিকট যেন প্রকাশিত হইল। কি বীরের মত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া উপবেশন করিলেন। বিশ্বাসের আলোকে আধ্যাত্মিক বলে তাঁহার সর্ব্বশরীর দিব্যকান্তি লাভ করিল। যেন পাপ ও বিষয়বাসনাকে ভস্মীভূত করিবার জন্য ঐ পাদপমূলে জলন্ত অনলের ন্যায় প্রদীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এই প্রথম সমাধিকালে তাঁহার শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইল, সেই তেজে যেন নিয়ত জ্বলিতেছেন বোধ হইল। নবীন যোগীর শতগুণ সৌন্দর্য্য বিকশিত হইল। পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বগণ বৃক্ষমূলে তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। সকলেরই এক ভাবের সাধন। ঈশাও মুষা ও আইয়াযার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাব তাঁহার

ছেন, যিনি ব্রত তপস্যা ও সত্য ধর্ম্ম পালনে বাক্য নির্ম্মল করিয়াছেন, যিনি লজ্জা ধারণা দয়া ও প্রেমেতে চিত্ত পবিত্র করিয়াছেন, সেই শাক্য প্রভু বোধিদ্রুমতলে সকলের পূজনীয় হইতেছেন

ধর্ম্মমেঘ ১ স্ফুরিত্ব ২ সর্বত্রিভুবে বিদ্যাধিমুক্তিপ্রভঃ
সদ্ধর্ম্মঞ্চ বিরাগ ৩ বর্ষি ৪ অমৃতং নির্ব্বাণ সংপ্রাপকম্
সর্ব্বা রাগকিলেশ ৫ বন্ধনলতাং সো ৬ বাসনা ৭ ছেৎস্যতি
ধ্যানর্দ্ধিবল ৮ ইন্দ্রিয়ৈঃ কুসুমিতঃ শ্রদ্ধাফলং দাস্যতে

ল বি ২০ অ

'ইনি সমুদায় জগতে ধর্ম্মমেঘ প্রকাশ করিয়া, অনুপম বিদ্যা ও মুক্তি প্রভায় দীপ্যমান হইয়া, সদ্ধর্ম্ম বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণপ্রদ অমৃত বর্ষণ করত সকল প্রকার বাসনাক্লেশবন্ধন লতা ছেদন করিবেন এবং ধ্যানবলে বিকসিত শ্রদ্ধাফল প্রদান করিবেন "

মহাবীর শাক্যের কায় বাক্ চিত্ত এ তিনের ত্রিবিধ সাধনের প্রণালীও অতি চমৎকার ঐ বটবৃক্ষমূলে বসিয়া মুনিবর শাক্য স্বীয় শরীর ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও ইন্দ্রিয়জনিত সুখের বিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া "সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ অনিত্যং সুখমিতি" সাবলম্ব ধ্যানে এই জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বাসনাশূন্য হইলেন, শারীরিক বিকার আর ঘটিল না সুতরাং একেবারে পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন, অর্থাৎ হস্ত চক্ষু কর্ণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয় ক্রিয়া তিরোহিত হইল এবং নিত্য জ্ঞান নিত্য শান্তি অমৃত পানে শরীর উপযুক্ত হইল শরীর একেবারে বিশুদ্ধ হইল, এ জন্য

১ ধর্ম্মমেঘ ২ স্ফুরযিত্ব ৩ বিরাগম্ ৪ বর্ষিত্ব ৫ সর্ব্বাং ক্লেশ — ৬ স বাসনাম্ ৮ বলেন্দ্রিয়ৈঃ

শাক্যের ইন্দ্রিয়বিকার অসম্ভব হইয়া গেল এইরূপে তিনি সংযম তপস্যা, সত্যকথন ও বিধিপূর্ণ করিয়া বাক্যকে পবিত্র করিলেন এবং চিত্তকে পাপের প্রতি লজ্জা, ধারণা অর্থাৎ যদ্দ্বারা সকল তন্ স্থাকে জয় করা যায় এরূপ একাগ্রতা, দয়া ও প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া বিশুদ্ধ হইলেন অর্থাৎ এইরূপে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ, মাৎস র্য্যকে একেবারে জয় করিয়া ফেলিলেন তখন তাঁহার চিত্ত সাম্যাবস্থায় উপস্থিত হইল তিনি এমন সাধনের ভিতর পড়িলেন, যেখানে সুখও নাই দুঃখও নাই অনুরাগও নাই বিরাগও নাই ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই, মানও নাই, অভিমানও নাই, স্তুতিও নাই নিন্দাও নাই স্থাণুবৎ চিত্তকে এক অনন্ত বোধিসত্বায় সমর্পণ করিয়া তিনি অভাব পক্ষের মুক্তি সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন, তাঁহার অন্তর আকাশবৎ বিস্ফারিত হইল, সকল ক্ষুদ্রতা ও বদ্ধ ভাব ভুলিয়া গেলেন

বোধিদ্রুমতলে তথাগত একান্ত সমাধি ও ধারণা দ্বারা মুক্তি লাভের এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতে লাগিলেন তাঁহার চিত্তে ঈদৃশী চিন্তার উদয় হইল যে বাসনাকে জয় করিতে পারিলে সকলের জয় হয় কারণ অন্তর্বাহ্য সকল প্রকার রিপুর মূলে এক বাসনাই বিদ্যমান সকল ইন্দ্রিয়ই তাহার দ্বারা পরিচালিত, তাহারই বশবর্ত্তী অতএব সেই বাসনারই মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, তাহার অভাবে সকলের অভাব এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন তৎপরে নাকি তিনি "সর্ব্বমারমণ্ডলবিধ্বংসকরীং নামৈকাং রশ্মিমুৎসৃজৎ (উদসৃজৎ)" অর্থাৎ তাঁহার আত্মার চক্ষু হইতে সর্ব্বকামনাবিঘাতী এক আলোক বাহির হইল সমাধিবলে ঐ তেজ না পাইলে বাসনার অতীত

অবস্থায় নিত্য কাল তিনি অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। সাধকেরা অনেক কষ্টে হয়ত পাপ দমন করিতে পারেন, কিন্তু জীবনে পাপ অসম্ভব করা নিতান্ত দুরূহ কার্য্য, তাহা এক স্বর্গীয় তেজ ভিন্ন অসম্ভব হইবার নহে সেই জন্য এই তেজঃপুঞ্জে পবিত্র হইয়া বুদ্ধ এক স্বর্গীয়লাবণ্য ধারণ করিলেন এই সময়ে তাঁহার নিকট আবার এক পরীক্ষা আসে প্রদীপ্ত হুতাশনেই পতঙ্গের পতন সে আলোকের অভিমুখেই ধাবিত হয় অন্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া আলোকের দিকে যাইতে তাহার কেন অভিরুচি হয়? নতুবা মরিবে কেন তাই মার অন্যরূপ ধরিয়া তাপস বুদ্ধের তেজের সমক্ষে পড়িল তাঁহার প্রসন্নমুখকমল দর্শন করিয়া একবার পলায়ন করিল তবু ছাড়িল না বহুবিধ দুশ্চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া দুষ্টমতি মার তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইল, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে যত্নবান্ হইল, এবং তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে নানা কৌশল বিস্তার করিল তখন সে সগর্ব্বে বলিতে লাগিল,

> "কামেশ্বরোঽস্মি বসিতা ইহ সর্ব্বলোকে
> দেবাশ্চ দানবগণা মনুজাশ্চ তীর্যা ১
> ব্যাপ্তাময়া মম বশেন চ যান্তি সর্ব্বে
> উত্তিষ্ঠ মহ্য ২ বিষয়স্থ ৩ বচং ৪ কুরুষ্ব"

পুনরাহ

> "একাত্মকঃ শ্রমণ কিং করোষি বণ্যং ৫
> যং প্রার্থয়স্যসুলভঃ খলু স ৬ প্রয়োগঃ
> ভৃগ্বঙ্গিরঃ প্রভৃতিভিস্তপসা প্রযত্নাৎ
> প্রাপ্তং ন তৎপদবরং মনুজঃ কুতস্ত্বমং"

১ তীর্য্যঞ্চঃ ২ মম ৩ বিষয়স্থাং ৪ বাচম্ ৫ বণম্। ৬ মঃ

"দেখ, আমি কামাধিপতি, আমি সমুদায় লোক আচ্ছাদন করিয়া আছি দেব দানব মানব ও তীর্য্যক্ জাতি প্রভৃতি ইহলোক কি সর্ব্বলোকস্থ প্রাণীই আমার বশীভূত আমি সকল জীবেই ব্যাপ্ত আছি অতএব তুমি এখন উঠ আমার মতানুযায়ী হও আরও দেখ তুমি একা শ্রমণ কিরূপে আমার সহিত সংগ্রাম করিবে তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ তৎপ্রাপ্তি দুর্লভ জানিবে কারণ পূর্ব্বে ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ বহুযত্নে তপস্যা করিয়াও সেই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন নাই, তুমি মানবতনয় তাহা কোথায় পাইবে?"

মারের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শাক্য বলিলেন

"অজ্ঞানপূর্ব্ব ১, কৃতপো ২ ঋষিভিঃ প্রতপ্তঃ ৩
ক্রোধাভিভূতমতিভির্দিব ৪ লোককামৈঃ
নিত্যমনিত্যমিতি চাত্মনি সংশ্রয়ন্তিঃ
মোক্ষঞ্চ দেশগমনস্থিতমাশ্রয়ন্তিঃ
তে তত্ত্বতোর্থরহিতাঃ পুরুষং বদন্তি
ব্যাপিং ৫ প্রদেশগত ৬ শাশ্বতমাহুরেকে
মূর্ত্তিং ন মূর্ত্তি ৭ মগুণং গুণিনং তথৈব
কর্ত্তা ন কর্ত্তা ইতি চাপ্যপরে ব্রুবন্তি॥
প্রাপ্যাদ্য বোধি ৮ বিরজা ৯ মিহ চাসনস্থ
স্ত্বাং জিত্ব ১০ মার বিহতং ১১ সবলং সসৈন্যম্
বর্ত্তিষ্য ১২ মগ্র্য জগতঃ প্রভবোদ্ভবঞ্চ ১৩
নির্ব্বাণদুঃখশমনং তথ ১৪ সী ১৫ তিভাবম্

---

১ অজ্ঞানপূর্ব্বম্ ২ কৃতপঃ ৩ প্রতপ্তম্ ৪ দ্যু ৫ ব্যাপিনং ৬ প্রদেশগতম্। ৭ মূর্ত্তমমূর্ত্তম্ ৮ বোধিম্ ৯ বিরজস্কাম্ ১০ জিত্ব ১১ বিহত্য ১২ বর্ত্তয়িষে ১৩ প্রভবমুদ্ভবঞ্চ ১৪ তথা ১৫ অস্তি

"দেখ পূর্ব্বতন ঋষিগণ অজ্ঞানপূর্ব্বক কুতপস্যা কবিযাছিলেন, কাবণ তাঁহাবা স্বর্গাভিলাষী ছিলেন এবং ক্রোধাভিভূত হইতেন আত্মাতে নিত্য অনিত্য জ্ঞান আশ্রয কবিতেন এবং কোন লোকে গমনরূপ মোক্ষ ইচ্ছা কবিতেন তত্ত্বতঃ তাঁহাবা অর্থশূন্য হইয়া এক পুরুষের কথা বলিযাছেন এই পুরুষকে কেহ ব্যাপ্ত কেহ একপ্রদেশগত কেহ নিত্য বলিযাছেন, আবাব কতক লোকে তাঁহাকে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, সগুণ নির্গুণ কর্ত্তা অকর্ত্তা বলিযাছেন আমি এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই নির্ম্মল জ্ঞান অদ্য লাভ কবিযা, হে মাব, সসৈন্য ও বলবান্ হইলেও তোমাকে নিহত ও জয কবিব এবং এই জগতেব জন্ম মৃত্যু বিলোপ কবিয়া অস্তীতি ভাব ও দুঃখনাশক নির্ব্বাণ প্রবর্ত্তিত কবিব " এই বলিয়া অনুপম স্বর্গীয তেজে মাবকে দগ্ধ কবিয়া ফেলিলেন ইতঃপূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেব আত্মাতে অষ্ট প্রকাব দেবভাব অবতীর্ণ হইযাছিল মাবদুহিতৃগণেব সর্ব্ব প্রকাব দুশ্চেষ্টা মহাবীব শাক্য কর্ত্তৃক বিফল হইলে সেই সকল দেবভাব নিজ সৌন্দর্য্যে বোধিসত্ত্বকে পবম সুন্দব কবিয়া এই প্রকাব স্তব কবিযাছিলেন

"উপশোভসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব চন্দ্র ইব শুক্লপক্ষে
অভিবিরোচসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্য ইব প্রোদয়মানঃ
প্রস্ফুটিতস্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব পদ্মমিব বাবিমধ্যে
নর্দসি ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব কেশবীব বনে বাজবনচাবী
বিভ্রাজসে ত্বং অগ্রসত্ত্ব পর্ব্বতবাজ ইব সাগবমধ্যে
অভ্যুদ্গতস্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব চক্রবাড ইব পর্ব্বতে
দুববগাহস্ত্বমগ্রসত্ত্ব জলধব ইব রত্নসম্পূর্ণঃ
বিস্তীর্ণবুদ্ধিবসি লোকনাথ গগনমিবাপর্য্যন্তম্

"হে বিশুদ্ধসত্ত্ব, শুক্লপক্ষীয় শশিকলাবন্ন্যায় তুমি শোভা পাইতেছ ভাস্করশ্মি উদিত তপনের ন্যায় বিরাজ করিতেছ, বারিমধ্যস্থ প্রস্ফুটিত নলিনবৎ তুমি বিকসিত হইয়াছ, বনচারী কেশরীর তুল্য তুমি শব্দ করিতেছ, সাগরস্থ পর্ব্বতরাজবৎ তুমি উন্নত হইয়াছ, পর্ব্বত মধ্যে লোকালোক পর্ব্বতের মত উত্থিত হইয়াছ অগাধ জলধি রত্নাকরের ন্যায় তুমি দুরবগাহ হে লোকনাথ, আকাশের ন্যায় তুমি প্রশস্ত মহান্ "

এত দিনের পর শাক্যতনয় নিষ্কণ্টক হইলেন, তাঁহাতে পাপের মূল পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইয়া গেল অতঃপর তিনি ধ্যানের বিভিন্ন সোপানে উত্থিত হইতে লাগিলেন প্রথমে শব্দার্থজ্ঞানপূর্ব্বক স্থূল ও সূক্ষ্ম চিত্তকে স্থির করিয়া বিবেকজনিত যে প্রীতিসুখ লাভ হয় সেই সমাধি অবলম্বন করিয়া তাহাতে বিহার করিতে লাগিলেন তৎপর তন্নিবৃত্তিতে চিত্তে অধ্যাত্মসম্প্রসাদবশতঃ অপূর্ব্ব সুখসাগরে ভাসমান হইলেন দ্বিতীয় বার 'একোতিভাবদবিতর্কমবিচারং সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতিস্ম " অন্যচিন্তা রহিত একই সত্তার আত্যন্তিক উপলব্ধিতে সমাধিস্থ হইয়া অনুপম প্রীতিসুখ প্রাপ্ত হইলেন তৃতীযতঃ উপেক্ষক উদাসীনবৎ নিষ্প্রীতিক অথচ সুখবিহারী হইয়া তৃতীয় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। চতুর্থ ধ্যান অর্থাৎ শেষ ধ্যানে 'সুখস্য চ প্রহাণাৎ দুঃখস্য চ প্রহাণাৎ পূর্ব্বমেব চ সৌমনস্যদৌর্ম্মনস্যয়োরস্তঙ্গমাদদুঃখাসুখমুপেক্ষাস্মৃতিবিশুদ্ধং চতুর্থধ্যানমুপসম্পদ্য বিরহিত স্ম" অর্থাৎ সুখ দুঃখের বিনাশহেতু পূর্ব্বের সন্তোষ অসন্তোষের বিলোপবশতঃ সুখদুঃখবিহীন উপেক্ষা ও স্মৃতিবিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইলেন যখন এইরূপে ধ্যানস্থ হইয়া সমাধি লাভ করিলেন তখন তাঁহার দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল

প্রথমে চিত্ত সমাধান ও বৈরাগ্য সহকারে বিবেকবলে স্থূল হইতে অব্যক্ত জগতে উপস্থিত হইলেন। ... বৈরাগ্যনয়নে সংসারের অসারতা, সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিলেন, আর বিবেকনয়নে জরামরণরহিত, সুখদুঃখের অতীত নিত্য শাশ্বত শান্তি সম্ভোগ করিলেন। বৈরাগ্যবলে ধন জন বিষয়সুখ অসার, বিবেকবলে পরম জ্ঞানই সার, বৈরাগ্য বলে জন্ম মৃত্যু সুখদুঃখ অনিত্য, বিবেকবলে অজর অমর মঙ্গলময় সমাধির অবস্থাই নিত্য বুঝিলেন। ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁহার এইরূপ প্রতীতি হইল, একই সত্তা যাহা অজর অমর সুখ দুঃখে লিপ্ত নহে তাহাই নিত্য ও সার সমুদায় জগতের আর ... অবস্থ ... এই একত্বে তিনি সমাহিত হইলেন। একত্ব উপলব্ধি হইলে যে সমাধি হয়, তাহাতে বহুত্বের বোধ থাকে না, কেবল একাকার। ধ্যানের তৃতীয়াবস্থায় তিনি নিরপেক্ষ অর্থাৎ ধ্যান বা ... উদাসীন, যোগ বিয়োগে, বিবেক অবিবেকে উদাসীন, আত্মার স্বরূপাবস্থায় একত্ব স্বরূপেই সুখী, এই ভাবে নিমগ্ন। ধ্যানের চতুর্থাবস্থায় সুখ দুঃখের অতীত হইয়া আমিত্বানুভব বিলুপ্ত হইলে যে নির্মল সুখোদয় হয় তাহাতেই বিহ্বল, তৎসুখেই সুখী। ... তাঁহার আমিত্ব অন্তর্হিত হইল, তৎক্ষণাৎ সমুদায় মানবের ... ক্লেশ তাঁহার নেত্রপথে একত্রিত হইয়া পড়িল। "অথ বোধিসত্ত্বো দিব্যেন চক্ষুষা পরিশুদ্ধেনাতিক্রান্তমানুষ্যকেন সত্ত্বান্ পশ্যতি স্ম" অর্থাৎ তখন বোধিসত্ত্ব পরিশুদ্ধ অলৌকিক দিব্যচক্ষে প্রাণিগণকে দর্শন করিলেন। প্রথম আমিত্ব গেল পরে জগতের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হইল। "এবং খলু ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো ... বিদ্যাং সাক্ষাৎকরোতি তমোনির্হন্তি স্ম আলোকমুৎপাদয়তি স্ম।"

বাবি গৌতম নামে মহামুনি শাক্য বিদ্যা দর্শন করিলেন, অন্ধকার বিনাশ করিলেন এবং আলোক উৎপাদন করিলেন ঐ বিদ্যার দর্শনে আলোকিত হওয়াতে তাঁহার নাম বুদ্ধ হইল ঐ বিদ্যা কি? উহাই ব্রহ্মবিদ্যা, উহাই পরমজ্ঞান, ইহাই সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান, উহাই পরম পদার্থ, উহার নামই পরমাত্মা এখন তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন বাসনাতে ও তৃষ্ণানলে নির্ব্বাণবারি সেচন করিলেন, তাঁহার সকল দুঃখ ও যন্ত্রণার অবসান হইল, নিত্য শান্তিরসের উদয় হইল আমিত্ব বিলুপ্ত হওয়াতে এখন পরম জ্ঞানেই বিলীন হইয়া গেলেন এখন তিনি নিত্য আনন্দধামে উপনীত হইলেন, জীবন্মুক্ত হইয়া দিব্য লাবণ্য ধারণ করিলেন এত দিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল, সাধন ও সিদ্ধি লাভ হইল মুখ সহাস্য হইল, চিত্ত প্রফুল্ল হইল এমন মহাপুরুষকে কে নাস্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়? অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী ক্ষুদ্রচেতা ভিন্ন কে আর এরূপ অসাধু কথা বলিয়া আপনার নীচতা সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারে?

বুদ্ধদেব কোন স্থলে ঈশ্বরের নামোল্লেখ না করাতে অনেকেই তাঁহাকে কেবল প্রভৃতির দলের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু বোধ হয় যে তাঁহার পদস্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহেন তিনি যে প্রকার সাধন ও আধ্যাত্মিক সমাধির সাগরে নিমগ্ন হইয়া অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার সমৃদ্ধ হইলেন, তাহা কি অবিশ্বাস নাস্তিকতার ফল? শাক্যমুনি সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরশব্দ বিবাদের স্থল এবং নিতান্ত জটিল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কারণ দর্শন শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরকে সগুণ নির্গুণ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত কর্ত্তা অকর্ত্তা

হইলে, আমিও তোমার পদতলে পড়িয়া মুক্ত হইয়া যাই। হায়, তুমি যে ত্রিভুবনের পক্ষী ছিলে, এখন আমি দেখ মুক্ত হইয়া করিয়া নিত্য ও অপার জ্ঞানরাশে উড়িয়া গেলে আমারেও তোমার সঙ্গী কর কি সৌন্দর্য্য ও শান্তির রাজ্যে তুমি বিহার করিতেছ। এখন আকাশ তোমার গৃহ, পরম শান্তি তোমার পত্নী, নিত্যজ্ঞান তোমার অন্ন, আমিত্ববিনাশ তোমার পানীয় অমৃত ও সুধা সুগত, তুমি কোথায় গেলে, তুমি মরিয়া জীবিত হইলে, পূর্ণ বোধি সত্বে একাকার হইয়া গেলে আমিও মরিয়া বরে জীবিত হইয়া তোমার সঙ্গী হইব, তোমার দাসানুদাস হইব ধন্য তুমি। এখন মহাসত্ত্বে পরিণত হইলে, আর তোমার কিছুই নাই

অনন্তর তিনি সেই সমাহিত অবস্থায় মধ্যরাত্রে অপর এক জ্ঞান লাভ করিলেন তাঁহার পিতা মাতা কেহই নাই, গোত্র নাই, বংশ ও জীবনও নাই, পরমায়ু নাই, নামও নাই, উপাধিও নাই, পার্থিব জন্ম মৃত্যু নাই পুরাতন বোধিসত্বেরাই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পবিত্র বংশ শেষ রজনীতে তিনি অভ্রান্ত সজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন অসহায় জীবের উৎপত্তিই বা কি ক্লেশকর। মনুষ্য সকল জন্মিতেছে, বাঁচিতেছে, জীর্ণ হইতেছে কিন্তু কেহই এই মহৎ দুঃখ বিমোচনের উপায় জানে না মনুষ্যগণ দুঃখের মূল পঞ্চস্কন্ধ হইতে নিঃসৃত হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রম অবগত নহে

অনন্তর, "পুরুষেণ সৎপুরুষেণ জাতপুরুষেণ মহাপুরুষেণ পুরুষর্ষভেণ পুরুষনাগেন পুরুষসিংহেন পরমপুঙ্গবেন পরমশূরেণ পরমবীরেণ পুরুষযানেন পুরুষপদ্মেন পুরুষপুণ্ডরীকেণ পুরুষাধীরেয়েণানুত্তরেণ পুরুষদম্যসারথিনা একক্ষণেন যাজ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং বোদ্ধব্যং

প্রাপ্তব্যং দ্রষ্টব্যং সাক্ষাৎকর্ত্তব্যং সর্ব্বং তদেকচিত্তক্ষণসমাযুক্ত প্রজ্ঞয়ানুত্তবাং সম্যক্সম্বোধিমভিসম্বুধ্য ত্রৈবিদ্যাধিগতা

ল, বি, ২২ অ

অতি পত্যুষে তিনি আমিত্ববিহীন হওয়াতে এক প্রধান পুরুষত্ব লাভ করিয়া আর্য্যজ্ঞান সহকারে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য প্রাপ্তব্য দ্রষ্টব্য ও সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য তৎসমুদায় এক চিত্ত এক দৃষ্টিতে একীভূত করিলেন এবং প্রজ্ঞাযোগে আসন্ন সম্যক্ সম্বোধি অবগত হইয়া ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন আমিত্ব বিনষ্ট হওয়াতে তিনি এক শুদ্ধসত্ত্ব হইলেন তখন বোধি সত্ত্বের তম ও অন্ধকার তিরোহিত হইল, তৃষ্ণা বিশোধিত হইল, রজোগুণ শান্ত হইল, দৃষ্টি বিক্ষোভিত ক্লেশ বিবর্জ্জিত হইল, মানা-মান অপসারিত হইল, গ্রন্থি মুক্ত হইল, ধর্ম্মতৎতাব উদয় হইল অবশেষে নির্ব্বাণ সুখসাগরে ভাসমান হইলেন এই সময়ে স্বর্গ হইতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং দেবপুত্রগণ তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন

[illegible] লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ
অন্ধভূতস্থ লোকস্য চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ
ভগবান্ বিজিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পূর্ণমনোরথঃ।
সম্পূর্ণঃ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যসি ১
উত্তীর্ণপঙ্কোহ্যনিঘঃ স্থলে তিষ্ঠতি গৌতমঃ
অন্যাং সত্ত্বাং ২ মহাঘেন ৩ প্রাজ্ঞত ৪ স্তারয়িষ্যসি।

১ তর্পয়িষ্যতি বা ২ অন্যান্ সত্ত্বা ন্ ৩ মহাঘাত ৪ প্রজ্ঞাতঃ
৫ তারয়িষ্যতি বা

উদ্গতস্ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ লোকেষ্বপ্রতিপুদ্গল।
লোকধর্মৈরনলিপ্তস্ত্বং জলস্থমিব পঙ্কজম্
চিরপ্রসুপ্তমিমং লোকং তমস্কন্ধাবগুণ্ঠিতম্
ভবান্ প্রজ্ঞাপ্রদীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুম্
চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে
বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধিপ্রমোচকঃ

ল, বি ২৩ অ

অতঃপর সুগত এইরূপে নির্ব্বাণ লাভানন্তর আনন্দিত চিত্তে অনিমিষনয়নে সেই বোধিদ্রুমরাজকে একবার অবলোকন করিলেন, এবং ধ্যানজনিত প্রীতি সুখে সপ্ত রাত্রি সেই তরুতলেই কালযাপন করিলেন। এখন তিনি পূর্ণমনোরথ ও সিদ্ধকাম হইলেন, গগনবিহারী পতত্রের ন্যায় সুখে বিহার করিতে মনস্থ করিলেন

এই সমাধির নাম প্রীতাহার ব্যূহ

নির্ব্বাণতত্ত্ব।

পূর্ব্বতন আর্য্যপণ্ডিত, কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, ব্যাস প্রভৃতি দার্শনিক ঋষিগণ মানব জীবনের চরম গতি মুক্তিই প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন আবার মহাপুরুষ ঈশ, চৈতন্য, নানক সকলেই জীবের মুক্তিলাভই একমাত্র লক্ষ্য ও চরম গতি ইহা একতানে জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মুক্তি" এই লক্ষণ দ্বারা দর্শনকারগণ মুক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সুগত মহর্ষি গৌতমও মানবজীবনের ঐরূপ আদর্শ প্রতীতি করিলেন বাসনা বিকার, তৃষ্ণা, পাপ ও সংসারাসক্তি রিপুপরতন্ত্রতা জন্য জীবের ক্লেশ এবং এই দুর্ব্বিষহ ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবনের চরম, শাক্য মুনিও তাহা অনুভব করিলেন তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই অবধারণ করিলেন, অগ্রে স্বয়ং মুক্ত হইয়া তবে অপরকে মুক্ত করিব, ভবযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিব, মুক্তির পথ প্রদর্শন করিব মহাপুরুষের এই এক সর্ব্বোচ্চ লক্ষণ অন্তঃসারশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের, কপট নব্য ব্রহ্মজ্ঞানীর কেবল লোকদিগকে উপদেশ দিয়া শত অপরাধে অপরাধী হন বুদ্ধ প্রকৃত পথ ধরিয়াছিলেন অসার বাক্যে মনুষ্যদিগকে মুক্ত করিতে চাহেন নাই যে স্বয়ং অসিদ্ধ সে আবার অপরকে কি করিবে? এক অন্ধ অপর অন্ধকে কি পথ প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি সেই জন্য অসার কপটতার পথ পরিত্যাগ করিলেন তিনি দেখিলেন যে, সমুদায় সংসার নিয়ত তৃষ্ণানলে পুড়িতেছে মনুষ্যগণ

অহংভাবাপন্ন নিয়ত উৎপন্ন জ্ঞানপ্রবাহের নাম বিজ্ঞান। সংস্কার ঘনীভূত ও দৃঢ়তর হইয়া বিজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বিষয় বাহ্য বস্তু। তখন প্রত্যেক বস্তু নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমাদের আর্য্যদার্শনিকগণ বিজ্ঞান শব্দের অন্যার্থ করিয়াছেন, গীতা প্রভৃতিতে তাহার পরিষ্কার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মস্থ অধ্যাত্ম জ্ঞান তাঁহারা বিজ্ঞান বলিতেন। রূপ হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ বহিঃস্থ ও অন্তরস্থ তাবৎ ইন্দ্রিয়। সেই ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম স্পর্শ। এই স্পর্শ হইতে বেদনা অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান। তাহা হইতে তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার জ্বালায় মনুষ্য দিবানিশি ভ্রমিতেছে। এই তৃষ্ণাই মানবের মুক্তির পথ অবরোধ করিতেছে। তৃষ্ণা হইতে উপাদান অর্থাৎ চারি ভূত। সেই ভূত অর্থাৎ চার চারি ধাতু হইতে সব উৎপন্ন হইতেছে। এই উৎপত্তি জাতি অর্থাৎ মনুষ্যাদির পরিচয় এবং সমস্ত মানব জরা মৃত্যু শোকাদির আস্পদ। এই কারণপরম্পরায় দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব

"অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি, অবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ সংস্কারনিরোধাৎ বিজ্ঞাননিরোধঃ, যাবজ্জাতিনিরোধাজ্জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াসা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য নিরোধো ভবতি।"

অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানাদিও নিরোধ হয়। এইরূপে সমস্ত দুঃখ স্কন্ধ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে দুঃখস্কন্ধ পাঁচ প্রকার যথা, রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্কন্ধাঃ

তদভাবেই ধর্ম্ম, আমিত্বই পাপের মূল এবং তাহার বিনাশেই পুণ্যের উদয় এই অহংবিনাশের নাম পুরাতন মনুষ্যের মৃত্যু এবং শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশের নামই নবজীবন, বা নূতন মানবের জন্ম, অথবা দ্বিজাত্মা হওয়া এই অহংভাবই স্বর্গচ্যুতি এবং তাহার বিনাশই স্বর্গলাভ এই অহন্তাই আদমের পতন বা অবাধ্যতা তাহার তিরোধানই ঈশার বাধ্যতা এই অহংভাবেই ঋষিদিগের যোগভঙ্গ এবং অহন্তার বিনাশই ব্রহ্মযোগ ঈশার সমস্ত সাধনের ফল আমিত্ববিনাশ তিনি কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষের বাঁশী হন সেই পুরুষ যাহা বাজান তাহাই মধুর, তিনি কেবল তাঁহার ইচ্ছা নিরোধ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাসাগরে মগ্ন ছিলেন এই অহংবিনাশে সমস্ত বিলাপ ও পুণ্যের বিকাশ সেই ইচ্ছাসাগরে বিলীন হইয়া, 'আমি নাই" ও 'আমি গিয়াছি" এই তাঁহার সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিবার কারণ, ইহাই তাঁহার পাপী ও পতিতকে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রধান উপায় তিনি বলিতেন না, প্রচার করিতেন না, সেই জ্বলন্ত অগ্নি তাঁহার মধ্যে কার্য্য করিত

পূর্ব্বোল্লিখিত নির্ব্বাণের বিষয় যাহা বলা হইল তাহা অভাব পক্ষের, কিন্তু ভাব পক্ষে নির্ব্বাণের স্বতন্ত্র লক্ষণ তাহা আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, কিছু ধ্বংস বা শূন্যভাব নহে তাহা জীবনের অবিনশ্বর ভাব ও নির্ম্মল সত্তা, নিত্যতা, পূর্ণতা, জ্ঞান, শান্তি, বিশুদ্ধি, নির্ব্বিকার সত্ত্ব

১ "হলেহন্তরীগে অজরামরে শিবে" জরাও নাই, মৃত্যুও নাই হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই চিত্তের চাঞ্চল্যতা বা অস্থিরতাও নাই, জীবনের কোন পরিবর্ত্তন নাই আজ বালক, কাল যুবা,

উদয় অভাব ভাবের অতীত হইলে যে আরাম হয় তাহাই প্রকৃত শান্তি

৫ পাপ নাই, মোহ নাই, কাম নাই ক্রোধ নাই, লোভ নাই, অহঙ্কার নাই, অবিশ্বাস নাই, অশ্রদ্ধাও নাই, নিত্য নির্ম্মল, ইন্দ্রিয়বিকার নাই, তাহাতে সুখাভিলাষও নাই, সদা পবিত্রতা, ইহার নাম পরিশুদ্ধি

৬ বুদ্ধদেব বিকারী আত্মা মানিতেন না, তিনি পুনর্জন্ম মানিতেন, কর্ম্মবশে জীবের নিরন্তর যাতায়াত হয় ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল কিন্তু এই সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া এক শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যাওয়াই প্রকৃত নির্ব্বাণ আত্মার স্থিরতা নাই, কিন্তু এই সত্ত্ব অবিনশ্বর, কারণ তিনি আমিত্ববোধকেই আত্মা বলিতেন অতএব আত্মা ও নির্ব্বাণ বিষয়ে যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতান্তর দেখিতে পাওয় যায় তাহা কেবল নির্ব্বাণতত্ত্ব বিশদরূপে না জানাতে ডেবিডস্ ল্যাসেন, বোর্ণোফ, টর্ণার, চাইল্ডর্স প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন তিনি আত্মা পরলোক বা অপর কোন ঈশ্বর বা দেবাদি সত্তা মানিতেন না এলিতবিস্তরেই শাক্যমুনির জীবন, সাধনপ্রণালী ও মত পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে সুতরাং তদনুসারে বিচার করিতে হইবে একটি সপ্রমাণ হয় যে তিনি প্রচলিত বিশ্বাসের অতীত হইয়া নূতন ভাবে এই তিনটি বিশ্বাস করিতেন বুদ্ধ বলিতেন তৃষ্ণা অবিদ্যা ও দুঃখ ইহাকে বিনাশ না করিলে ধর্ম্ম হয় না মুক্তি হয় না, নির্ব্বাণ লাভ করা যায় না। ইহার বিনাশে কি থাকে? শুদ্ধ নির্ব্বিকার এক সত্ত্ব থাকে, তাহাই সেই চৈতন্য পদার্থ বা আমরা যাহাকে আত্মা শব্দে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বাণ যদি ধ্বংসই হইত তবে ত কিছুই নাই

গম্ভীর ১ শান্তে বিরজো ২ প্রভাস্বরঃ প্রাপ্তো মি ৩ ধর্ম্ম হ্যমৃতোহ সংস্কৃতঃ দেশেয় ৪ চাহং ন পরস্য জানে যন্নূন ৫ তূষ্ণী ৬ পবনে চরেয়ম্ অপগতগিরি ব হ্যথো ৭ হ্যলিপ্তো ৮ যথ গগণস্তথা স্বভাবধর্ম্মম্ চিত্তমনং ৯ বিচারবিপ্রমুক্তং পরম ১০ আশ্চর্য্যং পরো বিজানে ১১ ন চ পুনরয় ১২ শক্য ১৩ অক্ষরেভ্যঃ প্রবেশয় ১৪ অনর্থযোগবিপ্রবেশঃ পূর্ব্বিম ১৫ জিনকৃতাধিকারঃ সত্ত্বাশ্চ ইমু ১৬ শ্রুণিত্ব ১৭ হি ধর্ম্ম শ্রদ্দধন্তি ১৮ ন চ পুনরিহ কশ্চিদস্তি ধর্ম্মঃ সো হপি ন বিদ্যতি যস্য নাস্তি ১৯ ভাবাঃ হেতুক্রিয়পরম্পরা ২০ জানেত ২১ তস্য ন ভোতীহ ২২ অস্তিনাস্তিভাবাঃ কল্পশতসহস্র ২৩ অপ্রমেয়া ২৪ অহ ২৫ চরিতঃ ২৬ পুরিমজিনসকাশে ২৭ ন চ ময় প্রতিলব্ধ ২৮ এষ ২৯ ক্ষান্ত ৩০ যত্র ন আত্ম ৩১ ন সত্ত্ব ৩২ নৈব জীবঃ যদ ৩৩ ময ৩৪ প্রতিলব্ধ এষ ক্ষান্তি মিয়াত ৩৫ ন চেহ কশ্চিজ্জায়তে বা প্রকৃতি ৩৬ ইমি ৩৭ নিরাত্ম ৩৮ সর্ব্বধর্ম্মা স্তদ ৩৯ মাং ব্যাকরি ৪০ বুদ্ধদীপনামা ৪১ করুণ ৪২ মম অনন্ত ৪৩ সর্ব্বলোকে পরমমনু চানর্থিতা ৪৪ মহৎ প্রতীক্ষ্য

১ গম্ভীরঃ ২ বিরজাঃ ৩ ময়া ৪ দেশয়িষ্যং দেশেয়মিতি বা ৫ ননম্ ৬ তুষ্ণীম্পবনে ৭ বাক্যতঃ ৮ অলিপ্তস্ যথ ৯ চিত্তমন ১০ পরমাশ্চর্য্যম্ ১১ বিজানাতি। ১২ অযম্ ১৩ শক্যঃ ১৪ প্রবেশয়িতুম্ ১৫ পূর্ব্ব—এবমন্যত্র ১৬ সত্ত্বম্। ১৭ শ্রুত্ব ১৮ ধর্ম্মং শ্রদ্দধতি ১৯ ন সন্তি ২০ পরম্পরাম্ ২১ জানাতি ২২ ভবন্তি ২৩ অধ অথ ২৪ অপ্রমেয়ম্ ২৫ অহম্ ২৬ চরিতবান ২৭ সকাশাৎ। ২৮ প্রতিলব্ধ এবমন্যত্র ২৯ এষা এবমন্যত্র ৩০ ক্ষান্তিঃ এবমন্যত্র ৩১ আত্ম ৩২ সত্ত্ব ৩৩ যদা ৩৪ ময়া ৩৫ ম্রিয়তে ৩৬ প্রকৃতিঃ ৩৭ ইয়ম্ ৩৮ অনাত্মনঃ ৩৯ তদা ৪০ ব্যাকরিষ্যন্তি ৪১ বুদ্ধদীপংনামানম্ ৪২ করুণা ৪৩ অনন্তা [illegible] ব্রতম্

নাই কেহ মরে না কেহ জন্মে না ।* সর্ব্ব ধর্ম্ম নির্ম্ম [দেহধারি] প্রকৃতি, এই নির্বৃতের সমান আমি হইতে প্রকাশ তখন আমাকে বুদ্ধদীপ নামে লোকে প্রকাশ করিবে । সকল লোকে আমার অনন্ত করুণা, অনর্থরত অপর লোকেব সংশোধন করিয়া আর কেন থাকি । এই জন্য সূক্ষ্ম প্রসন্ন অতএব প্রণয়েতে প্রীতি করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবর্ত্ত হউন । এই আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে গৃহ হইলে ব্রহ্মপদে নিপতিত হইব উহ সকলেই আমার নিকট যাচ্ঞা করিবে এবং জ্ঞানিগণ যাহাকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, ইহা তাহাই । [এ ধর্ম্মগ্রহণের উপযুক্ত] অনেক বিজ্ঞানযুক্ত ও বদ্ধ জীব আছে ।” বুদ্ধদেবের এই উক্তিই নির্ব্বাণের পরম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিতেছে । তিনি যে সগুণ নিগুণের অতীত এবং নির্ব্বিকার পুরুষে একাকার হইয়া পরম সমাধি ও সম্বোধি লাভ করিয়া শান্ত ও নিষ্কলঙ্ক হইয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল ।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ণতা সম্ভোগের দশ প্রকার অবস্থা হয়, ইহাকে বর্গ বা ভূমি কহিয়া থাকে, যথা প্রমুদিতা বিমলা, প্রভাকরা, অর্চ্চিষ্মতী সুদুর্জয়া, অভিমুখী দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী, ধর্ম্মমেঘা । সুতরাং নির্ব্বাণ শূন্যবাদ নহে, ইহা চিত্তের অত্যুন্নত অবস্থা তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ।

---

* ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রকাশিত ললিতবিস্তরের গাথার টীকাতে যে ভ্রম ঘটিয়াছে তাহা আমরা ১৮০৬ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রদর্শন করিয়াছি । এই ভ্রমে আমাদের মূল সিদ্ধান্ত যে বিঘটিত হয় নাই তাহাও সে স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে । সং

'কুহনলপনপ্রহাণং মায়ামাৎসর্য্যদোষ ১ ঈর্ষাদ্যম্ ইহ তে ২
ক্লেশাবণ্যং ছিন্নং বিনয়াগ্নিনা দগ্ধম্ ।

মাযামাৎসর্য্যদোষ ও ঈর্ষ দি সর্পেব বদনেব ন্যায় বিনাশ কবে
এখানে সেই ক্লেশাবণ্য ছিন্ন হইযাছে, বিনায়াগ্নি দ্বাবা দগ্ধ
হইয়াছে

ইহ রুদিতক্রন্দিতানাং শোচিতপবিদেবিতানপর্য্যন্তম্
প্রাপ্তং ময়া হ্যশেষং জ্ঞানগুণসমাধিগাগম্য
ওঘা যোগগন্ধাঃ শোকশল্যা মদাঃ প্রমদাশ্চ
বিজিতা মমেহ ৩ সর্ব্বে সত্যনয়সমাধিমাগম্য ”

“এই বোধিমূলে জ্ঞানগুণ সমাধি আবত্ত করিয়া আমি রোদন
ক্রন্দন শোক পরিদেবনার সীমা প্রাপ্ত হইয়াছি নীতি, সত্য ও
সমাধি প্রাপ্ত হইযা, পাপপ্রবাহ, যোগেব প্রতিকূল ভাব, শোকশল্য,
মদ ও প্রমদ প্রভৃতি সমুদায় অরিকে আমি জয় করিযাছি ”

“ইহ তে মূলক্লেশাঃ সানুশয়া দুঃখশোকসম্ভূতাঃ
ময়া উদ্ধৃতা অশেষাঃ প্রজ্ঞাববলাঙ্গলমুখেন
ইহ মে ৪ প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বিশোধিতং প্রকৃতিবিশুদ্ধসত্ত্বানাম্
জ্ঞানাঞ্জনেন মহতা মোহপটলবিস্তরং ভিন্নম্ ।
ইহ ধাতুভূত ৫ চতুরো ৬ মদমকরবিলোড়িতা
বিপুলতৃষ্ণাঃ

স্মৃতিসমর্থভাস্করকরাগ্রৈর্ব্বিশোষিতা মে ভবসমুদ্রাঃ
ইহ বিষয়কাষ্ঠনিচয়ো বিতর্কসমোমহামদবহ্নিঃ ।
নির্ব্বাপিতো দীপ্তো বিমোক্ষরসশীততোয়েন

---

১ দোষের্ষ্যাদ্যস্ ২ ৩৫ । ৩ মমেহ ৪ ময় ৫ ধাতুভূতাঃ ৬ চত্বারঃ

ইহ মে অনুশয়পটলা আস্বাদতড়িদ্বিতর্কনির্ঘোষাঃ
বীর্য্যবলপবনবেগৈর্বিধূয় বিলয়ং সমুপনীতাঃ
ইত পঞ্চগুণসমৃদ্ধাঃ ষড়িন্দ্রিয়হয়া মদোন্মত্তাঃ
বদ্ধা ময়া হ্যশেষং সমাধিমগুভং * সমাগম্য ”

“দুঃখশোকজনিত কর্ম্মাবশেষ মূলক্লেশসকল প্রজ্ঞারূপ শ্রেষ্ঠ লাঙ্গলমুখে আমি নিঃশেষ করিয়াছি প্রকৃতবিশুদ্ধ প্রাণিগণের আমা দ্বারা প্রজ্ঞা চক্ষু শোধিত হইল আমি মহাজ্ঞানাঞ্জনের দ্বারা মোহজাল ভেদ করিয়াছি, আমার সময়ে বিপুল তৃষ্ণাসম্ভূত মদমকরবিলোড়িত মূলীভূত চারি ভবসমুদ্র স্মৃতিরূপ প্রবল ভাস্করের কিরণ দ্বারা বিশোষিত হইয়াছে এখানে বিষয়কাষ্ঠনিচয়যুক্ত বিতর্কসহযোগী প্রদীপ্ত মহাগ্নি মোক্ষরসের শীতজলে নির্ব্বাপিত করিয়াছি বিষয়াস্বাদরূপ তড়িৎ এবং বিতর্কগর্জ্জনযুক্ত আমার কর্ম্মাবশেষ মেঘ বীর্য্যবলপবনবেগে চালিত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে শুভ সমাধি লাভ করিয়া মদোন্মত্ত ও পঞ্চগুণে সম্বর্দ্ধিত অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ দ্বারা তেজস্বী ষড়িন্দ্রিয়ঘোটকগণকে নিঃশেষরূপে বদ্ধ করিয়াছি ”

“ইহ তন্ময়ানুবুদ্ধং সর্ব্বপরপ্রবাদিভির্যদপ্রাপ্তম্
অমৃতং লোকহিতার্থং জরামরণশোকদুঃখান্তম্ ।”

“অন্য মতাবলম্বিগণ যাহা প্রাপ্ত হয় নাই, আমি এখানে লোকহিতার্থ সেই অমৃত বুঝিয়াছি, যাহাতে জরা মরণ শোক বিনষ্ট হয় ”

“যত্র স্কন্ধৈর্দুঃখমায়তনৈস্তৃষ্ণাসম্ভবং দুঃখম্
ভূয়ো নহোদ্ভবিষ্যত্যভয়পুরমিহাভ্যুপগতোঽস্মি ”

* শুভম্

-"দু খায়তন স্কন্ধসমূহ দ্বারা তৃষ্ণাজনিত দুঃখ আর উৎপন্ন হইবে না, আমি এখানে অভয়পুরী প্রাপ্ত হইয়াছি "

"মৈত্রীবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ
করুণাবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ
মুদিতাবলেন জিত্বা পিতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ
ভিন্না ময়া হ্যবিদ্যা দীপ্তেন জ্ঞানকঠিনবজ্রেণ "

ল, বি, ২৪ অ

"আমি এই বোধিমূলে বসিয়া প্রেমবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি, দয়াবলে জয় করিয়া অমৃত পান করিয়াছি, আনন্দবলে জয় করিয়া অমৃত রস পান করিয়াছি, আমি প্রদীপ্ত জ্ঞানাশনি দ্বারা অবিদ্যা ছেদন করিয়াছি " তবে কি সপ্রমাণ হইল না যে তাঁহার নির্ব্বাণ, পরম মুক্তি, জীবন্মুক্তি, নবজীবনলাভ, ভাগবতী তনুপ্রাপ্তি, সশরীরে স্বর্গভোগ? ইহাতে জ্ঞান আছে, বিনয় আছে, সত্য আছে, নীতি আছে, প্রজ্ঞা আছে, স্মৃতি আছে, মোক্ষরস আছে, বীর্য্য আছে, বল আছে, সমাধি আছে, মৈত্রী করুণা আনন্দ আছে, শান্তি আছে কি নাই? সকলই আছে। অনন্তজ্ঞানরূপে স্থিতিপর্য্যন্তের অভাব নাই এ সমুদায়ই আমিত্ব-বিনাশমূলক তবে যে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াও "আমি করিয়াছি" উক্ত হইয়াছে তাহা আমিত্ববিহীন, অবিদ্যাবিমুক্ত তমোহীন "আমি;" "মুক্ত আমি," "শুদ্ধ সত্ত্ব আমি " ঈশা যে বলিয়াছেন "আমি পথ, সত্য ও জীবন" সে কোন্ "আমি?" তাহাও ঐ শুদ্ধসত্ত্ব নির্ব্বাকার "আমি "

-এই নির্ব্বাণসাধনের বিবিধ উপায় আছে প্রথমে প্রতিকূল তৎপরে অনুকূল প্রথমোক্তটি দশ প্রকার, দ্বিতীয়টি সাধনের

অষ্টাঙ্গ প্রতিকূল যথা; আত্মভ্রম বা স্বকীয় দ্বৈতভাব, বিচিকিৎসা (সংশয়), শীলব্রতপরামর্শ বা ক্রিয়াকলাপে অনুরাগ, কাম, প্রতিঘ (ক্রোধ অথবা ঘৃণা), রূপরাগ অর্থাৎ ইহজীবনের প্রতি অনুরাগ, অরূপরাগ বা স্বর্গকামনারূপ জীবনে আনুরক্তি, মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা অনুকূল যথা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত বা সদ্ব্যবহার, সম্যক্ আজীব বা সদুপায়ে উপজীবিকা আহরণ, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই অষ্ট প্রকার সাধনের দ্বারা নির্ব্বাণের পরমশত্রু পাপগুলিকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে হইবে সমাধি আবার চতুর্ব্বিধ বিবেক,একাগ্রিভাব,উপেক্ষকতা ও স্মৃতিবিশুদ্ধি ইহার প্রথমাবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ ও অসৎপদার্থের মূলপরিদর্শন অর্থাৎ নির্ব্বাণ, মোক্ষ, শান্তি, সমাধির প্রকৃত জ্ঞান প্রতীতি ও উপলব্ধি এবং তৎপরে, অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ, অনিত্যতা ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের অসারতা প্রতীতি হইয়া থাকে এই বিবেক পরিষ্কার নির্ম্মল চক্ষু এবং উহা এক অলৌকিক জ্যোতি। এই ধ্যানে পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকল আলোকিত হয়, তাবৎ সন্দেহ তিরোহিত হয়, প্রত্যক্ষ বিশ্বাস উজ্জ্বল হয় ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্তবহুত্ব (Genera ization) হইতে একত্বে (Synthesis এ) অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয় তৎকালে ভিন্ন বস্তুর আর জ্ঞান থাকে না সেই এক পরম পদার্থ, একই ধ্যান একই জ্ঞান, একই প্রতীতি, একই ইচ্ছা, একেতেই অনুরাগ ও প্রীতি তদ্ব্যতীত বস্ত্বন্তরে দৃষ্টি নাই, জ্ঞানও থাকে না, ভাব বা ভাবনাও হয় না 'তৃতীয় প্রকার সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ বিরাগ, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ,

সম্পদ বিপদ নিত্য অনিত্য, এই সমুদায় বোধের অতীত হয় তখন আত্মা মধ্যমাবস্থায় অবস্থিতি করে। তখন আত্মা নির্লিপ্ত, উপেক্ষক, অস্পৃষ্ট অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে, কোন প্রকার জ্ঞান বা বোধে আসক্ত নহে, অধীন নহে, ক্রিয়াহীন জড়বৎ। চতুর্থ সমাধিতে আত্মস্বরূপ তিরোহিত হয়। এই আমিত্ব বা অহংভাব বিদূরিত হওয়াতে চিত্ত প্রকৃত নির্ম্মল হয়। অহঙ্কারই পাপের মূল, তাহার বিনাশে পাপের বিনাশ, পুণ্যের উদয়, পাপজীবনের মৃত্যু ও ধর্ম্মজীবনের প্রাপ্তি ও জন্ম। এই অবস্থায় সকল দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, শান্তিরসের উদয়, নির্ব্বাণরূপ পরমতত্ত্বের আবির্ভাব; অনন্তজ্ঞান ও সর্ব্বদর্শন, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হয়। এখন সত্ত্ব প্রকৃতিস্থ হয় ও অমর হইয়া যায়। আর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, জীবনও নাই, চ্যুতিও নাই। সত্ত্ব অচ্যুত রাজ্যে বিচরণ করে ও পরমানন্দে বিহার করে।

শেষাঙ্গ সম্যক্ সমাধি বা শম। বাহ্যিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার রিপু বশীভূত হইলে এই শান্তির উদয় হয়। চিত্ত স্থির, কোন বিষয়ে চঞ্চল হয় না, প্রতিকূল অনুকূল কোন ব্যাপারে ভাবান্তর হয় না, উহা নিরন্তর একই অবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহার নাম শম।

এই নির্ব্বাণে চিত্ত পারমিতার অধিকারী হয়, পারমিতার উপর হৃদয় অবস্থিতি করে।

দানং শীলঞ্চ শান্তিশ্চ ধ্যানং বীর্য্যং বলন্তথা।
উপায়ঃ প্রণিধিঃ প্রজ্ঞা জ্ঞানং সর্ব্বগতং হি তৎ।
এষা পারমিতা প্রোক্তা বোধিসত্ত্বৈরনিন্দিতৈঃ।

এখানে শীল শব্দের অর্থ সাধুতা, বীর্য্য,— সাহস অর্থাৎ ইন্দ্রি-

প্রাণির উপর অদ্ভুত কর্তৃত্ব, প্রাণির নিগূঢ় দর্শন, সমস্ত ব্যাপারের অতি সূক্ষ্মদর্শন, সর্ব্বগত জ্ঞান —সার্ব্বভৌমিক সত্য প্রতীতি.

এই নির্ব্বাণের পর ত্রিবিধ উন্নতির অবস্থা হইয়া থাকে প্রথমে বোধিসত্ত্ব, পরে অর্হৎ, সর্ব্বশেষে বুদ্ধ। এই বুদ্ধ উন্নতির চরমাবস্থা, ইহা কেবল শাক্যসিংহেরই হইয়াছিল, তিনিই এই সর্ব্বোচ্চ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন

প্রচার।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহারা লোকপ্রমুখাৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপথে চলেন না, বাস্তবিক পরোক্ষ জ্ঞানে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। জীবন্ত অগ্নিময় জীবনই তাঁহাদের অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ, স্বীয় আত্মাই তাঁহাদের প্রত্যাদেশের অভিনব খনি, জীবন্ত মনোহর প্রকৃতিই তাঁহাদের নিকট অভিনব প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দৃষ্টান্ত বহন করিয়া থাকে শুদ্ধ শান্ত অধ্যাত্ম জগৎ তাঁহাদের বাসভূমি, সুতরাং তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষু নিয়তই উজ্জ্বল মানবপ্রকৃতি আর তাঁহাদের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীত হয় না সেই চিদাকাশ হইতে সতত জ্ঞানরশ্মি প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে পবিতৃপ্ত করে তত দিবস তাঁহারা প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, যাবৎ তাঁহারা স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও গতি স্থির না করেন এবং মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের প্রণালী স্বয়ং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করেন তাঁহারা সিদ্ধি লাভ না করিয়া প্রকাশ্যরূপে প্রচারে প্রবৃত্ত হন না। সেই ঘোর অন্ধতমসাবৃত সময়ে মুষা সায়ন পর্ব্বতে ও নিবিড় কাননে কি দর্শন করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া হতভম্ব হইলেন, তাঁহার বাক্য নিরোধ হইল, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, সর্ব্বাঙ্গ বিবশপ্রায় হইয়া গেল সেই জীবন্ত ঈশ্বরের জ্বলন্ত আবির্ভাব, যাঁহার নাম "আমি আছি" তিনি বিদ্যুতের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় কি শ্রবণ করিয়াছিলেন? "আমি

আছি” যাঁহার নাম, তাঁহার সুমধুর আদেশবাণী তিনি যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন তাহাই নগরবাসীদিগের নিকট গিয়া প্রচার করিলেন ঈশা নিবিড় অটবীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চল্লিশ দিবস কেন ক্রমাগত প্রার্থনা ধ্যান তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন, তেজঃপুঞ্জ ভাগবতী তনু লইয়া প্রফুল্ল চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সিংহরবে নগরে নগরে মধুর স্বর্গীয় শুভ সংবাদ প্রচার করিলেন দেবর্ষি নারদের বীণার এমন কি অলৌকিক আকর্ষণ ছিল যাহা শুনিয়া দেবগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন "আহূত ইবমে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি” তিনি ডাকিবামাত্র হৃদয়ে সুন্দর হরির দর্শন লাভ করিতেন, সেই হরির মনোহর রূপসাগরে ডুবিয়া স্বয়ং মত্ত হইতেন ও অপরকে প্রমত্ত করিতেন তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিবীণা যেন বাজিত যে তাহা শুনিবামাত্র দেবতারা মূর্চ্ছিত হইয়া যাইতেন ঐ দর্শনই তাঁহাকে হরিগুণ কীর্ত্তনে ব্যাকুল করিয়াছিল পরিশুদ্ধ বুদ্ধ এত দিন প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন নাই এখন নির্ব্বাণ লাভ করিয়া সিদ্ধ হওয়াতে শাক্য সিংহ নাম ধারণ করিলেন বোধিবৃক্ষের সুরস ফলাস্বাদন করিয়া আর তিনি একা অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না বোধিবৃক্ষের চতুর্ব্বিধ ফল লাভ করিয়া তিনি অলৌকিক রূপ ধারণ করিলেন ধর্ম্মরুচি, ধর্ম্মকায়, ধর্ম্মগতি, ও ধর্ম্মচারী এই চারি দেবভাব তাঁহার শরণাগত হইল একে রাজতনয় নবীন সন্ন্যাসী তাহাতে তাঁহার জীবনের সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন হইল। পৃথিবীর বাসনাতৃষ্ণা বিদূরিত হইয়া এখন ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র রুচি হইল, জীবশরীর বিনষ্ট হওয়াতে তিনি ধর্ম্মতনু প্রাপ্ত হইলেন, মতি ও আচরণ সকলই ধর্ম্মে পরিণত হইল

বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়া পঞ্চচক্ষুতে চক্ষুষ্মান্ * হইলেন নির্ব্বাণের সর্ব্বোচ্চ পূর্ণাবস্থাতে শারীরিক চক্ষু ব্যতীত অপর চতুর্ব্বিধ আধ্যাত্মিকচক্ষু লাভ করা যায়। মাংসচক্ষু, ধর্ম্মচক্ষু প্রজ্ঞাচক্ষু, দিব্যচক্ষু, ও বুদ্ধচক্ষু, এই পঞ্চবিধ নয়নের দ্বারা তিনি মানবের অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন তাহাতে তিনি জীবের দুঃখে এক হইয়া গেলেন তখন তিনি বুদ্ধচক্ষে জীবগণের অবস্থা-চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভাবিলেন "কস্মাদহং সর্ব্বপ্রথমং ধর্ম্মং দেশয়েয়ম্" এই প্রশ্ন উদয় হওয়াতে তিনি প্রথমতঃ রুদ্রক এবং দ্বিতীয়তঃ অরাড় কালামের কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহারা এই ধর্ম্মগ্রহণের উপযুক্ত, অতএব তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ নূতন ধর্ম্ম উপদেশ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন কিন্তু রুদ্রক সাত দিন এবং অরাড় কালাম তিন দিন পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন জানিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন পরিশেষে সেই পঞ্চজন শিষ্য যাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ করিলেন তাঁহারা বারাণসীতে আছেন জানিয়া প্রথমে বারাণসীতে যাইতে মনস্থ করিলেন তখন উরুবিল্ব হইতে বাহির হইয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন বোধিমণ্ডের অনতিদূরে গয়াতে

---

* Mr. Hodgson enumerates the fivefold faculty of vison thus; 1st, Mansachakshu, or the carnal eye; 2nd, Dharmachakshu, the eye of religion, or the faculty of seeing through religion, 3rd, Prajanchakshu the power of seeing by the intellect; 4th, Divyachakshu or divine eye 5th Buddhachakshu, the eye of Buddha or the power of seeing all thing past, passing and future.

আজীবক নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেক্ষণে তাঁহার মুখমণ্ডলের অনুপম জ্যোতি ও শরীরের নির্ম্মল দিব্যলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন গৌতম, তুমি এরূপ ব্রহ্মচর্য্য কোথায় শিক্ষা করিলে ? তিনি বলিলেন ;

আচার্য্যো ন হি মে কশ্চিৎ সদৃশো মে ন বিদ্যতে
একোহহমস্মিং ■ সম্বুদ্ধঃ শীতিভূতো নিরাশ্রব.

"আমার কেহ আচার্য্য নাই মৎসদৃশও কেহ নাই, আমি একাই সম্বুদ্ধ প্রমুক্ত এবং কর্ম্মবন্ধশূন্য হইয়াছি ". কি সিংহের ন্যায় বিক্রম অথচ বালকের মত সরলতা লজ্জা ভয় তাঁহার নিকট আর স্থান পাইল না, তিনি নির্ভীক চিত্তে স্বীয় জীবনের কথা বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না আজীবক তাঁহার এই তেজোময় উত্তর শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ গর্ব্বিত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ গর্ব্ব খর্ব্ব হইল তখন তিনি পুনরায় বলিলেন তবে কি আপনি অর্হৎ, আপনি জিন ? তিনি উত্তর করিলেন, আমিই লোকের এক মাত্র শাস্তা, অতএব আমি অর্হৎ, আমি কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় করিয়াছি, পাপকে জয় করিয়াছি, অতএব আমিই জিন আজীবক বিনীত ভাবে বলিলেন, "ক তর্হ্যায়ুষ্মন্ গৌতম গমিষ্যসি ?" হে আয়ুষ্মন্ গৌতম, তবে তুমি কোথা গমন করিবে ? তথাগত বলিলেন ;

বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীম্
অন্ধভূতস্য লোকস্য কর্ত্তাস্ম্যহং সদৃশীং প্রভাম্
শব্দহীনস্য লোকস্য তাড়য়িষ্যেঽমৃতদুন্দুভিম্ ।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষপ্রতিবর্ত্তিতম্

অপি

"আমি বারাণসী যাইব, তথায় গিয়া অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি দিয়া চক্ষুষ্মান্ করিব ও বধিরকে অমৃতদুন্দুভিশ্রবণে ক্ষমতা দান করিব লোকে যেরূপ ধর্ম্মে কখন প্রবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ ধর্ম্মচক্র তথায় প্রবর্ত্তিত করিব " আজীবক এই অগ্নিময় সাহসের কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন তখন বুদ্ধদেব পথে মগধরাজ বিম্বসার, এক ধনবান্ যুবা, যশোদেব ও তাঁহার পিতা মাতা এবং তাঁহার পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইলেন * তিনি বৈরাগ্যকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন, সুতরাং গৃহস্থ বৈরাগীদিগকেও বিশেষ সমাদর করিতেন অনন্তর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া মৃগদাব নামক আশ্রমে মাসত্রয় ক্রমান্বয়ে অবস্থিতি করেন তথায় পূর্ব্বপরিচিত সেই পাঁচ জন শিষ্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তাহারা প্রথমে তাঁহার প্রতি অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করে তাঁহাকে দেখিয়া কেহই কথা না কহিয়া চলিয়া যাইতেছিল তন্মধ্যে জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য নামে এক জন "কি গৌতম" বলিয়া সম্বোধন করাতে বুদ্ধদেব তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র রুষ্ট না হইয়া বরং তাহার প্রতি প্রেম প্রসন্নতা ও অত্যন্ত সমাদর প্রকাশ করিলেন তাঁহার এই ব্যবহারে জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণতনয় অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁহার চরণতলে পড়িয়া স্বীয় অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে তপোধন শাক্যমুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন

---

* ললিত বিস্তরে এ সম্বন্ধে এইমাত্র আছে যে তিনি পথে অনেকের কর্ত্তৃক সম্মানিত ও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এক নাবিক তরপণ্য না পাইয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দেয় না তিনি আকাশমার্গে পার হইয়া যান নাবিক অনুতপ্ত হইয়া রাজা বিম্বসারকে এই সংবাদ দেয়। তিনি সমুদায় প্রব্রজিতগণের তরপণ্য লওয়া বন্ধ করিয়া দেন সং।

পরে অবশিষ্ট চারি জন শিষ্য ইঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-রাজ্যের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন বারাণসীর মৃগদাবে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, শত শত লোক তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ ও অনুগত শিষ্য হইল অনেক গৃহস্থ তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া দেবপূজা পরিত্যাগ করিল। নানাস্থান হইতে নরনারী সকল তাঁহার অভিনব ধর্ম্মের বৃত্তান্ত শ্রবণ মানসে ঐ মৃগদাবে আগমন করিতে লাগিল ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র প্রভৃতি জাতিনির্ব্বিশেষে মুক্তি ও নির্ব্বাণের উপদেশ শুনিয়া মোহিত হইয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল বহুকাল হইতে বারাণসী অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ইহা বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চার এক প্রধান স্থান এবং হিন্দুধর্ম্মের নিগড়ভূমি। সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানের লোকদিগকে বশীভূত ও ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে পার্শ্বস্থ জনগণকে সহজে হস্তগত করা যাইতে পারে বুদ্ধদেবের এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ হইল, চারিদিকে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল যদিও তিনি এই সংসারকে এক-মাত্র বাসনা ও তৃষ্ণার মূলীভূত কারণ এবং মায়া ও বন্ধনের প্রকৃত জড় বিশ্বাস করিতেন, তথাপি ধর্ম্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী সংযতেন্দ্রিয় সাধুগৃহস্থদিগকে উদরপরায়ণ সন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মগধাধিপতি যুবরাজ তাঁহাকে নিজ রাজধানী রাজগৃহে পদার্পণ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন

এই সময়ে তাঁহার এক ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী ভিক্ষুদল সংগঠিত হইল।

তাহাদিগকে লইয়া তিনি উরুবিল্বের মনোহর নিবিড় কানন মধ্যে বিহারার্থে গমন করিলেন তথায় দ্বিজতনয় কাশ্যপের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় তাঁহারা ভ্রাতৃত্রয়ে বুদ্ধদেবের নাম শ্রবণ করিয়া দর্শনমানসে তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন সকলেই ব্রহ্মচারী দার্শনিক পণ্ডিত, কিন্তু অগ্নিহোত্রী ছিলেন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও উপাধ্যায় বলিয়া সুবিজ্ঞ লোকেরা অনেকে ইঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করিতেন পরম জ্ঞানী গৌতম তাঁহাদের মধ্যে কিছু গাঢ় প্রণয়ে বাস ও কথোপকথন করাতে জ্যেষ্ঠ কাশ্যপ তাঁহার মত ও বিশ্বাস অবলম্বন করিলেন। তিনি অতিসুমার্জিতবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞ বিশেষ জ্ঞানী ও ব্রহ্মচারী বলিয়া বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান পদ লাভ করিলেন তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হওয়াতে অবশিষ্ট ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁহাদের শিষ্যগণ সকলে ক্রমশঃ কাশ্যপের অনুসরণ করিলেন একদা বুদ্ধদেব নবদীক্ষিত শিষ্যগণকে লইয়া গয়ার নিকটবর্ত্তী গন্ধহস্তি পর্ব্বতে বসিয়া আছেন, এমন সময় সম্মুখস্থ গিরিশিখরে দবানল প্রজ্বলিত দেখিয়া তৎপতি লক্ষ্য করিয়া এক মনোহর উপদেশ দিলেন।

"হে কাশ্যপ, ঐ যে জ্বলন্ত হুতাশন দেখিতেছ, যত দিন মানবমানব বাসনা তৃষ্ণা ও অবিদ্যার অধীন থাকে, তত দিন তাঁহাদেরও চিত্ত ঐরূপে জ্বলিতে থাকে ইন্দ্রিয়াদি ও তদ্বিষয় সকল ঐ প্রধূমিত অনলের ইন্ধনস্বরূপ বাসনা ও তৃষ্ণা ইন্দ্রিয় বিষয় জনিত ইন্ধনে ক্রমাগত জ্বলিয়া উঠে মনুষ্য যত সুন্দর পদার্থ দর্শন করে, তত তাহার অন্তরে সুখস্পৃহা প্রবলতর হয়, এবং যত সেই স্পৃহা বলবতী হয়, তত দুঃখের কারণ ঘনীভূত হইতে দেখা যায় বিষয়াদির জ্ঞান চিত্তে যত অধিক হয়, অসার

সুখ দুঃখে মন তত লিপ্ত হইয় যায়, এইরূপে জন্ম জরা মৃত্যু শোক দুঃখ দৌর্ম্মনস্যে দহ্যমান হইয়া মানবগণ অশেষ ক্লেশ ভোগ করে কিন্তু যাঁহারা বোধিমার্গের অনুসরণ করেন, তাঁহার আত্মনিগ্রহে সেই বাসনা ও বিজ্ঞানরূপ অগ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেন না, তাঁহারা সমুদয় অন্তরেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া শান্ত হয়েন নির্ব্বাণের চরম লক্ষ্য পবিত্রতা ও প্রেম তাঁহার তথায় উপনীত হইয়া পরম সম্বোধি লাভ করেন অন্তর বিশুদ্ধ হইলে আর বাহ্য পদার্থ সকল অন্তরিন্দ্রিয়দিগকে উত্তেজিত করিতে পারে না এইরূপে ক্রমে তৃষ্ণানল নির্ব্বাণজলে নির্ব্বাণ হইয়া যায় যথার্থ শিষ্য এই প্রকারে সকল পাপের মূলবৃক্ষ হইতে এককালে বিমুক্ত হয়েন।” কি চমৎকার উপদেশ, বাস্তবিক কামক্রোধাদি রিপুসকল এক বাসনা ও তৃষ্ণা হইতেই উৎপন্ন হয় যদি সেই তৃষ্ণা বিনাশ করা যায়, তবে সমুদায় রিপুর মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয় যায় তখন প্রকৃত পুণ্য ও প্রেমের বিকাশ হয় যে ব্যক্তি সেই অনন্ত পুণ্য ও প্রেমের জলধিতে মগ্ন হইয়া যায়, তাহার আর কোন প্রকার বাসনা থাকে না

অতঃপর শাক্যসিংহ কাশ্যপ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন মগধরাজ বিম্বসার তৎকালে প্রতাপশালী ঐশ্বর্য্যবান্ রাজা ছিলেন রাজা ইঁহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন নগরবাসী সহস্র সহস্র লোক ইঁহাদিগকে দেখিতে কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে পথে প্রকাণ্ড ভিড় করিয়া দাঁড়াইল রাজতনয় গৌতম যেমন আজানুলম্বিতবাহু বিশাল ও উন্নতগ্রীব, কাশ্যপও তদ্রূপ উভয়েই শান্ত বিনীত ও গম্ভীর প্রকৃতি এবং সন্ন্যাসী ইহার মধ্যে কে গুরু কে শিষ্য

সকলে তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল কেতক লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুবিজ্ঞ গৌতম ঋষি তাহা অবগত হইয়া কথাচ্ছলে কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি আদিত্যের পূজা পরিত্যাগ করিলে ? কাশ্যপ তাঁহার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে কতকগুলি লোক দর্শন স্বাদ গন্ধ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতায় সুখানুভব করিয়াছে, আর কতকগুলি ত্যাগে আমাদের মতে এই দ্বিবিধই অসার নির্ব্বাণ অত্যুচ্চ শান্তি, ইহা ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকের অপ্রাপ্য বিশেষ যাহারা জরামরণ জন্মের অধীন তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না যাঁহারা শুদ্ধাত্মা ও উন্নত তাঁহারা এই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন উভয়ের এই কথোপকথন অবসান হইলে রাজা বিম্বসার তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার নব প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন

তৎকালে কাশ্যপ মগধপ্রদেশে অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন এক দিকে মহাজ্ঞানী কাশ্যপ, অপর দিকে মগধাধিপতি, উভয়ে অতি প্রধান লোক হইয়া এই নূতন নির্ব্বাণমার্গের অনুসরণ করাতে পর দিন যষ্টিবনে হাজার হাজার লোক গৌতমকে দেখিতে আসিল এবং তাঁহার নূতন মত, অভিনব মুক্তিতত্ত্ব শ্রবণলালসায় তৃষ্ণার্ত্ত হইল শ্রবণাভিলাষী দর্শকগণের ভিড় ব্যগ্রতা উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া শাক্যসিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন পর দিন তিনি যখন ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া নগরের মধ্য দিয়া রাজদ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন, পথে সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার অলৌকিক ভাব দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল কি উজ্জ্বল জ্যোতি, দিব্য লাবণ্য সৌম্যমূর্ত্তি, প্রসন্ন ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ও পুণ্যময় মুখমণ্ডল . তাঁহাকে

দেখিবামাত্র দর্শকের চিত্ত প্রফুল্ল হইত। তিনি যখন পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন মস্তক অবনত করিয়া দৃষ্টি নিম্নে সংস্থাপন করিয়া গম্ভীরভাবে জীবের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে পদ সঞ্চারণ করিতেন। এ দিকে রাজা বিম্বসার স্বয়ং ভোজনপাত্রহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান শুনিয়া ত্রস্তভাবে তথায় সমাগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করত কহিলেন, "ভগবান্, যষ্টিবন বহু দূরে, আপনার আসিতে ক্লেশ হয়, অতএব অদূরে বেণুবনে অবস্থিতি করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন্।" শাক্যমুনি ঐ বেণুবনে দুই মাস অবস্থান করিয়া বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। বর্ষাকালে চতুর্মাস্যের সময় তিনি এখানে প্রতিবৎসর বিহার করিতে আসিতেন। এই মঠে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বেণুবনে তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বচন শুনিয়া শারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন নামক দুই জন সন্ন্যাসী স্বমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ইঁহারা উভয়ে তাঁহার প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন। শাক্যমুনি এই দুইজনকে সংঘমধ্যে প্রধান প্রতিষ্ঠিত করাতে পুরাতন ভিক্ষুকগণের হিংসা উত্তেজিত হইল। তাঁহারা সকলেই গৌতমের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন। তখন গুরু তাঁহাদের আন্তরিক কলুষিত ভাব দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখ, সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করা এবং আপন আপন হৃদয় নির্ম্মল করাই বুদ্ধগণের ধর্ম্ম তোমরা কেন ইহার বিপরীত আচরণ করিতেছ?" কি আশ্চর্য্য মহাপুরুষেরা সকল যুগেই শিষ্য ও প্রেরিতগণের দৌরাত্ম্য ও বিবাদ জন্য সময়ে সময়ে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছেন। মহাজনেরা সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা নির্ম্মল আকাশের ন্যায় প্রশান্তচিত্ত ও বিশুদ্ধ

এবং সমুদ্রের মত অতি গভীর অতলস্পর্শ, সুতরাং তাঁহারা আর কোন প্রকারে বিক্ষিপ্ত হইবার নহেন। কিন্তু অসিদ্ধ অসংযত শিষ্যগণ ভিন্নরুচি, বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, সামান্য সংঘর্ষণ হইলে তাহাদের চিত্তের প্রচ্ছন্ন পাপানল জ্বলিয়া উঠে। দুই খণ্ড শুষ্ক ইন্ধন লইয়া ক্ষণকাল ঘর্ষণ কর, দেখিবে অল্পকাল মধ্যেই তাহা প্রজ্বলিত হইবে

অতঃপর বুদ্ধদেব দলের এইরূপ হীনভাব নিরীক্ষণ করিয়া ইহার পবিত্রতারক্ষার্থ কঠোর শাসনপ্রণালী স্থির করা আবশ্যক মনে করিয়া বৈরাগ্যের কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন ইহার নাম প্রাতিমোক্ষ উহা ভঙ্গ করিলে বিশেষ দণ্ডনীয় ও আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইত এই ভাবে কঠোর প্রণালী অবলম্বন করাতে ভিক্ষুদল সুশাসিত হয় মানবহৃদয় নিরতিশয় নূতনপ্রিয়, ক্রমাগত বিচিত্র ঘটনাবলী না দেখিলে বাস্তবিক তাহার উৎসাহ উদ্যম নির্ব্বাণ হইয়া যায় গৌতম রাজগৃহে আসিবামাত্র প্রথম প্রথম কয়েক দিবস লোকের মনে উৎসাহ ছিল। শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের ধর্ম্মগ্রহণের পর আর কেহ নূতন তাঁহার শ্রেণীভুক্ত না হওয়াতে গ্রামস্থ লোকেরা ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইল শিষ্যেরা যখন ভিক্ষার্থ লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিতেন, সকলে তাঁহাদিগকে ও স্বয়ং বুদ্ধকেও বড় তিরস্কার করিত, অযথা কথা বলিয়া চিত্তকে ব্যথিত করিত তোমাদের গুরু কি এক নূতন মত বাহির করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টিস্বরূপ পুত্রদিগকে সন্ন্যাসী করিয়া গৃহশূন্য করিতেছে, দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এই বলিয়া নগরবাসীরা তাঁহাদিগকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিত তাঁহারা ইহার সদুত্তর দিতে অক্ষম

বিধায় আপন উপদেষ্টার নিকট জানাইতেন ইহা শুনিয়া শাক্য-সিংহ তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিলেন, বুদ্ধ কেবল ধর্ম্ম ও পবিত্রতা বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি কোন অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চাহেন না পূর্ব্বতন বুদ্ধেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাই করিতেছেন তিনি কেবল সত্য প্রচার দ্বারা লোক পাইয়াছেন, অপর কোনরূপ কৌশল তিনি জানেন না যাহার হৃদয় এই ধর্ম্মগ্রহণ করিতে চায় তিনি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন শুনিলেন যে, গৌতম সিদ্ধ হইয়া অলৌকিক জীবন পাইয়াছেন, শত শত লোক তাঁহার অমৃতময় উপদেশকদম্ব শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও পবিত্র হইয়া যাইতেছে, পাপী সাধু হইতেছে তখন রাজা তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন অতঃপর তিনি রাজকুমারের নিকট এক লোক প্রমুখাৎ বলিয়া পাঠাইলেন যে বৃদ্ধ রাজা তোমাকে এক বার দেখিতে চান, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখা দিয়া যাও গৌতম পিতার সস্নেহ বচনে বিগলিত হইলেন, এবং সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে কপিলবস্তু নগরীতে উপনীত হইলেন তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যের নিয়মানুসারে সহরের প্রান্তদেশের বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন অনন্তর ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া সহরে বাহির হইলেন নগরের দ্বারে আসিয়া ভাবিলেন ভিক্ষার্থে রাজদ্বারে যাইব কি না? কেন যাইব না? সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ইহাতে আর মান অপমান নাই এই স্থির করিয়া রাজপ্রাসাদের অভি-মুখে যাইতেছেন, এমন সময় রাজার কর্ণগোচর হইল যে কুমার অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন ইহা শ্রবণে তিনি

অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন যে সত্যই গৌতম সশিষ্য ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহার উজ্জ্বল মুখজ্যোতি দর্শনমাত্র অবিরল ধারায় রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রভু, কেন তুমি আমাদিগকে লজ্জিত করিতেছ, কেন তুমি উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছ। আমি কি এতগুলি সন্ন্যাসীর আহার যোগাইতে পারিতাম না?" গৌতম রাজার বিষণ্ণতা ও লজ্জিত ভাব দর্শন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমরা সন্ন্যাসিজাতি, এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তিই আমাদের ধর্ম্ম, ইহার জন্য আপনি আর কেন আক্ষেপ করিতেছেন?" তাঁহার এই কথায় রাজার চিত্ত প্রবোধ মানিল না। তিনি পুনরায় বলিলেন, "দেখ কুমার, আমরা রাজবংশসম্ভূত যোদ্ধা ও বীরতনয়। আমাদের বংশের কেহ কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে নাই।" গৌতম বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ও আপনার পরিবারস্থ লোকেরা রাজবংশজাত বলিয়া অভিমান করিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার জন্ম পূর্ব্বতন সন্ন্যাসী বুদ্ধগণ হইতে। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। পিতঃ, আমি সেই পিতৃদত্ত গুপ্তধন পাইয়াছি, তাহা আপনাকে উপহার দেওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তিনি পিতাকে ধর্ম্মের সার কথা বলিলেন। "ও বুদ্ধ হও নিদ্রিত থাকিও না। পবিত্র জীবনলাভে যত্নবান্ হও, যাহারা ধর্ম্মপথে বিচরণ করে তাহারা ইহকাল পরকালে পরমানন্দ সম্ভোগ করে। অতএব পাপ জীবন, পরিত্যাগ করিয়া সাধু জীবনের অনুসরণ কর, যাহারা সৎপথে থাকে তাহারা ইহামুত্র পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।" সামান্য কথায় বুদ্ধ একটি জীবন সত্য ব্যাখ্যা করিলেন, রাজা শুদ্ধোদন তাহা কিছুই বুঝিতে পারি-

লেন না। এই নশ্বর দেহ যেমন পার্থিব পিতৃসম্ভূত, তদ্রূপ সাধু আত্মা সকল পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। মহাপুরুষেরা শরীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধুতা, দৃষ্টান্ত, পবিত্র জীবন ও স্বর্গীয় গভীর প্রভাবে নিত্য ইহকালে জীবিত থাকেন। যোগ ভক্তি সমাধি ধ্যান প্রেম বৈরাগ্য চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম পুণ্য ও ত্যাগস্বীকার, এই স্বর্গীয় ধন তাঁহাদের জীবনবৃক্ষের সুস্বাদু ফল। মানবীয় আত্মার সহিত তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে। যখন তাঁহাদের সহিত আমাদের গভীর যোগ হয় তখন তাঁহারা আমাদের আত্মাতে একীভূত হইয়া যান, তখন তাঁহাদের সমুদায় ধন আমাদের আত্মাতে অবতীর্ণ হয়, তাঁহারা আমাদের আত্মাতে পরিণত হইয়া যান, সমুদায় স্বতন্ত্রভাব বিদূরিত হইয়া যায়। ভক্তেরা ভক্তিসাগরে, যোগিগণ যোগসমাধিতে মৎস্যের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। যখন আমরা ভক্তি কি যোগে মগ্ন হই, তখন আমরা তাঁহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া এক হইয়া যাই। ইহার নাম যথার্থ সাযুজ্যযোগ।

অনন্তর মহারাজ শুদ্ধোদন কুমারের কথায় কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্র স্বয়ং হস্তে লইয়া গৌতমকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তথায় পরিবারস্থ সমুদায় নরনারী ও দাসদাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি তথায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। যিনি ছিলেন রাজতনয় তিনি এখন ধর্ম্মরাজ হইয়াছেন, সুতরাং রাজশরীরে আত্মার স্বর্গীয় শোভা সংযুক্ত হওয়াতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত হইয়াছে। মস্তক কেশহীন, গাত্রে গৈরিক বস্ত্র, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, চরণদ্বয় উপানদ্বিহীন, কুমারের অঙ্গে আর কোন ভূষণ নাই, কেবল ধর্ম্মই একমাত্র অলঙ্কার

হইয়া নবীন সন্ন্যাসীর অনুপম জ্যোতি ও দিব্য লাবণ্যে দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিল মাতৃস্বসা ও বিমাতা গৌতমী ও অপরাপর রমণীগণ নিকটে আসিয়া অবিরল বেগে গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর এক একবার কুমারের প্রতি চাহিয়া দুই এক কথা বলিতে লাগিলেন ইহার মধ্যে কুমার চাহিয়া দেখিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে গোপা অনুপস্থিত সহচরীরা আসিবার সময় গোপাকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন "আমার যদি কোন মূল্য থাকে, যদি বাস্তবিক আকর্ষণ থাকে, তবে গুণধর স্বয়ং আমার নিকট আসিবেন আমার যাইবার প্রয়োজন নাই আমি ঘরে বসিয়াই তাঁহাকে ভালরূপে অভ্যর্থনা করিতে পারিব" বিশুদ্ধ প্রেম, তুমিই কি সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ? না তুমি তাঁহার অনুপম লাবণ্য তুমি মানব মানবীর অন্তরস্থ পবিত্র বন্ধন, তুমি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যোগ ভক্তির মিলন করিবার জন্য নর-নারীকে পরিণয়সূত্রে গ্রথিত কর তোমার অপার মহিমাগুণে এই দুই আত্মা পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একীভূত হইয়া যায় গৌতম সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন বটে, কিন্তু গোপার নির্ম্মল প্রণয় বিস্মৃত হয়েন নাই সহধর্ম্মিণী আসেন নাই বলিয়া তিনি দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য সমভিব্যাহারে তাঁর গৃহাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন প্রথমে তিনি শিষ্যদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিলেন যে যদি এই রমণী আমায় স্পর্শ করেন তবে তোমরা কোনরূপে বাধা দিবে না অনন্তর ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী গোপা দূর হইতে শ্মশ্রুহীন মুণ্ডিতকেশ গৈরিকবসনপরিধায়ী অনুপমকান্তি এক সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই দৌড়িয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন তাঁহার মনে

হইল যেন এক প্রজ্বলিত হুতাশনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, সে তেজ তাঃসহ আর তিনি মনে করিতে পারিলেন না যে গুণধর তাঁহার স্বজাতীয় লোক, কোন্ দেবাত্মজ এই ভাবিয়া তিনি গলদশ্রুলোচনে পদতল হইতে উঠিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ইতাবসরে রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রবধুর পক্ষ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত মনে করিলেন বলিলেন দেখ, তোমার পত্নী কেমন অন্তরের সহিত তোমায় ভাল বাসেন তুমি যে অবধি গিয়াছ তদবধি তিনি সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, একাহারে ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া কোনরূপে দিনপাত করেন বুদ্ধ যদিও বৈরাগ্যের নিয়মানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণপর্য্যন্ত কোন ললনার শরীরমাত্রও স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু পত্নী পদস্পর্শ করাতে তিনি কিছুমাত্র প্রতিরোধ করিলেন না কারণ এইরূপ করিতে দেওয়াতে তিনি তাঁহার চিত্তকে বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ করিলেন, সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মচক্রে ও নির্ব্বাণসাগরে আনয়ন করিলেন। সেই বিশুদ্ধ প্রেম আরও ঘনীভূত হইল বাস্তবিক গোপা গৌতমকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমে বিগলিত হইয়া গেলেন, সাত বৎসরের বিচ্ছেদযন্ত্রণা ক্ষণমাত্র দর্শনেই ভুলিয়া গেলেন কারণ সতীত্বে প্রকৃত বিরহ নাই, সাময়িক ও শারীরিক অদর্শন মাত্র হৃদয়ের স্পর্শমণি সদা অন্তরেই বিরাজমান থাকে, তাহার আর সঞ্চরমাণ ভাব নাই। একারণ উভয়েই উভয়ের মধ্যে শুদ্ধ স্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে কিছু গাঢ় প্রবাস করিলেন, রাজপরিবারস্থ অনেকের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল গৌতমীগর্ভজাত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকে প্রথমে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করেন একথা রাজার কর্ণগোচর হওয়াতে রোদন করিয়া রাজ্ঞীর নিকট গিয়া

আক্ষেপ করিতে লাগিলেন দেখ, আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, কে বা রাজ্য ভোগ করে, কেই বা বংশ রক্ষা করে, আর কেই বা পিণ্ডদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করে, এক গণ্ডুষ জল দেয় এমন লোক আর দেখি না শাক্যসিংহ আবার কিছুদিন পরে ভিক্ষার্থ রাজভবনে আসিয়াছেন এমন সময় গোপা রাহুলকে উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি পিতার নিকট গিয়া পৈতৃক ধন চাও " রাহুল এই কথা শুনিয়া বলিল, "মা, পিতা কে তাহাত আমি জানি না, আমি এক রাজাকেই চিনি কে আমার পিতা?" গোপা গবাক্ষের অন্তরাল হইতে অঙ্গুলি দ্বারা নিদর্শন করিয়া বলিলেন, ঐ যে উজ্জ্বলকান্তি সন্ন্যাসী দেখিতেছ, উনিই তোমার পিতা উঁহার অনেক ধন আছে উনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া অবধি উঁহাকে আর আমরা দেখি নাই। উঁহার নিকট গিয়া তুমি স্বীয় অধিকার প্রার্থনা কর বল গিয়া যে, পিতঃ, আমি তোমার পুত্র আমি এই বংশের প্রধান, অতএব আমাকে তুমি তোমার অধিকার দান কর " রাহুল মাতার নিকট এই কথা শিক্ষা করিয়া নির্ভয়চিত্ত ও সস্নেহ ভাবে পিতার নিকট পৈতৃক ধনের ভিখারী হইল, এবং বলিতে লাগিল, "পিতঃ, আমি তোমায় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি " বুদ্ধদেব তাহার কথায় বড় কর্ণপাত করিলেন না, কোন উত্তর না দিয়া আহারাদি করিয়া ন্যগ্রোধ উদ্যানে চলিয়া গেলেন, বালকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল নাছোড়বান্দা, আবার সেখানে গিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল

বুদ্ধ এতক্ষণ নিরুত্তর ছিলেন দেখিলেন যে শিষ্যগণের মধ্যে কেহই নিবারণ করিতেছে না তখন তিনি মনে করিলেন,

বালক পিতার নিকট সেই নশ্বর ধন চাহিতেছে যাহা অনর্থের মূল। কিন্তু আমি বোধিদ্রুমতলে যে সপ্ত রত্ন পাইয়াছি, আমি ইহাকে তাহারই অধিকারী করিব, ইহাকে আধ্যাত্মিক জগতের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইব ঐ নিরীহ দ্বাদশবর্ষীয় বালক ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না সে কেবল জননীর কথায় ধনের ভিখারী হইয়াছে, বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে ধনের কথা উল্লেখ করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতেছে তখন মুনিবর অন্তরঙ্গ শিষ্য শারিপুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এই বালকের মস্তকমুণ্ডন করিয়া দিয়া ইহাকে দলভুক্ত কর " পৃথিবীর পিতা মাতা অতি সাদরে ও সস্নেহে স্বীয় পুত্রকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ধন দিয়া থাকেন, কিন্তু শাক্য রাহুলকে এমন ধন দিয়া গেলেন যে আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইল তাহা এখনও ক্ষয় হয় নাই, কোন কালে ক্ষয় হইবারও নহে পিতা যদি স্বীয় তনয়কে সাধু ও অমর জীবন দিয়া যাইতে পারেন তবে তাহার বাড়া আর পৈতৃকধন কি আছে ? ।

এ দিকে রাজা শুদ্ধোধন কুমার রাহুলেরও মস্তক মুড়াইয়া দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন একে বৃদ্ধ, তাহাতে শোকানলে হৃদয় ভগ্ন ; বিশেষ একমাত্র আশাপ্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহাও আবার নির্ব্বাণ হইল, ইহা ভাবিয়া যৎপরো নাস্তি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন মনে মনে কুমারের প্রতি নিরতিশয় অপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে গিয়া বলিলেন, দেখ আমার একটী কথা রক্ষা করিতে হইবে, "পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত তুমি কোন সন্তানকে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত করিবে না " শাক্য বৃদ্ধ পিতার এই কথায় স্বীকৃত হইলেন পিতার অনুরোধ রক্ষা

করাতে রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তপোধন শাক্য এখানে যত দিন ছিলেন প্রায় পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন এখান হইতে তিনি পুনরায় রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন পথিমধ্যে অনোমা নদীতীরে অনুপ্রিয় নামক স্থানের চ্যুতবনে কিছু দিন বাস করিলেন এই স্থানটি তাঁহার অতিশয় প্রিয়, ভাবযোগে তাঁহার সকলই স্মরণপথে উদিত হইল এই স্থান হইতেই তিনি ছন্দককে বিদায় দেন এবং এই নদীতে অবগাহন করিয়া প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এই কারণে তথায় কয়েক দিন ধর্ম্মালাপ ও ধ্যানে অতিবাহিত করিলেন

তিনি যখন কপিলবস্তু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন আনন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ ও উপালী তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসে ঐ কালে রাজা শুদ্ধোদনের আর তিন সহোদর জীবিত ছিলেন, শুক্লোদন অমৃতোদন ও ধৌতোদন শুদ্ধোদন সর্ব্বসমেত চারিভ্রাতা শুক্লোদনের পুত্র আনন্দ ও দেবদত্ত অমৃতোদনের দুই পুত্র মহানাম ও অনিরুদ্ধ উপালী এক নরসুন্দরতনয় উপরিউক্ত চারি ব্যক্তিকে এই স্থানে দীক্ষিত করিয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত দিলেন কি আশ্চর্য্য মহাত্মা একবার দেশে গিয়া ঘরের প্রায় সমুদায় আত্মীয়গুলিকে বাহির করিয়া আনিলেন, এবং অনেকের চিত্তে এই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়া আসিলেন কি অদ্ভুত, যাঁহার ধর্ম্ম গভীর জ্ঞানপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক, তপঃসিদ্ধ, সেই ধর্ম্মের এমন কি আকর্ষণ ছিল যাহাতে মুগ্ধ হইয়া প্রভূত ধনসম্পত্তি স্ত্রী পুত্র ও পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া লোকে ব্যাকুল হইয়া তাহা অবলম্বন করিত, চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে এ প্রশ্ন সহজে উদয় হইতে পারে কিন্তু যখন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়,

তখন বেশ প্রতীত হয় যে যদিও নির্ব্বাণতত্ত্বের দার্শনিক অংশ কঠিন কিন্তু ইহার অপরাংশ বড় হৃদয়গ্রাহী ও সহজ। পবিত্রতা, শান্তি, অমরত্বলাভ, নিত্য আনন্দ, গভীর প্রেম ও জীবে দয়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবে লোকের চিত্ত অতিশয় তৃপ্ত ও সুখী হইত, অপিচ তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে লোকে আরও মুগ্ধ হইয়া যাইত। এমন প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া কে থাকিতে পারে? মত দার্শনিক রকম হইলেও সাধুজীবনের অপার মোহিনী শক্তি। পতঙ্গ যেমন স্বভাবতঃ অগ্নির দিকেই গতি সঞ্চালন করে, তদ্রূপ সংসারাসক্ত শান্তিবিহীন পাপদগ্ধ মনুষ্য সাধুজীবনরূপ শীতল জলে অবগাহন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। এই দ্বিবিধ কারণে লোকে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িত। আরও সেই সময়ে শুষ্ক ক্রিয়াকলাপমাত্রই ধর্ম্ম ছিল। পাপ, হিংসা, পশুবধ প্রভৃতি অতিশয় কদাচার প্রবল থাকাতে জীবনের শান্ত মনোহর সুখজনক পবিত্র ভাব ব্রাহ্মণাদি সাধারণ চিত্ত বড় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। বুদ্ধ তখন খুব আধ্যাত্মিক ভাবে শান্তি ও পবিত্রতার কথা প্রচার করাতে শ্রোতৃবর্গ সহজেই নূতন বলিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। এই কারণেই চিন্তাশীল জ্ঞানপ্রবণ আত্মা দলে দলে তাঁহার শরণাগত হইয়া সুখী হইত।

অনন্তর তিনি সশিষ্য রাজগৃহে দ্বিতীয় বর্ষবাস করিলেন। ঐ স্থান পর্ব্বতবেষ্টিত মনোহর বলিয়া তিনি বিশেষ অনুরাগের সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেন। অনাথপিণ্ডদ নামে এক ধনী যুবা বণিক্ রাজগৃহে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মধুর বচনাবলী শ্রবণমানসে শ্রাবস্তিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বুদ্ধদেব তৎকর্ত্তৃক আহূত হইয়া

অন্তেবাসিগণ সমভিব্যাহারে শ্রাবস্তিতে গমন করিলেন শ্রাবস্তি প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর, ইহা বারাণসীর উত্তর পশ্চিম প্রায় ৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ও নেপাল তরাইয়ের অন্তর্গত সেই সময়ে এই নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও কোশলরাজ প্রসন্নজিতের রাজধানী ছিল ইহার নিম্ন দেশে ঐরাবতী স্রোতস্বিনী বহমান থাকাতে ইহার শোভা ও বাণিজ্যের উন্নতি ছিল কনিংহাম সাহেব বলেন, ইহার বর্ত্তমান নাম সাহেত মাহেত, অধুনা ভগ্নাবশেষমাত্র অনাথপিণ্ডদ জেতবন নামে এক মনোহর উদ্যানে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন এই স্থানের বাহ্য দৃশ্য বড় সুন্দর বিধায় শাক্যমুনি এখানে বহু দিন কালাতিপাত করেন এই শ্রাবস্তি তাঁহার প্রধান বিহারের স্থান ছিল। বহু শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি এখানেই ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসকল শিক্ষা দিয়াছিলেন, মনোহর বক্তৃতায় অনেকের চিত্ত বিগলিত করিয়াছিলেন রাজা প্রসন্নজিৎ স্বয়ং এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় রাজ্যের অনেক প্রজাকে বৌদ্ধমতাবলম্বী করেন। তথাগত এই শ্রাবস্তিতে ক্রমান্বয়ে বর্ষার সময়ে চারি বার বিহার করিয়াছিলেন এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল গ্রন্থ ত্রিপেটকের প্রথম সূত্রসকল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং আত্মজ রাহুলকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অষ্টাদশবর্ষে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত করেন এবং মহারাহুলসূত্রবিষয়ে উপদেশ দেন রাহুল বিশেষ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্ববিষয়ে তিনি অনেক প্রশ্ন করিতেন, ধর্ম্মজ্ঞ তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন তৃতীয় বারে ঐ রাহুলকে যে উপদেশাবলী প্রদত্ত হয় তাহার নাম রাহুলসূত্র হইয়াছে বর্ষাকালে বহু শিক্ষার্থী এখানে একত্রিত হইতেন, এবং শিক্ষা ও সাধনতত্ত্ব অবগত হইয়া নির্ব্বাণের পরমরসাস্বাদন

করিয়া তৃপ্ত হইতেন বাস্তবিক শ্রাবস্তিই তাঁহার প্রধান বিহারভূমি ছিল এখান হইতে তিনি বৈশালীর মহাবন বিহারে বাস করেন তথায় উগ্রসেন নামে এক সামান্য যাদুকরকে স্বধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করেন ঐ ব্যক্তি নাকি চমৎকার দড়ি বাজি জানিত

ইত্যবসরে পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া অনতিবিলম্বে তিনি পুনরায় কপিলবস্তুতে আসিলেন উপস্থিত হইয়া দেখেন রাজা শুদ্ধোদন মুমূর্ষুপ্রায়, শোক তাপ ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ শীর্ণ তখন তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসর হইবে অন্তিম কালে গুণধর পুত্রকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশান্বিত হইলেন পর দিবস প্রাতে রাজা এই নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন বুদ্ধদেব স্বয়ং পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর শাক্যবংশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। কারণ গৃহের সমুদায় যুবা তনয় সন্ন্যাসী হইয়া সিদ্ধার্থের অনুসরণ করাতে সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া গেল যে কপিলবস্তু নগরের কত সমৃদ্ধি তাহা যেন তিমিরাবৃত শোকাচ্ছন্ন হইল, রাজগৃহ শোকবিলাপের ধ্বনিতে নিরন্তর শব্দায়মান হইতে লাগিল রাজপরিবারস্থ রমণীগণ নিতান্ত নিরাশ্রয়া অসহায়া হওয়াতে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে মহাবনবিহারে লইয়া আসিলেন প্রজাবতী গৌতমী, যশোধরা গোপা ও অপরাপর পুরবাসিগণ অনুরাগের সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন অনিরুদ্ধ মাতা নন্দ ও তাঁহার ভগ্নী রোহিণীও তাঁহাদের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ এই নারীগণের সতীত্ব, ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা বিষয়ে অতিশয় চিন্তিত হইলেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়তম আনন্দের অনুরোধে ইহাদিগকে লইয়া একটি অভিনব সন্ন্যাসিনীদল সংস্থাপন করিলেন স্বীয় পত্নী গোপা

তাহার প্রধান ও নেত্রীপদে অভিষিক্তা হইলেন এই বামা বৈরাগিণীদিগকে ভিক্ষুকা নামে অভিহিত করা হইল কি আশ্চর্য্য বিধাতার লীলা। শাক্যসিংহ যে ধর্ম্মানুরোধে গৃহের আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার সেই ধর্ম্মেতে সকলকেই পাইলেন স্ত্রী পুত্র ভাই ভগ্নী বিমাতা একে একে তাঁহারই শরণাগত হইলেন ছিল সংসার হইল স্বর্গপুরী. পার্থিব সম্বন্ধ বিদূরিত হইয়া অবশেষে পবিত্র বৈরাগ্যে তাঁহাদের সম্মিলন হইল। কি চমৎকার ব্যাপার। কোন মহাপুরুষের ভাগ্যে এরূপ অপরূপ সংঘটন আর দেখিতে পাওয়া যায় না আরও সুখের বিষয় এই যে, তাঁহার আত্মীয়েরাই প্রায় এ দলের প্রধান নেতা হইয়াছিলেন কি স্বর্গীয় যোগ. অনলে অনল মিশিল, প্রেমে প্রেম মিশিল, "সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে" যশোধরা গোপার হৃদয়নদী শাক্যের গভীর জীবনসমুদ্রে আসিয়া একীভূত হইয়া গেল কি অনুপম শোভা। স্বর্গীয় প্রেম দূরতা ও স্বতন্ত্রতা জানে না স্বামী স্ত্রী উভয়ে দুই প্রকৃতির আদর্শ হইলেন পুণ্যের যোগ, চন্দ্র সূর্য্যের মিলন বাহুলমাতা শাক্যমুনির প্রিয়তমা শিষ্যা মধ্যে পরিগণিতা হইলেন একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন যেন জ্বলন্ত পাবন এত সহজ পরিবার নহে? পুণ্যের অগাধজলধিতে সকলে মগ্ন হইলেন. ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ বিলুপ্ত হইয়া গেল

মুনিবর শাক্য পরে ইঁহাদিগকে মহাবন বিহারে রাখিয়া কৌশাম্বীর মকুল পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন এখন ইহাকে কোসম বলিয়া থাকে ঐ গিরি এলাহাবাদের পশ্চিম দক্ষিণ, বিন্ধ্যগিরির শাখা মাত্র ঐ স্থানে তিনি একাকী নির্জ্জনতাজনিত অপার ধ্যান সমাধির সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন বাস্তবিক বুদ্ধদেব

মধ্যে মধ্যে একা থাকিতে ভাল বাসিতেন ইহার গূঢ় অভিপ্রায় বেশ লক্ষিত হয় অনেক সময় জীবন কর্ত্তব্যস্রোতে ভাসমান হইয়া যায়, পৃথিবীর তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন অতলস্পর্শ গভীর আধ্যাত্মিক সমুদ্রে মগ্ন হইয়া যায়। মহাপুরুষেরা এক এক বার সমুদায় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অপার সাগরে ডুবিতেন এবং জীবনের অন্নপান সংগ্রহ করিতেন এ জন্য তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন এই ভাবে মকুলগিরি উপরি বিশ্রাম করিয়া শাক্য রাজগৃহে পুনরায় উপনীত হইলেন। বিম্বসার পত্নী রাজ্ঞী ক্ষেমা এই অবসরে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিলেন, অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ও সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনীর জীবন স্বীকার করিলেন এই ব্যাপারে রাজ্যমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল কুলের কুলবধূগণ সশঙ্কিত হইলেন, সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, কে এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া নগরবাসিনীদিগকে সন্ন্যাসিনী করিয়া দিতেছে ক্ষেমার ধর্ম্মগ্রহণে নবীনা গৃহিণীদের স্বামীরা এরূপ সাবধান হইতে লাগিলেন যে, ভিক্ষুগণের উপদেশে বৈরাগিণী হইয়া তাহারা চলিয়া না যায় এমন কি তৎকালে যেন ঘরে ঘরে বিভীষিকার ব্যাপার হইয়া উঠিল বুদ্ধদেবের উপদেশের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, মন দিয়া এক বার নির্ব্বাণতত্ত্ব শুনিলে সে আর গৃহে থাকিতে পারিত না বাজগৃহে তাঁহার এক শিষ্য অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা ভিক্ষাপাত্র লাভ করিয়াছে বলিয়া চতুর্দ্দিকে জনরব উঠিল, অনেকে ভীত হইয়া এই ধর্ম্মের শরণাগত হইতে লাগিল বুদ্ধদেব তাহা অবগত হইয়া তাহার পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন তিনি এ জন্য

বিশেষ সতর্ক হইলেন যে কোনরূপ প্ররোচনাতে যেন লোকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ না করে শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবে নির্ব্বাণলাভার্থ ভিক্ষুগণ তাঁহার শরণাগত হইলেই প্রকৃত কার্য্য হইবে, ইহা তিনি বিলক্ষণ বিশ্বাস করিতেন পর বৎসরে বর্ষাকালে তথাগত কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী সংসুমার পর্ব্বতে বিহার করিতে আসিলেন ঐ স্থানে নকুল ও মগালির পিতা মাতা তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করেন এখান হইতে তিনি দ্বিতীয় বার কৌশাম্বীতে যান মগালি ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অতিশয় বক্র প্রকৃতির লোক, সুতরাং কোন কারণে গৌতম ও আনন্দের বিষম বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল, সন্ন্যাসাশ্রম ভগ্ন করিবার উপক্রম করিল, বেশ দুই পক্ষ হইয়া দাঁড়াইল উভয়পক্ষ মধ্যে সহিষ্ণুতা ক্ষমা প্রেম সংস্থাপন করিতে তিনি যত্নবান্ হইলেন কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইল না বিধায় অগত্যা নিতান্ত দুঃখিত মনে তিনি একা পারিলেয়ক বনে চলিয়া গেলেন

এই স্থানে গ্রামস্থ লোকেরা নিভৃত বনে তাঁহার জন্য এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেয় ঐ স্থানে তিনি বর্ষার চারি মাস অবস্থিতি করেন এ দিকে ভিক্ষুগণ লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইয়া অবশেষে গুরুর সন্নিকট আসিয়া শরণাগত হইয়া পড়িলেন ও অতিকাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তাঁহারা আসিবা মাত্র দয়ালু গৌতম সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "যাহারা বিষয়ের তুচ্ছত্ব অবগত নহে তাহারা বিবাদ করিতে পারে, তাহাদের পক্ষেও একটু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে ব্যক্তি দূরদর্শী সুধীর প্রশান্ত জ্ঞানীর সঙ্গ পাইয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে সুখে বিহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার সঙ্গ ইহার বিপরীত, বরং অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন, তাহার পক্ষে একা থাকাই শ্রেয়ঃ। অতএব তোমাদের

সঙ্গে আর আমার প্রয়োজন নাই, আমি একাকী জীবন যাপন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিব, তোমরা আমার কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক ” তাঁহার এই নিতান্ত কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এই ভাব দেখিয়া শাক্যের হৃদয় দয়াতে দ্রবীভূত হইয়া গেল তখন তিনি তাহাদিগের সহিত শ্রাবস্তি নগরে উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে মগধে পুনরায় চলিয়া যান এখানে বীজবপকের আখ্যায়িকা দ্বারায় ব্রাহ্মণতনয় ভরদ্বাজকে স্বীয় পথে আনয়ন করেন এই ব্রাহ্মণের কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল, তিনি কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন একদা সিদ্ধার্থ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া ইহাঁর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তেজস্বী পুরুষ দেখিয়া গৃহের অপরাপর সকলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া সমাদর করিলেন, কিন্তু ভরদ্বাজ সন্ন্যাসী দেখিবামাত্র অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন গৃহ হইতে বহিঃ-প্রাঙ্গণে আসিয়া বলিলেন, ‘দেখ, শ্রমণ ঠাকুর আমি ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করি, তাই শস্য হয়, আর আহার করিয়া শরীর রক্ষা করি তুমিও যদি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া কর্ষণ কর ও বীজ বপন কর, তাহা হইলে সহজে আহার পাও, এরূপ দুঃখ পাইবার কোন প্রয়োজন নাই ” তদুত্তরে শাক্য বলিলেন, “ও হে ব্রাহ্মণ, আমিও যে কৃষিকার্য্য করি ও বীজ বপন করিয়া থাকি, তজ্জন্যই আহার উপস্থিত হয় ” তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিলেন, “বেশ তুমি বৈরাগী, তুমি আবার কৃষক কিরূপে? তোমার বলদ নাই, বীজও নাই, হলও নাই, তবে আর কৃষিকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে?” ইহা শুনিয়া শাক্য বলিলেন, “বিলক্ষণ, কেন বিশ্বাস আমার বীজ,

যাহা আমি মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিয়া থাকি, সাধুকার্য্য আমার জলসেচন ইহা যত করি তত ভূমি উর্ব্বরা হয়, জ্ঞান ও বিনয় আমার ফাল এবং আমার চিত্ত পরিচালক রশ্মি আমি ধর্ম্মরূপ হলমুষ্টি ধরিয়া আছি ব্যাকুলতাই আমার তাড়নী, পরিশ্রম আমার বলদ এইরূপে আমি কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকি, ইহাতে ক্ষেত্রজ অবিদ্যাকণ্টকতরুসকল বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎপরে নির্ব্বাণের অমৃতময় অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন হয় দেখ, এবংবিধ কৃষি কার্য্যে দুঃখের অবসান হয়" এই আখ্যায়িকার প্রত্যেক ভাব ভরদ্বাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল, কে যেন তাঁহার চিত্ত কাড়িয়া লইল, কি এক অপরূপ ভাব তাঁহার আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল ব্রাহ্মণ আর আত্মস্থ থাকিতে পারিলেন না, তদণ্ডেই জীবন বুদ্ধের চরণে সমর্পণ করিলেন এবং কৃষিকার্য্য ও বলদ হল ছাড়িয়া ভিক্ষুর নূতনবিধ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন

শাক্যসিংহ পুনরায় বর্ষা ঋতুতে চালিয গ্রামে মাসত্রয় বাস করিয়া শ্রাবস্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন পরে কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধ বনে গিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করেন তথায় মহানাম নামে তাঁহার অপর এক খুল্লতাতপুত্র পিতা শুদ্ধোদনের রাজত্বের অধিকারী হইয়া রাজকার্য্য করিতেন, তাঁহার সুমধুর উপদেশ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। এই বার শাক্যরাজ্য একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল, আর বংশের মধ্যে কেহই উত্তরাধিকারী রহিল না কথিত আছে, যশোধরা গোপা সন্ন্যাসিনী হওয়াতে দণ্ডপাণি শাক্যের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত দিয়াছিলেন এই পাপে নাকি তিনি সবংশে উৎসন্ন হইলেন

এখান হইতে আলবী হইয়া রাজগৃহে আবার কিছু দিন বিহার করত বেণুবনবিহারে চারি মাস অতিবাহিত করেন। তথায় এক দিবস তিনি দেখিলেন যে, এক শিকারী ব্যাধ জাল বিস্তার করিয়া এক মৃগ ধরিয়াছে। বুদ্ধদেব বড় দয়ার্দ্র চিত্ত ছিলেন, জীবের ক্লেশ কোন প্রকারে দেখিতে পারিতেন না, সুতরাং আস্তে আস্তে ঐ মৃগকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া এক তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। ঐ ব্যাধ দূর হইতে সমুদায় দেখিতেছিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা ধ্যানাবস্থায় সংজ্ঞাহীন শাক্যের শরীর স্পর্শ না করিয়া ভূপতিত হইল। অতঃপর ঐ ব্যাধ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শাক্য তখন ধ্যানভঙ্গ করিয়া তাহাকে দয়া ও প্রেমের কথা বলিতে লাগিলেন, সে তখন চিত্রার্পিতের ন্যায় হতভম্ব হইয়া শুনিতে শুনিতে অবশেষে তাঁহার শরণাগত হইল। উহারা সপরিবারে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীচবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তৎপরে তথাগত শ্রাবস্তিতে গিয়া আবার কিছুকাল বিশ্রাম করেন। প্রথমে বুদ্ধ স্বয়ং ভিক্ষার্থ দ্বারে দ্বারে যাইতেন, কিন্তু শেষে নিতান্ত বয়োধিকত্ব বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার এক শিষ্য তাঁহার জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিত। কিন্তু এ ব্যক্তি তাহাতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া স্বীয় গুরুদেবকে বড় অবমাননা করিত। ইহা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য জানিয়া শাক্য অতঃপর আনন্দকেই তাঁহার নিতান্ত অনুগত সঙ্গী করিলেন। আনন্দ ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কিছু কাল পরে দূরতর স্থান ভ্রমণের ইচ্ছা হওয়াতে শাক্যসিংহ দক্ষিণ ও দেশ পর্য্যটন করিয়া আসিলেন। রাজগৃহ ও

শ্রাবস্তি এই দুই বিহার তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল অধিকাংশ সময় তিনি এই দুই বিহারে প্রবাস করিতেন

একদা সিদ্ধার্থ রাজগৃহে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার এক শিষ্য দেবদত্ত তথায় রাজা বিম্বসারতনয় অজাতশত্রুর সহিত মিলিত হইয়া তৎসাহায্যে এক বিহার নির্ম্মাণ করত এক স্বতন্ত্র দল সংস্থাপন করিতে উদ্যত হয় দেবদত্ত আনন্দের সহোদর ও শাক্যের আত্মীয় ভ্রাতা ঐ ব্যক্তির প্রকৃতি তত বিশুদ্ধ ছিল না, বিশেষতঃ কিছু স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হওয়াতে স্বয়ং এক জন গুরু ও নেতা হইবার বাসনা করিত গৌতম বেণুবনবিহারে আছেন শুনিয়া দেবদত্ত তাঁহারই নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার অধীনে স্বতন্ত্র সন্ন্যাসাশ্রম স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি এবং আপনার বৈরাগ্যপ্রণালী অপেক্ষা আমি কঠিনতর শাসনপ্রণালী ও পবিত্র তানুসারে সন্ন্যাসীদিগকে পরিচালিত করিতে অভিলাষ করি কিন্তু তিনি তাহার কথায় সম্মতি না দেওয়াতে দেবদত্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহিভাবে চলিয়া গেল ঐ দুষ্টমতি অবশেষে অজাতশত্রুর প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া গর্হিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হইল না কথিত আছে, দেবদত্তের কুমন্ত্রণায় অজাতশত্রু পিতা বিম্বসারকে হত্যা করিয়া মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। সুগত যত দিন জীবিত ছিলেন, ঐ হতভাগ্য পাপমতি তাঁহার জীবনবিনাশের জন্য তিন বার প্রয়াস করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই তিনি বর্ষার সময় যখনই এই বেণুবনবিহারে আসিতেন, তখনই ঐ দুষ্ট শিষ্য তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে অবমাননা করিত, এবং তাঁহাকে আসিয়া বলিত যে, "ভিক্ষুদিগের এই প্রধান ধর্ম্ম যে, তাহারা নগরের দূরবর্ত্তী অনাচ্ছাদিত প্রান্তরে শয়ন ও

অবস্থান করে, এরূপ বিহারে থাকা কখন উচিত নহে পরিত্যক্ত চীবখণ্ড পরিধেয় হওয়া কর্ত্তব্য, নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া অথবা বিহারে প্রদত্ত অন্ন না লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াই জীবন ধারণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, এবং শুদ্ধসত্ত্ব শ্রমণের পক্ষে মৎস্য মাংস একেবারে নিষিদ্ধ! অতএব আপনি এইরূপ নিয়মে কেন চলেন না?" তদুত্তরে শাক্য বলিলেন, "স্থানবিশেষে এরূপ নিয়ম রক্ষিত হইতে পারে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসিগণের পক্ষে অবশ্যপালনীয়রূপে নির্ণীত হওয়া নিষ্প্রয়োজন বিশেষতঃ যুবা ও কোমল প্রকৃতির সন্ন্যাসীরা এই কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে অক্ষম ভিক্ষু ঔদরিক না হন, এতদ্ভিন্ন আহারের প্রতি এত বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক নাই দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে যেরূপ খাদ্য প্রচলিত, ভিক্ষু তাহাই গ্রহণ করিবেন নির্ব্বাণপ্রার্থী সন্ন্যাসীর পবিত্র হওয়াই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তরুতলে বা গৃহবাসে, পরিত্যক্ত ছিন্ন বা ধনিপ্রদত্ত নব বসন পরিধানে, মৎস্য মাংস ত্যাগে বা গ্রহণে কিছু আসে যায় না দেখ এই সকল বিষয়ে এত কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিলে নির্ব্বাণের পথে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে অতএব এইরূপ একবিধ নিয়ম করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না কারণ কেহ দুর্ব্বল, কেহ সবল, কেহ বা কোমলস্বভাব, কেহ কঠোর প্রকৃতি, কেহ কষ্টসহিষ্ণু, কেহ বা তত সহিষ্ণু নহে, সুতরাং নির্ব্বাণপ্রার্থীর পক্ষে বাহ্য বৈরাগ্যসাধনে এত কঠোরতায় উপকারিতা নাই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও সাধন নিতান্ত কর্ত্তব্য।" দেবদত্ত ধর্ম্মরাজ গুরুর এই কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল, এবং শেষে নিজে এক স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া কতকগুলি সন্ন্যাসী ও শ্রমণদল

গঠন করিয়া কিছু দিন ধর্ম্মসাধনের ভাণও করে, প্রচারও করে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইহার লীলা সংবরণ করিতে হইয়াছিল রাজা [illegible] কেবল নামে বৌদ্ধ ছিলেন গৌতমের মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে ইনি শ্রাবস্তি অধিকৃত এবং কপিলবস্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন

এইরূপে বোধিসত্ত্ব প্রায় ৪৪ বৎসর প্রচার করিয়াছিলেন তিনি সমুদয় মগধ অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান এবং দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বৎসরের মধ্যে আট মাস পর্য্যটন করিতেন ও চারি মাস এক স্থানে পর্ণকুটীরে অবস্থিত করিয়া উপদেশ দিতেন বর্ষাকালে চাতুর্মাস্যের সময় প্রায়ই লোকেরা প্রায় উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিত, সেই অবকাশে খুব মধুর বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন

অনন্তর তিনি সর্ব্বশেষে বৈশালীতে সমাগত হন [illegible] সহকারে উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে এই বিবেচনায় এক দিন তথায় [illegible], স্থানীয় ভিক্ষু, শ্রমণ ও শ্রাবকদিগকে সমবেত করিয়া এই উপদেশ দিলেন 'হে ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা কর, সাধন কর, পূর্ণ হও, নির্ব্বাণ লাভ কর যে ধর্ম্ম আমি প্রকাশ করিয়াছি তাহা ইতস্ততঃ প্রচার কর এই পবিত্রতা ও নির্ব্বাণধর্ম্ম যেন চিরস্থায়ী হয়, শত শত নরনারী সুখী ও কল্যাণের জন্য ইহাতেই যেন নিত্যকাল স্থিতি করে। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে শান্তি বিস্তার ও দুঃখ অবসান করিতেই যেন এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয় হে ভিক্ষুগণ অল্প দিনের মধ্যেই তথাগত ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন মাসত্রয়ের

ভিতর তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমার বয়স পূর্ণ হইয়াছে, জীবনের কার্য্যও শেষ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমি এখন তোমাদিগকে রাখিয়া যাইতেছি, এখন তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে চাই। ভিক্ষুগণ, অনুরাগী ধ্যানপরায়ণ ও পবিত্র হও, প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালনে দৃঢ়তর হও। স্বীয় অন্তরের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখ। যে অনুরাগের সহিত এই ধর্ম্মের অনুসরণ ও সাধন করিবে, সেই জীবনসাগরের পার হইবে এবং দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবে।”

স্থবিরগণ তাঁহার শেষোক্তি শ্রবণমাত্র বিস্ময়ান্বিত ও স্তম্ভিত হইলেন, এবং সকলে ম্রিয়মাণ হইয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরে গম্ভীরপ্রকৃতি সুগত একান্তে নিকটে কাশ্যপকে ডাকিয়া বলিলেন যে, “দেখ, তোমার সহিত আমি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিব, তোমাতে আমি এবং আমাতে তুমি, এই ভাবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে নিত্য অবস্থান করিব, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সকলের পরিচালক হইয়া থাকিবে।” কাশ্যপ তখন নিতান্ত দীনভাবে বিনয়ের সহিত তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। কি চমৎকার! তিনি আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন করিয়া বিচ্ছেদজনিত ক্লেশ হইতে শিষ্যাদিগকে মুক্ত করিলেন। এইত প্রকৃত যোগ, ধর্ম্ম ও প্রেমে যে যোগ স্থাপিত হয় তাহা কদাপি বিচ্ছিন্ন হয় না। পাছে শিষ্যগণ তাঁহার অদর্শনে দুর্ব্বল ও সাধনহীন হইয়া পড়ে, এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলেন।

অনন্তর তিনি বৈশালী হইতে কুশী নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পাবা গ্রামে চণ্ড নামে নীচ জাতির গৃহে আতিথ্য-সৎকার গ্রহণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি আত্মবৎ সেবা করিবে বলিয়া

াকবের মাংস ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল তাঁহার ভিক্ষার াই এক প্রধান নিয়ম ছিল যে, দাতা যাহা দিত তাহাই আশীর্ব্বাদ াব্বক গ্রহণ করিতেন কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ তাঁহাকে াংসাদি আহার করাইত না তবে তাঁহার কোন স্পষ্ট নিষেধও ছল না চণ্ডের সেই মাংস অন্ন গ্রহণ করিয়া শাক্য সিংহ কিঞ্চিৎ পীড়াগ্রস্ত হইলেন, উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন; পথে াইতে যাইতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, চলচ্ছক্তি রহিত হইল, তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন পরে কুকুষ্টা নদী তীরে উপবেশন াবিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন আনন্দ জল পান করাইয়া তাঁহাকে কতকটা সুস্থ করিলেন পরে নদীতে অবগাহন করিয়া তিনি বরং সবল হইয়া বেশ আরাম পাইলেন এইরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া কুশী নগরের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে উপস্থিত হইলেন তথায় গিয়া তিনি বেশ বুঝিলেন যে মৃত্যু তাঁহার আসন্ন তখন তিনি শান্ত মনে ভাবিতে লাগিলেন যে চণ্ডের প্রদত্ত আহার্য্য আমার এই সাংঘাতিক পীড়ার কারণ তাহাতে তিনি কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ বা ভীত হইলেন না, বরং শান্ত ও ধীর থাকিয়া তাহারই শুভ চিন্তনে দয়ার্দ্র হইলেন চণ্ড যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে সে আপনাকে তিরস্কার করিয়া আত্মঘাতী হইবে এবং অপরে আমার মৃত্যুর কারণ অবগত হইলে গরিব চণ্ডকেই সকলে ভর্ৎসনা করিবে; এই ভাবিয়া তিনি আনন্দকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, তুমি চণ্ডকে বলিও যে তোমার জন্মান্তরে বিশেষ পুরস্কার লাভ হইবে, কারণ তোমারই অন্নে সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন পৃথিবীতে দুই ব্যক্তি তাঁহার যথার্থ হিতকারী বন্ধু, সুজাতা ও চণ্ড সুজাতার প্রদত্ত অন্নে বোধি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে জীবন রক্ষিত

হইয়াছিল, আর চণ্ডের ভিক্ষাতে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন ”
সুগত চণ্ডের প্রতি কি অপার ক্ষমা দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন
পাছে তাহার হৃদয় দুঃখিত হয়, তজ্জন্য কত সান্ত্বনা ও মধুর বচনে
প্রবোধ দিলেন তিনি জীবন ও মৃত্যু দুই সমান ভাবে নিরীক্ষণ
করিতেন ভাবিয়া দেখিলেন যে, এই ত আমার অন্তিমকাল,
এখন জীবনের কিছু গূঢ় কথা বলিয়া যাওয়া আবশ্যক বিধায় প্রিয়
শিষ্য আনন্দকে কাছে বসাইয়া তিরোভাব হইলে কিরূপে তাঁহার
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি হইবে তাহার বিশেষ বিবরণ বলিয়া দিলেন
অপিচ ভিক্ষুকী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, দেখ ইহা
দের মধ্যে শুদ্ধতা ও বৈরাগ্য যাহাতে প্রবল থাকে তদ্বিষয়ে সর্ব্বতো
ভাবে যত্ন করিবে স্থবিরগণের সহিত সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধ ও
ব্যবহার বিষয়েও অনেক গভীর কথা আনন্দকে শেষ উপদেশ
দিলেন নারী শিষ্যদিগের সম্বন্ধে তিনি যে সকল নিয়ম ও সাধন
নিরূপণ করিয়াছেন তাহা যেন বিশেষরূপে প্রতিপালিত হয়
স্থবির ও ভিক্ষুসকল যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, ইহার
একটি নিয়মও যেন অন্যথা না হয়, তিনি দৃঢ়রূপে এ বিষয়ে সাবধান
করিয়াছিলেন

তাঁহার এই বাক্যাবসানে আনন্দ নিতান্ত ভগ্নোদ্যম ও অবসন্ন
হইয়া পড়িলেন এবং একান্তে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন
হায়! এখনো ত আমি পূর্ণ হই নাই, আমার সিদ্ধলাভের এখনো
কিছু অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে ত ভগবান্ লোকনাথ গুরুদেব
আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন? তিনি যে আমায়
বড় ভাল বাসিতেন, আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন এইরূপ
রোদন করিতে করিতে আনন্দ অস্থির হইয়া গেলেন, তাঁহার নয়ন

অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল, গুরুদেবের প্রেম ও স্নেহ স্মরণে হৃদয় উথলিত হইতে লাগিল, শোকাবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল আনন্দ অতিশয় কোমল প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন, এবং শাক্যের প্রিয় ও অনুগত ছিলেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশ আনন্দের হৃদয়ে যেন জলন্তভাবে মুদ্রিত হইত। তিনি গুরুর প্রত্যেক কথার অনুসরণ করিতে যত্নবান্ ছিলেন আনন্দ নির্জ্জনে গিয়া রোদন করিতেছেন, গৌতম ইত্যবসরে দেখিলেন আনন্দ নিকটে নাই তাঁহার রোদনধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া এক শিষ্যের দ্বারা ডাকাইয়া আনিলেন, অনেক সান্ত্বনা ও নির্ব্বাণের আশা দিয়া বলিলেন "আনন্দ, আমি ত তোমায় সংসারের অনিত্যতাবিষয়ে অনেকবার বলিয়াছি দুঃখিত হইও না, বিলাপ করিও না আমি কি তোমাকে বলি নাই যে আমরা অত্যন্ত প্রিয়তম ও সুখকর বিষয় হইতেও বিচ্ছিন্ন হইব? দেখ, এই অবনীমণ্ডলে যে কোন জীব প্রেমে সম্মিলিত হউক না, কেহই বিচ্ছেদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না আনন্দ, তুমি আমার সহিত অনেক দিন হইতে আছ, আমার অতিশয় প্রিয় নিকটস্থ, তুমি সেবা ও দয়া চরিত্র, ধ্যান ও কথায় আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ তুমি নিয়ত সৎকার্য্য করিয়াছ, এখন সাধনে দৃঢ় ও অধ্যবসায়ী হও, তবে অজ্ঞানতার শৃঙ্খল যে জীবনতৃষ্ণা তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে" অতঃপর অপরাপর শিষ্যের প্রতি চাহিয়া আনন্দের দয়া ও আত্মদৃষ্টি উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিলেন

যে দিন তিনি এই নশ্বর ধূলিময় দেহ পরিত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্ব্ব রজনীতে কুশীনগরস্থ সুভদ্র নামে এক দার্শনিক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলেন আনন্দ

এই ভয়ে ব্রাহ্মণকে গুরুদেবের নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন যে পাছে অনেকক্ষণ কথোপকথনে রোগ বৃদ্ধি হয় ও কাতর হইয়া পড়েন। এ দিকে বুদ্ধদেব তাঁহাদের কথা শুনিয়া জানিতে পারিয়া সুভদ্রকে নিকটে ডাকিলেন ব্রাহ্মণ তদবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শেষ ছয় জন গুরু কি সমুদায় বিষয় জানিতেন, অথবা কতক অংশ জানিতেন, কিংবা কিছুই জানিতেন না তিনি বলিলেন, "দেখ এখন এ বিষয় চর্চ্চা করিবার সময় নহে তুমি শ্রবণ কর, আমি আমার ধর্ম্মের তত্ত্ব তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছি" এই বলিয়া তিনি মুক্তি ও নির্ব্বাণ বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিলেন যাহা আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না অষ্ট প্রকার পবিত্রতা সাধনের মার্গও বুঝাইয়া দিলেন নির্ব্বাণের প্রথম শুদ্ধি ও অন্তে প্রেম, এই শেষ কথা বলিয়া তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন সুভদ্র তাঁহার এই উপদেশে ঐ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন

ভগবান্ শাক্যসিংহ ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন দেখিয়া তখন তিনি আনন্দ প্রভৃতি ভিক্ষু ও স্থবিরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা মনে করিও না যে আমার কথা নিঃশেষিত হইল, গুরুদেব ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন, আর আমাদের কেহই নাই আমার প্রচারিত ধর্ম্ম উপদেশ ও সাধনপ্রণালী তোমাদের চির উপদেশার্থ নেতা হউক, ভিক্ষুগণ, এই সময় তোমাদের কাহারো কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে তবে বল ধর্ম্ম বা মার্গে অথবা সাধুতার বিষয়ে প্রশ্ন থাকিলে মীমাংসা করিয়া লও, আর আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে না, এখন শেষ অবস্থা পুনরায় বলিতেছি এই শুভ মুহূর্ত্ত" এই কথা বলিয়া তিনি কিছু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, কিন্তু সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল দেখিয়া

তিনি মনে করিলেন, ইহারা নির্ব্বাণের চরম সাধনে উপনীত হইয়াছে কিন্তু তথাপি স্নেহ ও প্রেম বশতঃ স্থির থাকিতে পারিলেন না সেই মৃত্যুশয্যা হইতে পুনরায় বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ। আমার শেষ উপদেশ, স সারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, অতএব নির্ব্বাণকামনায় যত্নশীল হও" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন, একেবারে সংজ্ঞা রহিত হইলেন

হায়! সুগত বহুশিষ্যপরিবেষ্টিত হইয়া অশীতি বৎসর বয়সে শুক্লপক্ষে বিশাল শালবৃক্ষতলে কুশী নগরে অন্তর্হিত হইলেন ৫৪৩ খ্রীঃ পূর্ব্বে ৫০০ শত শিষ্য রাখিয়া শাক্যসূর্য্য অস্তমিত হইলেন যিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পরসেবা ও নির্ব্বাণপ্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, যিনি আপনার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া পরকে সুখী করিবার [illegible] প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার অদর্শনে ও বিচ্ছেদে সাধারণ ভিক্ষুগণ অস্থির হইয়া পড়িলেন তাঁহাদের বিলাপ ও খেদোক্তিতে যেন গগন আচ্ছাদিত হইল, বনের পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদিও যেন সমদুঃখী হইল, কিন্তু অর্হদ্গণ বিচ্ছেদ অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া শোকাবেগ সংবরণ করিলেন অতঃপর সকলে সুস্থির হইয়া চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃত দেহ নব বস্ত্রে আবৃত করিয়া স্থাপিত করিলে মহাকাশ্যপ ও অপরাপর পাঁচ শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চরণবন্দনা ও স্তব স্তুতি করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন অসার নশ্বর শরীর ক্ষণেকের মধ্যে ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশেষ হইল ভিক্ষুসমূহ সেই ভস্মরাশি ধাতুময় পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুষ্প তদুপরি আচ্ছাদিত করত নৃত্য গীত করিতে করিতে নগর মধ্যে আনয়ন করিলেন। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত

সপ্ত দিবস রক্ষিত হইল পরিশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উথ দ্বীপ, পাওয়া এবং কুশী নগর, এই আট স্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি আটটি স্তূপ নির্ম্মিত করা হইল মহাসত্ত্ব বুদ্ধদেবের প্রতি লোকের এতাদৃশী ভক্তি ও অনুরাগ হইয়াছিল যে সেই সময়ে তাঁহার দন্ত ও কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ

অভিধর্ম্মচিন্তামণি ও সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামক পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে বোধিমার্গের বিষয় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে প্রথমতঃ এক আদি বুদ্ধ আছেন, তিনি অনাদি, অনন্ত, চিৎস্বরূপ, অশরীরী, মূলাধার ও সকলের কারণ তাঁহা হইতে পাঁচটি বুদ্ধ প্রসূত হয়, তাঁহারা আদি অন্তের অধীন ইহাঁরা পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মনের সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ পাঁচ আত্মস্বরূপ হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন জাতি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানব মানবীর রচনা বোধিসত্ত্বদিগের ক্রিয়া এবং তাঁহারাই শাসনকর্ত্তা ফলতঃ জড় ও সচেতন জগৎ এই পঞ্চ বুদ্ধ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে ষষ্ঠ বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব আদি বুদ্ধ হইতে সম্ভূত হইয়া মানবের চিত্ত, ভাব ও বেদনা গঠন করিয়া থাকেন রত্নপাণি, বজ্রপাণি, সমন্তভদ্র, পদ্মপাণি ও বিশ্বপাণি, এই পঞ্চ বোধিসত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে বিশ্বের স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিয়া থাকেন বর্ত্তমান যুগের শাস্তা ও পাতা পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট।

বুদ্ধবচনসার।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কি বিশুদ্ধ নীতিই প্রচারিত হইয়াছিল যখন পৃথিবীর চারি দিক্ পাপ ব্যভিচার পশুব্যবহার ও অপবিত্রতায় আচ্ছন্ন, তখন বুদ্ধদেব অতি বিশুদ্ধ নীতি ও কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করিলাম

লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেবলম্
যে জন্তবো গতক্লেশা বোধিসত্বানবেহি তান্
সাগসেঽপি ন কুর্ব্বন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে
বোধিং স্বস্যৈব যচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমা

ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল জীব গত ক্লেশ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান অপরাধ করিলেও যাঁহারা ক্রোধ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমা-গুণে উপকার করেন এবং অপরকে আত্মজ্ঞান অর্পণ করেন তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত

দশাজ্ঞা।

সাধারণের প্রতি

জীবহিংসা করিও না, চুরি করিও না, পরদার করিও না, এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না

ভিক্ষুগণের প্রতি।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করিবে, নাট্য ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকিবে, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন অনুচিত, রৌপ্য ও স্বর্ণ গ্রহণ নিষিদ্ধ

—

ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য।

দেব জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবতা মানবগণের বিবিধ সুখকর ও প্রিয়তম কর্ত্তব্য আছে, হে প্রভো, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও সুখকর সৎক্রিয়া কি, প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কি তাহা প্রকাশ করুন

বুদ্ধ বলিলেন,

১ অজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননীয় ব্যক্তিকে সম্ভ্রম করা পরমধর্ম্ম।

২ নিয়ত শান্তিধামে বাস, পূর্ব্ব জন্মে সাধুতা উপার্জ্জন এবং হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা পোষণ করাই পরমধর্ম্ম

৩। গভীর আত্মদৃষ্টিশিক্ষা, আত্মসংযম ও প্রিয় বচন পরম ধর্ম্ম।

৪ পিতা মাতার সেবা করা, স্ত্রী পুত্রকে সুখী করা ও শান্তির অনুসরণ করাই পরমধর্ম্ম

৫ দুঃখীকে দান, পবিত্রভাবে জীবন যাপন, আত্মীয়গণের সাহায্য দান, অনিন্দিত কার্য্যই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য

৬। পাপ হইতে বিরত থাকা ও তৎপ্রতি ঘৃণা, মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ও সৎকার্য্যে পরিশ্রান্ত না হওয়াই মানবের ধর্ম্ম

৭ শ্রদ্ধা, বিনয়, সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময় ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ প্রকৃত শান্তি

৮। কষ্টসহিষ্ণু ও দীনাত্মা হওয়া, সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করা যথার্থ সুখ

৯ আত্মবশ ও পবিত্রতা, উচ্চ সত্য জ্ঞান ও নির্ব্বাণ উপলব্ধি জীবের একান্ত কর্ত্তব্য

১০ জীবনের পরিবর্ত্তন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে যাহার চিত্ত বিচলিত না হয় এবং যে হৃদয় শোক দুঃখ ও ইন্দ্রিয় অতীত ও স্থির তাহার ধর্ম্ম উচ্চ ধর্ম্ম

১১ প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা পর্ব্বত সমান অটল ও প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা নিরাপদ তাঁহারাই প্রকৃত সাধু

বিবিধ।

নর নারীর তাহাই প্রকৃত ধন যাহাতে প্রেম ও সাধুতা আত্মনিগ্রহ ও সমভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা পবিত্র মন্দিরে, বৌদ্ধ ধর্ম্মশালায়, অথবা ব্যক্তিবিশেষে অপরিচিত জনে, পর্য্যটকে লক্ষিত হয়, যাহা পিতা মাতা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতার সর্ব্বস্ব, যে ধন গুপ্ত ও নিরাপদ, যাহা কদাপি নশ্বর নহে, মনুষ্য মৃত্যুকালে পৃথিবীর অতুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যে ধন স্বর্গে সঙ্গে লইয়া যায়, যে ধন কাহার অন্যায় করে না, যাহা চোর চুরি করিতে পারে না অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করুন সেই ধন সহজেই উপার্জ্জিত হইবে।

এই ভূমণ্ডলে ঘৃণা দ্বারা কদাপি ঘৃণা পরাস্ত হয় না কিন্তু প্রেমের দ্বারা ঘৃণা পরাস্ত হইয়া যায়

যেমন ভগ্ন কুটীরে বৃষ্টি নিপতিত হয় তদ্রূপ অশাসিত চিত্তে ইন্দ্রিয় প্রবিষ্ট হয় নির্ব্বোধ মূর্খ লোকেরাই অসার বস্তুর অনু

সরণ করিয়া থাকে হে ভ্রান্ত মনুষ্য সকল, অসার অনিত্য পদার্থের অনুসরণ করিও না ও কামসুখের শরণাগত হইও না সাধুলোক অনুরাগকেই তাঁহার পরম ধন জ্ঞান করেন

ধ্যানস্থ অনুরাগী অপার আনন্দ সম্ভোগ করেন কারণ তিনি এক অনুরাগবলে অসারতা ও অহঙ্কার বিনাশ পূর্ব্বক জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন জ্ঞানী অজ্ঞানী পাপীকে নীচ বলিয়া জানেন তিনি গভীর ও শান্ত হইয়া পৃথিবীর জন-কোলাহল তুচ্ছ করেন, যেমন গিরিশিখরস্থ নিম্নভূমিস্থ জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে

ধ্যানহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে অনুরাগী যোগীই শ্রেষ্ঠ নিদ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহারাই সদা জাগ্রৎ জ্ঞানীই উন্নতির পথে নিয়ত বিচরণ করেন, অজ্ঞানী পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, যেমন বলবান্ অশ্ব দুর্ব্বল ঘোটকের অগ্রে চলিয়া যায়

মনকে বশীভূত করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য, তাহাকে বশে রাখা বড় কঠিন, কারণ ইহা ক্ষণমুহূর্ত্তে কোথায় দৌড়িয়া যায় ও কোথায় গিয়া নিবৃত্তি হয় তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। অতএব সংযত চিত্তই নিত্যসুখবাহক

শত্রু আপন শত্রুর প্রতি, ক্রোধী অপর ক্রোধান্ধের প্রতি, দোষী অপরাধীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না কেন তাহা অত্যন্ত পাপ বৈ আর কিছুই নহে কিন্তু যেমন মধুমক্ষিকা কাহারো অনিষ্ট করে না, এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায় অথচ তাহার সৌরভ বা সৌন্দর্য্যের হানি করে না, কেবল অমৃত গ্রহণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও এই ভূমণ্ডলে অবস্থিতি

করিতে হইবে তিনি কেবল মধু সঞ্চয় করিবেন, অথচ তাঁহার দ্বারা কাহারো অনিষ্ট হইবে না

চিন্তাহীন মানব এই লোকে কার্য্য করিয়া অকৃতকার্য্যতা প্রাপ্ত হয় অথবা তাহা শেষ না হইতেই পরিত্যাগ করে কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বদা দেখা উচিত কোন্ কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইয়াছে কি তাঁহার অকৃত পড়িয়া আছে

যে ব্যক্তি মুখে সাধু ও মিষ্ট কথা বলে অথচ তদনুরূপ কার্য্য না করে তাহার জীবন সৌরভবিহীন সুন্দর পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল

যত দিন পাপ অত্যন্ত ভীষণরূপ ধারণ করিয়া বাহিরে প্রকাশিত না হয়, তত দিন নির্ব্বোধ লোকে মনে করে ইহা সুখের কারণ, কিন্তু যখন তাহা পরিপক্ক হয় তখন সে অশেষ ক্লেশ পায়।

এক ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র লোককে জয় করিতে পারে বটে কিন্তু যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর

পাপকে সামান্য লঘু জ্ঞান করা উচিত নহে যদি কেহ মনে মনে চিন্তা করে যে পাপ আমায় পরাস্ত করিতে পারে না তবে তাহার নিতান্ত ভ্রান্তি কারণ কোন জলপাত্রের এক দেশে বিন্দুমাত্র ছিদ্র থাকিলে তাহা ক্রমে ক্রমে জলে পূর্ণ হইয়া নিমগ্ন হইয়া যায়, মূর্খ ব্যক্তি তদ্রূপ যদি জীবনে সামান্য পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তবে অল্পে অল্পে তাহার সমুদায় পাপে পূর্ণ হইয়া নরকে পতিত হয়

হায়, মনুষ্য কেন হাসে? কোথায় তাহার আনন্দ, যখন তাহার ইন্দ্রিয়, ঘৃণা ও অবিদ্যারূপ অগ্নি নিয়ত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে হে তিমিরাবৃত মনুষ্যগণ, কেন তোমরা আলোক অন্বেষণ করিতেছ না?

মনুষ্য অপরের নিকট যাহা প্রচার করিতে যায় অগ্রে আপনার জীবন তদনুরূপ করা কর্ত্তব্য, কারণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই অপরকে জয় করিতে পারে আপনার আত্মাকে বশে আনাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর যে ব্যক্তি প্রথমে ধ্যানহীন ও চঞ্চলচিত্ত সে পরে অনুরাগী হইয মেঘান্তরিত চন্দ্রের ন্যায পৃথিবীকে অধিক আলোকিত করে

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের কোন এক নিযম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে এবং পরলোকের প্রতি বিদ্রূপ করে, এমন কোন পাপ নাই যে সে তাহা করিতে না পারে

আমরা যেন সুখে জীবন যাপন করি যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে তৎপরিবর্ত্তে আমরা যেন তাহাদিগকে ঘৃণা না করি। অতএব যাহারা ঘৃণা করে তাহাদিগের প্রতি যেন আমরা প্রেম ব্যবহার করিতে পারি

যাহারা নিয়ত ব্যস্ত তাহাদিগের মধ্যে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে বাস করি, যাহারা সদা উদ্বিগ্নচিত্ত ও লুব্ধ তাহাদের মধ্যে যেন আমরা নির্লোভ হইয়া সুখে বসতি করি।

রোগীদিগের মধ্যে আমরা যেন নিরোগী হইয়া সুখে কাল-যাপন করি, ব্যথিত ও ক্ষুব্ধচিত্তগণের মধ্যে যেন আমরা অক্ষুব্ধ ও প্রশান্ত হইয় অবস্থিতি করি

যদিও ইহ সংসারে আমাদের নিজের কিছুই নাই,তথাপি আমরা যেন সুখে জীবিত থাকি যাঁহারা নিয়ত সুধারস পান করেন সেই সকল দেবতাগণের ন্যায হইতে আমরা নিয়ত চেষ্টা করিব

জয়, ঘৃণা ও অহঙ্কার উৎপন্ন করে, কারণ পরাজিত ব্যক্তি নিযত দুঃখী, কিন্তু প্রশান্ত সংযত চিত্ত জয় পরাজযের অতীত

যে ব্যক্তি উদ্দীপ্ত ক্রোধানলকে প্রশান্ত করিতে পারে তাহা কেই আমি পরিচালক বলি অপর লোকে কেবল বল্‌গামাত্র ধারণ করিয়া রাখে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অশ্বকে ফিরাইতে পারে না

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধু ভাবের দ্বারা অসাধু ভাবকে জয় করিবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে এবং উপকারের দ্বারা অপকারকে জয় করিবে

সত্যকথা বল, ক্ষমা কর ও প্রার্থী ব্যক্তিকে দান কর যদি তোমার অল্প থাকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ অংশ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না এই ত্রিবিধ কার্য্যের দ্বারা মনুষ্য দেবপ্রকৃতি লাভ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন

যাহা করা উচিত তাহা কর নাই, যাহা করা অনুচিত তাহা করিয়াছ যাহারা অহঙ্কারী ও অলস তাহাদের আশ্রব [মায়া] দিন দিন আরও বৃদ্ধি পায়।

ধর্ম্মের প্রসাদ প্রসন্নতাকে বৃদ্ধি করে, ধর্ম্মের মধুরতা সুমধুরতাকে উচ্চতর করে, ধর্ম্মের সুখ চিত্তকে আরও সুখী করে

জন্মের দ্বারা কেহ নীচ জাতি বা ব্রাহ্মণও হয় না, কিন্তু কেবল কার্য্যের দ্বারা মনুষ্য নীচ বা ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে

ক্রোধ, সুরাপান, ভেদ, ধর্ম্মের প্রতি অসার অনুরাগ, ঈর্ষা, আত্মপ্রশংসা, নিন্দা, আত্মম্ভরিতা ও অপবিত্র সম্বন্ধ, এই সমুদায় কার্য্যে অপবিত্রতা উৎপন্ন করে, কিন্তু মাংসাহারে তাদৃশ নহে

মৎস্য মাংস পরিত্যাগ, দিগম্বরত্ব, মস্তকমুণ্ডন বা জটাভার, মলিন বা সামান্য পরিচ্ছদ, অথবা অগ্নির নিকট বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্য কদাপি পবিত্র হয় না, যে মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, সেই পবিত্র।

বেদপাঠ, পুরোহিত দেবতাদিগকে কিছু দান, অগ্নি বা শীতলতার মধ্যে কঠোর তপস্যা, অথবা অমৃতত্ব লাভের জন্য অপর নানাবিধ কৃচ্ছ সাধ্য সাধনের দ্বারা মনুষ্য পুণ্যবান হয় না, যে ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত সেই পবিত্র

জীবহিংসা করিবে না, পরদ্রব্য অপহরণ করা অনুচিত, মিথ্যা কথা মহাপাপ, সুরাপান করা উচিত নহে, পরস্ত্রীকে পবিত্র নয়নে দর্শন করিবে, রজনীতে আহার করিবে না, পুষ্পমালা বা সুগন্ধ দ্রব্য চুয়া চন্দনাদি ব্যবহার করিবে না এবং ভূমিতে সামান্য শয্যায় শয়ন করিবে

এই কয়েক প্রকার সাধন দ্বারা মনুষ্য দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অপার শান্তি প্রাপ্ত হয়

আত্মাই দুষ্ক্রিয়া করে, আত্মাই দুষ্ক্রিয়ার ফলভোগ করে, আত্মাই দুষ্ক্রিয়া পরিহার করে, আবার আত্মাই আপনারে বিশুদ্ধ করে পবিত্রতা অপবিত্রতা আত্মার; অতএব কেহ কাহাকে পবিত্র করিতে পারে না

ধর্ম্মপদ (আলবক সূত্র)

১০ অধ্যায়

যক্ষ আলবক শাক্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবান, এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ কি? কি করিলে সর্ব্বোচ্চ সুখ লাভ করা যায়? মধুর হইতে সুমধুর বস্তু কি? এবং কি ভাবে জীবিত থাকিলে লোকে স্বর্গীয় জীবন বলিতে পারে?

শাক্য বলিলেন, এই ধরণীতলে বিশ্বাসই মানবের পরম সম্পদ,

ধর্ম্মাচরণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ, সত্যই সকল বস্তু হইতে সুমধুর, দিব্যজ্ঞান লাভই শ্রেষ্ঠজীবন

আলবক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, হে ভগবান্, কিরূপে এই দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়? কিরূপেই বা এই বিস্তীর্ণ জীবনসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করা যায়? কি প্রকারে দুঃখ জয় করিতে হইবে এবং কি প্রকারেই বা মনুষ্য বিশুদ্ধ হইবে?

মহাসত্ত্ব বুদ্ধ বলিলেন, বিশ্বাসের দ্বারা মনুষ্য ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে অনুরাগের দ্বারা জীবনজলধি পার হইবে, সাধন সহকারে দুঃখ জয় করিবে নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য বিশুদ্ধ হয়

আলবক বলিলেন, প্রভো, কিরূপে সম্বোধি প্রাপ্ত হওয়া যায়? কি প্রকারে প্রকৃত ধন লাভ হয়? কিরূপে প্রশংসাভাজন হইতে পারা যায়? কিরূপেই বা মনুষ্য আপনি আপনার বন্ধু হইতে পারে, আর কিরূপে বা মনুষ্য ইহলোক হইতে সুখে আনন্দে শোকবিহীন হইয়া পরলোকে যাইতে পারে?

বুদ্ধদেব বলিলেন, যে বিশ্বাস করে যে বুদ্ধধর্ম্মই নির্ব্বাণ-লাভের একমাত্র উপায়, সে সম্বোধি প্রাপ্ত হইবে তিনি অনুরাগী ও সূক্ষ্মদর্শী হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছা সম্বোধি লাভের অনুকূল হয়

যে কেবল কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তৎপ্রতি যে গুরু ভার অর্পিত হয় তাহা অনায়াসে বহন করে ও তাহাতে যত্নবান্ হয়, সেই প্রকৃত ধন উপার্জ্জন করে সত্যের দ্বারা মনুষ্য যশ লাভ করে, এবং প্রেমের দ্বারা মনুষ্য আপনি আপনার বন্ধু হয়

যে গৃহস্থ বিশ্বাসী ও যে চতুর্বিধ ধর্ম্মে (অর্থাৎ সত্য, ন্যায়,

দৃঢ়তা ও উদারতাতে) বিভূষিত, এতাদৃশ ব্যক্তি মৃত্যুকালে শোক বা দুঃখে মুহ্যমান হয় না

সুন্দরিক ভারদ্বাজ সূত্র।

যিনি সাধুর সহিত সাধুভাবে মিলিত হয়েন এবং অসাধু হইতে সদা দূরে থাকেন, তিনিই তথাগত, তিনি অনন্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ইহ পরলোকে পবিত্র থাকিয়া সমুদায় প্রশংসার উপযুক্ত

যিনি অহঙ্কার ও অভিমান শূন্য, কাম বাসনা ও স্বার্থপরতা হইতে বিমুক্ত এবং যিনি ক্রোধকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছেন, যিনি শান্ত, শোক যাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, তিনিই সমুদায় প্রশংসার উপযুক্ত

যিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়সুখ বিসর্জ্জন দিয়া প্রযী হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, যিনি জন্ম মৃত্যু অন্ত অবগত আছেন ও যিনি সম্পূর্ণ সুখী এবং অগাধ জলধির ন্যায় প্রশান্ত, তিনিই সমুদায় প্রশংসার উপযুক্ত

যিনি অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত, সমুদায় ধর্ম্মতত্বে যাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অন্তদৃ'ষ্টি বিশেষ উজ্জ্বল, যিনি ভাগবতী তনু ধারণ করিয়াছেন, যিনি পূর্ণ সার্ব্বেন্দ্রিয়জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারই মনে প্রকৃত শান্তি

আমি কি খাইব এবং কোথায় খাইব ও শয়ন করিব এই ভাবিয়া মনুষ্য অসুখী ও সন্দিগ্ধ হয়, কিন্তু যিনি প্রকৃত ভিক্ষু তিনি এই শোকাবহ সন্দেহ পরাজয় করিয়াছেন

ধর্ম্মপদ।

২৬ বিংশ অধ্যায়

এক শিষ্য ভগবান্ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, মাতৃগর্ভে ত কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, তবে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। গৌতম বলিলেন,

যে ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ, নির্দ্দোষ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, এবং সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

সূর্য্য দিবসে উজ্জ্বল, চন্দ্রমা রজনীতে স্নিগ্ধকর, যোদ্ধা বর্ম্ম ধারণে তেজস্বী, ব্রাহ্মণ ধ্যানে সমুজ্জ্বল, কিন্তু বুদ্ধ দিন যামিনী সকল সময়েই অত্যুজ্জ্বল প্রভায় দীপ্যমান।

যে সকল প্রকার বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যে কদাপি ভীত হয় না, এবং নিয়ত স্বাধীন ও অটল, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে অক্রোধী, কর্ত্তব্যানুরাগী, সাধু, বাসনাবিহীন, আত্মবশী এবং ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার জ্ঞান গভীর, যে জ্ঞানে নিয়ত বিচরণ করে, যে সদসৎ পন্থা উত্তমরূপে অবগত আছে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি।

যে অসহিষ্ণুর প্রতি ধীর, অনুদারের প্রতি উদার, দোষীর প্রতি নির্দ্দোষ, এবং ক্রোধী জনের প্রতি ক্ষমাশীল, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি ইহলোকের অসার বস্তুতে উদাসীন ও যে সত্যকে প্রতীতি করিয়াছে, কিন্তু কিরূপে সত্য প্রতীতি হয় ইহা যে কদাপি বলিতে চাহে না এবং যে অমৃতত্ত্ব সাগরের অতলস্পর্শ গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি ইহলোকের পাপ পুণ্যের অতীত ও উভয় প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত এবং যে শোক পাপ ও অপবিত্রতা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি

যাহার গতি গন্ধর্ব্ব, দেবগণ ও মনুষ্য বুঝিতে অক্ষম এবং যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে ব্যক্তি পূজনীয় অর্হৎ, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি

যাহার আমার বলিবার কিছুই নাই, যে অতি দীন এবং পৃথিবীর তাবৎ পদার্থের প্রতি অননুরাগী, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি

যে ব্যক্তি তেজস্বী, মহানুভব, ধর্ম্মবীর, অত্যুচ্চ সাধক সর্ব্বজেতা দুর্ব্বোধ্য, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সদা জাগ্রৎ, আমি তাহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলি

ধ্যানই অমৃতত্ব লাভের উপায়, আর ধ্যানহীনতাই মৃত্যুকে আনয়ন করে যাহারা ধ্যানতৎপর তাহাদিগের মৃত্যু নাই, কিন্তু যাহারা ধ্যানহীন তাহারা নিয়ত মৃত্যুমুখে বাস করিতেছে

পাপকারী ইহ পর লোকে দুঃখ পায়, যে পাপ করিয়াছে তাহা যখন সে চিন্তা করে দুঃখানলে জ্বলিতে থাকে, তদপেক্ষা সে আরও ক্লেশ পায়, যখন সে পাপপথে বিচরণ করিতে থাকে সুপথগামী মন যেমন আমাদের উপকার করে, এরূপ পিতা মাতা আত্মীয় বান্ধব কেহই হিতসাধন করিতে সক্ষম নহে

জননী যেমন স্বীয় সন্তানের প্রতি নিয়ত প্রেমদৃষ্টি স্থাপন করেন, তদ্রূপ মনুষ্যের সমুদায় প্রাণীর প্রতি মৈত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য

পলিতশির বলিয়া কেহ বৃদ্ধ নহেন তাঁহার বয়স অধিক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাকে বস্তুতঃ বৃদ্ধ বলা যায় না

যাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম, প্রেম, সংযম ও পরিমিততা আছে ও যিনি অপবিত্রতা হইতে নির্ম্মুক্ত এবং জ্ঞানী, তিনিই বুদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়েন

উচ্চ ধর্ম্ম কি ? সন্মার্গে পদরক্ষাই উচ্চ ধর্ম্ম প্রধান মহত্ত্ব কি ? জ্ঞানের বিধানানুসারে কর্ম্ম করাই প্রধান মহত্ত্ব

পিতা পুত্রের কর্ত্তব্য।

পিতামাতা সর্ব্বোপায়ে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপন পুত্র কন্যাদিগকে নিয়ত পাপ ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন

ধর্ম্মেতে তাহাদিগকে শিক্ষিত ও সমুন্নত করিবেন

তাহাদিগকে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।

পুত্র ও কন্যাদিগকে গুণবতী ভার্য্যা ও গুণবান্ ভর্ত্তা প্রদান করিয়া সুখী করা পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য তাহাদিগকে নিজ সম্পত্তি প্রদান করিয়া উত্তরাধিকারী করিবেন

সন্তানের কর্ত্তব্য।

যাঁহারা আমাকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিয়াছেন আমিও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিব

তাঁহাদের অর্পিত সংসারের গুরুভার আমাকেই বহন করা কর্ত্তব্য।

আমি তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিব

আমি তাঁহাদের উত্তরাধিকারীর উপযুক্ত হইব

যখন তাঁহারা ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন আমি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্মরণার্থ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব

শিক্ষক ছাত্রের কর্ত্তব্য।

ছাত্রগণ শিক্ষকদিগকে সমাদর করিবে।

তাঁহাদের সমক্ষে উত্থান করিবে

তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে

তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকিবে

তাঁহাদের অভাব মোচন করিয়া দিবে

তাঁহাদের পাঠের প্রতি মনোযোগ দিবে

শিক্ষকগণ স্বীয় ছাত্রগণের প্রতি স্নেহপরবশ হইবেন।

যাহা সাধু ও উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিবেন।

তাহাদের জ্ঞান শীঘ্র সমুন্নত করিয়া দিবেন

বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে ছাত্রগণকে নিয়ত উপদেশ দিবেন

বন্ধুবর্গ ও সমবয়স্কগণের নিকট ছাত্রদিগের প্রশংসা করিবেন, এবং বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন

স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

স্বামী ভার্য্যাকে বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত ভাল বাসিবেন

সহধর্ম্মিণীকে সমাদর করিবেন।

তাঁহার প্রতি সদয় কোমল ব্যবহার করিবেন

তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত হইবেন

অপরে যাহাতে ভার্য্যাকে সমাদর করে তৎপ্রতি মনোযোগী হইবেন। তাঁহাকে উপযুক্ত ভূষণ ও পরিচ্ছদ দিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন

ভার্য্যা পতির প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশ করিবেন

গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিবেন

স্বামীর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের সেবাতৎপরা হইবেন অত্যন্ত সাধ্বী ও পতিব্রতা হইবেন

গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন

তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যে নৈপুণ্য ও অনালস্য প্রদর্শন করিবেন

বন্ধু বান্ধবের প্রতি।

সম্ভ্রান্ত মাননীয় ব্যক্তির বন্ধুগণের প্রতি নিয়ত নিম্নলিখিত কার্য্যের দ্বারা সদ্ভাব রাখা, সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য উপহার প্রদান, অমিয় বচন, তাঁহাদের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা, সমভাবে তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবহার করা এবং আপন সম্পত্তির অংশী মনে করা উচিত

আত্মীয়গণের বন্ধুর প্রতি।

আত্মীয়গণের বন্ধুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য

যখন অরক্ষিত ভাবে অবস্থিতি করেন তখন তাঁহাকে রক্ষা করা উচিত

যখন তিনি অসাবধান হন তখন তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা করা চাই

বিপৎকালে তাঁহাকে আশ্রয় দান, দুরবস্থায় তাঁহার প্রতি প্রসন্নতা ও তাঁহার পরিবারের প্রতি দয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য

প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ

প্রভু ভৃত্যগণের হিতসাধনে নিয়ত সচেষ্ট থাকিবেন

তাহাদের সামর্থ্যানুরূপ কার্য্যবিভাগ করিয়া দিবেন, তাহাদিগকে উপযুক্ত আহার ও বেতন দিবেন

পীড়ার সময় তাহাদের সেবা ও চিকিৎসা করাইবেন

সময়ে সময়ে তাহাদের দুঃখে সমদুঃখী হইবেন, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অবসর দিবেন

ভৃত্যদিগের কর্ত্তব্য এই প্রভুকে হৃদয়ের সহিত সম্মান করিবে, তাঁহার সমক্ষে গাত্রোত্থান করিবে

প্রভু শয়ন করিলে শয়ন করিতে যাইবে, যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ আনন্দের সহিত কার্য্য করিবে এবং প্রভুর প্রশংসা করিবে

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গৃহস্থ মাননীয় সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের যথাসাধ্য সেবা করিবেন

কায়মনোবাক্যে অনুরাগ প্রদর্শন, তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদর

তাহাদের পার্থিব অভাব মোচন

সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য

গৃহস্থকে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, ধর্ম্মেতে সংযুক্ত করিতে যত্নবান্ হইবেন

তাহাকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিবেন
তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া মুক্তিপথ প্রদর্শন করিবেন

সুত্ত নিপাত।

২য়, অধ্যায়

ধানীয় সুত্ত

এক ধনসম্পন্ন কৃষকের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপকথন হয় ঐ কৃষকের নাম ধনীয়, বড় সবল প্রকৃতির লোক

ধনীয় বলিল, আমি অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি, দুগ্ধদোহনও করিয়াছি আমি মাহী নদীতীরে প্রতিবাসিগণের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি, আমার গৃহ বেশ সমাচ্ছাদিত, অগ্নিও প্রজ্বলিত হইয়াছে অতএব, হে আকাশ, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে বারি বর্ষণ কর

বুদ্ধ বলিলেন, আমিও ক্রোধ ও জিগীষা হইতে মুক্ত হইয়াছি আমিও এক রজনী মাহী নদী তটে বাস করিয়াছি আমার গৃহ অনাচ্ছাদিত আকাশ ইন্দ্রিয়ানল নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে অতএব, হে আকাশ, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে বারিবর্ষণ কর

কৃষক বলিল, আমার এখানে মশক দংশনের ভয় নাই, এই প্রান্তরে প্রচুর তৃণদল, গাভি সকল সুখে বিচরণ করিতেছে বৃষ্টি আসিলে তাহারা বিলক্ষণ সহ্য করে অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর

বুদ্ধ বলিলেন, আমার নিকট সুনির্ম্মিত ভেলা আছে, আমি নির্ব্বাণের পরপারে উপনীত হইয়াছি আমি ইন্দ্রিয়রূপ স্রোত

অতিক্রম করিয়া ভবনদীর পরপারে গিয়াছি, তথায় আর বেড়ার প্রয়োজন নাই অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর

কৃষক বলিল, আমার পত্নী বড় বশীভূত, কদাপি স্বেচ্ছাচারিণী নহেন বহু দিন হইতে আমার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন তিনি বড় চিত্তবিনোদিনী এবং আমি শুনিয়াছি তাঁহাতে কিছুমাত্র দুষ্টতা নাই অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর

বুদ্ধ বলিলেন, আমার মন বড় বশীভূত, সে পৃথিবীর মায়াপাশ হইতে মুক্ত অনেক দিন হইতে ইহা উৎকৃষ্টরূপে উন্নত ও সুন্দররূপে বিজিত, আমাতে আর কিছুমাত্র দুষ্টতা নাই অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর।

কৃষক বলিল, আমি স্বোপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ করি, আমি কাহারও অধীন বা গলগ্রহ নই আমার সন্তানসন্ততি কেমন সুস্থ ও নির্দ্দোষ অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর

বুদ্ধ বলিলেন, আমিও কাহারো দাস বা অধীন নহি আমি স্বয়ং যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা লইয়া সুখে পৃথিবীর ইতস্ততঃ বিচরণ করি কাহারো দাসত্ব করা আর প্রয়োজন নাই অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে স্বর্গ হইতে প্রচুর বারিবর্ষিত হইতে লাগিল, সাগর ও ভূমি প্লাবিত হইয়া গেল ইহা দেখিয়া কৃষক বলিল, বাস্তবিক ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া আমার অসামান্য লাভ হইল হে জ্ঞানচক্ষু, আমি আপনার

শরণাপন্ন হইলাম, আমাদের উপদেষ্টা গুরু হউন আমি ভার্য্যার সহিত-আপনার অধীন হইলাম যদি এখন আমরা উভয়ে পবিত্র জীবন লাভ করি তাহা হইতে নিশ্চয় জন্ম, মৃত্যু, জরা ও সমুদায় দুঃখ বিনাশ করিতে পারি।

সারি পুত্ত সুত্ত

১৬ অধ্যায়

অনাগস্‌স বিজানতো ন অত্থি কাকি নিসংঙ্খিতি
বিরতো সো বিযারম্ভো ক্ষেমম্ পস্‌সতি সব্বধি

"যে ব্যক্তি বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, যে নিরত অন্তরদর্শী, যাহার কোন প্রকার সংস্কার নাই এবং যে পার্থিব চেষ্টা হইতে বিরত, সে সর্ব্বত্র সুখী ও মঙ্গলকর ব্যাপার দর্শন করে

যে ভিক্ষু শান্তিগৃহে বাস করেন তাহাতে তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই এবং বিপদেরও সম্ভাবনা নাই

যে অমৃতময় জগতে ভিক্ষু সকল প্রকার বিপদ জয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর অন্যতর বিপদ কি হইতে পারে ?

বিপদে বিচলিত বা ভীত হইবে না, অনেক বিপদ দেখিয়াও স্থির প্রশান্ত থাকিবে যে বিপদে মঙ্গল অন্বেষণ করে সে বিপদকে সহজেই জয় করিতে পারে

জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবে, সাধুতাতে আনন্দিত হইবে, বিপদকে তুচ্ছ করিবে অসন্তোষকে পরাজয় করিবে এবং চতুর্বিধ শোকের কারণ হইতে নিরস্ত হইবে

লোকের নিকট অবনত হও, কিন্তু ভিক্ষা করিও না ধ্যানে মগ্ন হও, সদা জাগ্রৎ থাক, প্রশান্ত মনে শান্তিরস পান কর।

কুণ্ডক সূত্র।

৫ অধ্যায়

একদা এক কুণ্ডক নামে কর্ম্মকার আসিয়া শাক্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করে, আপনিত ধর্ম্মরাজ, কামনাবিহীন, অত্যুত্তম নেতা, কত প্রকার সামং (শ্রমণ) আছে বলুন। বুদ্ধ বলিলেন, চতুর্বিধ, মগ্‌জিন (মার্গজিন) মগ্‌গদেশক (মার্গদেশক) মগ্‌গজীবীন (মার্গজীবীন) মগ্‌গদূষণ (মার্গদূষং)

কুণ্ডক কহিল, এই চতুর্বিধ সামং বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

বুদ্ধ বলিলেন, যিনি সন্দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, সদা নির্ব্বাণসুখে সুখী, সকল প্রকার লোভ হইতে বিরত, দেবমানবের নেত, তাঁহাকে মার্গজিন বলা যায়।

যিনি ইহ লোকে সর্ব্বোচ্চ নির্ব্বাণতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং ধর্ম্মকে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন, যাঁহার কোনরূপ স্পৃহা ও সন্দেহ নাই, তাঁহাকে দ্বিতীয় ভিক্ষু বা মার্গদেশী বলা যায়

ধর্ম্মপদে যে সকল সত্য বর্ণিত হইয়াছে, যিনি তদনুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া আচরণ করেন এবং ইন্দ্রিয় সংযত চিত্ত স্থির ও পবিত্র কথা বলেন, তাঁহাকে তৃতীয় ভিক্ষু বা মার্গজীবীন বলা যায়।

আর যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বলে, পবিবারদিগকে কলঙ্কিত করে,

যে নির্লজ্জ অহঙ্কারী, ইন্দ্রিয়পরবশ, ধূর্ত্ত ও শঠ, তাহাকে মার্গ-দূষক বলা যায়

যে স্বয়ং পবিত্র নহে, তাহার পবিত্র পীতবর্ণ বসন পরিধান করা উচিত নহে যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে অক্ষম ও সাধু নহে, সে পীত বসন পরিধানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত

যে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে তাহার জীবন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুদৃঢ়।

ধর্ম্মচক্র ও তৎপ্রবর্ত্তক।

[ললিতবিস্তর হইতে অনুবাদিত।]

অনন্তর মৈত্রেয়নামা মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্ব ভগবান্‌কে এইরূপ বলিলেন, হে ভগবান্ আপনি ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ব্যাখ্যা করিতেছেন। দশদিক্ এবং লোক ধাতুতে একত্রিত মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্বগণ ভগবানের নিকট ধর্ম্মচক্রে কি প্রকারে প্রবেশ হয় শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব আপনি উহা উপদেশ করুন আপনি তথাগত অর্হৎ, এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত কর্ত্তৃক কিরূপ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল ?

ভগবান্ বলিলেন, হে মৈত্রেয়, গম্ভীর সেই চক্র, কেন না আগ্রহেও বুঝিতে পারা যায় না, দুর্দ্দমন সেই চক্র, কেন না দ্বৈত ভাব নাই ; দুরনুবোধ সেই চক্র, কেন না মনের গ্রাহ্য অগ্রাহ্য উভয়ই ; দুর্ব্বিজ্ঞেয় সেই চক্র, কেন না জ্ঞান বিজ্ঞান উভয়েরই সাম্য তাহাতে আছে ; অনাবিল সেই চক্র, কেন না আবরণ মোচন এবং মোক্ষ লাভ হয়, সূক্ষ্ম সেই চক্র, কেন না উহাতে

উপন্যাস নাই, সার সেই চক্র, কেন না উহা দ্বারা বজ্রোপম জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, অভেদ্য সেই চক্র, কেন না উহার আরম্ভ ও শেষ সম্ভবে না; অপ্রপঞ্চ সেই চক্র, কেন না সমুদায় প্রপঞ্চ পার হইয়া উপস্থিত হইয়াছে; অকোপ্য (অনড়) সেই চক্র, কেন না অত্যন্ত স্থিরতর, সর্ব্বপ্রাণ্যনুগত সেই চক্র, কেন না উহা আকাশ-সদৃশ। হে মৈত্রেয়, সেই ধর্ম্মচক্র আবার সমুদয় ধর্ম্মের প্রকৃতি ও স্বভাব সন্দর্শনবিভব চক্র, এই চক্রে (জ্ঞানের) অনুৎপত্তি ও অনিরোধ অসম্ভব; এ চক্র আলয় (লয় পর্য্যন্ত স্থিতি) শূন্য, সঙ্কল্পবিকল্পবিরহিত ধর্ম্মনয়পূর্ণ এই চক্র; শূন্যতা (সম্পাদক) এই চক্র, হেতুবিরহিত এই চক্র, (বিষয়) অভিনিবেশশূন্য এই চক্র; সংস্কারশূন্য এই চক্র, (ইহা) বিবেকচক্র; বিরাগচক্র; বিবোধ চক্র; তথাগতসম্বন্ধে বোধ জন্মে ঈদৃশ চক্র; ধর্ম্মধাতুপ্রকাশক এই চক্র; ভূতকোটি সহ অবিসংবাদী এই চক্র; অসঙ্গ (অনাসক্ত) আবরণশূন্য এই চক্র; প্রতীতি (বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান) ও ভবতার (পুনঃ পুনঃ জন্ম) এ উভয়ের অন্তদর্শন (অতিক্রম) করিবার এই চক্র; অনন্ত মধ্যধর্ম্মধাতু সহ অবিসংবাদী এই চক্র; বুদ্ধগণ অপূর্ণ এ কথার উপর অশ্রদ্ধা সমুৎপাদক এই চক্র; প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অতীত এই চক্র, অত্যন্ত জ্ঞানাতীত এই চক্র, অবিতর্কশিরোভূষণ এই চক্র, "আমি করিব" ইত্যাদি অহমিকাসূচক বাক্যশূন্য এই চক্র; প্রকৃতিযথাবৎ এই চক্র; এক বিষয়ে সমুদায় ধর্ম্মের সমতাসম্পাদক এই চক্র, নিতান্তসম্পাদক বিনয়াধিষ্ঠান সংসারনিবাসক এই চক্র, সমুদায় পদার্থ জ্ঞান সহ অভিন্ন এমত লোপ না করিয়া পরমার্থনয়ে (সিদ্ধান্তে) প্রবেশ করিতে পারা যায় ঈদৃশ চক্র; ধর্ম্মধাতু অবসরলাভ করে ঈদৃশ চক্র, অপ্রমেয়

সেই চক্র; সর্ব্বোপমাতিক্রান্ত অসংখ্যেয় সেই চক্র, সমুদায় সংখ্যাবিবর্জ্জিত অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় সেই চক্র; চিত্তপথাতিক্রান্ত, অতুল্য সেই চক্র, তুলাবিবর্জ্জিত অনির্ব্বচনীয় সেই চক্র, সমুদায় প্রকারের শব্দ, নিনাদ, ও বাক্‌পথে আনীত, অনন্য, অনুপম, উপমাবিবর্জ্জিত, আকাশসদৃশ অনুচ্ছেদ্য, সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরতর বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান ও অবর্ত্তন (পুনঃ পুনঃ আগমন) এই দ্বয়ের সঙ্গে প্রথমতঃ অবিরুদ্ধ পশ্চাৎ নিবর্ত্তক, অত্যন্তোপশম তত্ত্ব, সত্য ও অন্যথাভাববর্জ্জিত সমুদায় প্রাণীর শব্দ ও আচরণের নিগ্রহ মারপরাজয়, তীর্থিকগণের যথাতিক্রম সংসার ও বিষয়ের অবতারণ (দূরে নিক্ষেপ) বুদ্ধবিষয় পরিজ্ঞাত, সমুদায় আর্য্যপুরুষগণ কর্ত্তৃক অনুবুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত বোধিসত্ত্বগণ কর্ত্তৃক স্তুত, সমুদয় বুদ্ধ সমুদয় তথাগত কর্ত্তৃক বিভাগকৃত হে মৈত্রেয়, তথাগত ঈদৃশ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন

এই ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তনবশতঃই ইঁহাকে তথাগত বলে, সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলে, স্বয়ম্ভু বলে, ধর্ম্মস্বামী বলে, নায়ক বলে, বিনায়ক বলে, পরিনায়ক বলে, সার্থবাহ বলে, সর্ব্বধর্ম্মবশবর্ত্তী বলে, ধর্ম্মেশ্বর বলে, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তী বলে, ধর্ম্মদানপতি বলে, যজ্ঞস্বামী বলে, সিদ্ধব্রত বলে, পূর্ণাভিপ্রায় বলে, দেশিক (ধর্ম্মোপদেষ্টা) বলে, আশ্বাসক বলে, ক্ষেমঙ্কর বলে, শূর বলে, রণঞ্জহ (রণে উত্তীর্ণ) বলে, বিজিত সংগ্রাম বলে, উচ্ছ্রিতছত্রধ্বজপতাক বলে, আলোককর বলে, প্রভঙ্কর বলে, তমোনুদ বলে, উল্কাধারী বলে, মহাবৈদ্যরাজ বলে, ভূতচিকিৎসক বলে, মহাশল্যহর্ত্তা বলে, বিতিমির জ্ঞানদর্শন বলে, সমন্তদর্শী বলে, সমন্তবিলোকিত বলে, সমন্তচক্ষু বলে, সমন্তপ্রভ বলে, সমন্ত আলোক বলে, সমন্তমুখ বলে, সমন্ত

প্রভাকর বলে, সমস্ত চন্দ্র বলে, সমস্ত প্রাসাদিক বলে অপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ে বিতর্কশূন্য নিরোভূমক বলে, সর্ব্বাক্লেশ উত্তাপন বশতঃ ধরণীসম বলে, অপ্রকম্প্য হেতু শৈলেন্দ্রসদৃশ বলে, সর্ব্বগুণ সম্পন্নত্ব সর্ব্বলোকশ্রী বলে, সর্ব্বলোক হইতে উন্নত বশতঃ অনবলোকিতমূর্দ্ধা বলে, গম্ভীর দুরবগাহজন্য সমুদ্রকল্প বলে, সর্ব্ববিধ জ্ঞানের পাক্ষিক ধর্ম্মরত্ন সকল দ্বারা পরিপূর্ণ জন্য ধর্ম্মরত্নাকর বলে, অনিকেত জন্য বায়ুসম বলে, আসক্তির বন্ধনমুক্তচিত্তবশতঃ অসঙ্গবুদ্ধি বলে, সর্ব্বধর্ম্মনির্ব্বিরোধী জ্ঞান বশতঃ অবৈবর্ত্তিকধর্ম্ম বলে, দুষ্প্রাপ্য সর্ব্ববিধ মননে অক্ষীণ যে ক্লেশসমূহ তাহার দাহ প্রতিষ্ঠিত করাতে তেজঃসম বলে, অনাবিলসঙ্কল্প নির্ম্মলক চিত্ত এবং বিগতপাপ-বশতঃ অপাপ বলে, অসঙ্গজ্ঞানবিষয়ক অনন্দ এবং সর্ব্বধর্ম্মধাতু গোচর জ্ঞান ও অভিজ্ঞাপ্রাপ্তি হেতু অকশসম বলে, নানা আবরণ-মুক্ত ধর্ম্ম হইতে বিমুক্তবশতঃ অনাবরণজ্ঞানবিমোক্ষ বিহারী বলে, আকাশসদৃশ চক্ষুঃপথ অতিক্রম করাতে সর্ব্বধর্ম্মপ্রসূত ব্যাপ্তকায় বলে, সমুদায় লোকে যে সকল বিষয় আছে তদ্দ্বারা লিপ্ত নয় বলিয়া উত্তমসত্ত্ব বলে (ইহাকে) অসমসত্ত্ব বলে, অপ্রমাণ (গুণ বিশেষ) বুদ্ধি বলে লোকোত্তর ধর্ম্মদেশিক (ধর্ম্মোপদেষ্টা) বলে, লোকচেতা বলে, লোকবৈদ্য বলে, লোকাভ্যুদ্গত [উচ্চভূমি আরূঢ়] বলে, লোকধর্ম্মে অনুপলিপ্ত বলে লোকনাথ বলে, লোকজ্যেষ্ঠ বলে, লোকশ্রেষ্ঠ বলে, লোকেশ্বর বলে, লোকমহিত (পূজিত) বলে, লোক-পরায়ণ বলে, লোকপারগত বলে, লোকপ্রদীপ বলে, লোকোত্তর বলে, লোক গুরু বলে, লোকার্থকর লোকানুবর্ত্তক বলে লোকবিৎ বলে, লোক খিলতাপ্রাপ্ত বলে, মহাদক্ষিণীয় বলে, পূজার্হ বলে, মহা পুণ্য ক্ষেত্র বলে, অগ্রসত্ত্ব বলে, বরসত্ত্ব বলে প্রবরসত্ত্ব বলে, উত্তমসত্ত্ব

বলে, অসমসত্ত্ব বলে, অনুত্তমসত্ত্ব বলে, অসদৃশসত্ত্ব বলে, সতত সমাহিত বলে, সর্ব্বধর্ম্মসমতাবিহারী বলে, মার্গপ্রাপ্ত বলে, মার্গদর্শক বলে, মার্গদেশিক (উপদেশক) বলে, সুপ্রতিষ্ঠিতমার্গ বলে, মারবিষয়সমতিক্রান্ত বলে, মারমণ্ডলবিধ্বংসনকর বলে, অজরামরং ও শীতভাবপ্রাপ্ত বলে, বিগতমোহান্ধকার বলে, বিগতকণ্টক বলে, বিগতকাঙ্ক্ষ বলে, বিগতক্লেশ বলে, বিনীত (অপগত) সংশয় বলে, বিমতিসমুদ্ঘাটিত বলে, বিমুক্ত বলে, বিরক্ত বলে, বিশুদ্ধ বলে, বিগতরাগ (অনাসক্ত) বলে, বিগতদোষ বলে, বিগতমোহ বলে, ক্ষীণাস্রব (বিগতকর্ম্মবন্ধ) বলে, নিঃক্লেশ বলে বশীভূত বলে, সুবিমুক্তচিত্ত বলে, সুবিমুক্তপ্রজ্ঞ বলে, আয়ানেয় (সমুদায়প্রাপ্যবিষয়প্রাপ্ত) চিত্ত বলে, মহানাগ বলে, কৃতকৃত্য বলে, কৃতকরণীয় বলে, অপহৃতভার বলে অনুপ্রাপ্তস্বকার্য্য বলে, পরীক্ষীণভবসংযোজন বলে সমতাজ্ঞানবিমুক্তি বলে সর্ব্বচেতোবশী পরমপারমিতাপ্রাপ্ত বলে, দানপারগত বলে, শীলাভ্যুদগত বলে, ক্ষান্তিপারগ বলে, বীর্য্যাভ্যুদগত বলে, ধ্যানাভিজ্ঞাপ্রাপ্ত বলে, প্রজ্ঞাপারগত বলে, সিদ্ধপ্রণিধান বলে, মহামৈত্রী বিহারী বলে, মহাকরুণাবিহারী বলে, মহামুদিতাবিহারী বলে, মহাউপেক্ষাবিহারী বলে, সত্ত্বসংগ্রহপ্রযুক্ত বলে, অনাবরণপ্রতিসংবিৎপ্রাপ্ত বলে, প্রতিশরণভূত বলে, মহাপুণ্য বলে, মহাজ্ঞানী বলে, স্মৃতিমতি গতি-বুদ্ধি-সম্পন্ন বলে, স্মৃত্যুপস্থান, সম্যক্প্রহাণ, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয় বলে, বোধি অঙ্গ, সমর্থ, বিদর্শন এই সকল (উপায়) দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত বলে, উত্তীর্ণ সংসারার্ণব বলে, পারগ বলে, স্থলগত বলে ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে, অভয়প্রাপ্ত বলে, মর্দ্দিতমারক্লেশ কণ্টক বলে, পুরুষ বলে, মহাপুরুষ বলে, পুরুষসিংহ বলে, বিগত ভয় লোমহর্ষণ বলে, নাগ বলে, নির্ম্মল বলে, ত্রিমলবিহীন বলে;

বেদক বলে, ত্রৈবিদ্যানুপ্রাপ্ত বলে; চতুরোঘোত্তীর্ণ বলে, ক্ষত্রিয় বলে; ব্রাহ্মণ বলে; একবস্ত্রছত্রধারী বলে, বাহিত (দূরীভূত) পাপধর্ম্ম বলে, ভিক্ষু বলে, ভিন্ন অবিদ্যাণ্ডকোষ বলে; শ্রমণ বলে; সর্ব্বসঙ্গ (আসক্তি) পথাতিক্রান্ত বলে, শ্রোত্রিয় বলে; নিঃসৃত ক্লেশ বলে, বলবান্ বলে; দশবল * ধারী বলে, ভগবান্ বলে; ভাবিত (অত্যুচ্ছি ্ত) কায় বলে, রাজাতিরাজ বলে; ধর্ম্মরাজ বলে; বরপ্রবর বলে, বরপ্রবর ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্ত্যনুশাসক বলে; অকোপ্য ধর্ম্মদেশক (উপদেষ্টা) বলে; সর্ব্বজ্ঞজ্ঞানাভিষিক্ত বলে, অসঙ্গ-মহাজ্ঞান বিমলবিমুক্তিপট্টাবদ্ধ বলে; সপ্তবোধ্যঙ্গরত্ন সমানাগত † বলে, সর্ব্বধর্ম্মবিশেষপ্রাপ্ত বলে; সমুদায় আর্য্যশ্রাবক ও আর্য (শ্রেষ্ঠ জন) অবলোকিত মুখমণ্ডল বলে, বোধিসত্ত্ব মহাসত্ত্ব পুত্র পরিবার বলে; সুবিনীতবিনয় বলে; সুব্যাকৃত বোধিসত্ত্ব বলে; বৈশ্রবণসদৃশ বলে; সপ্তার্য্যধনবিশ্রামিত কোষ বলে; মুক্তত্যাগ বলে; সর্ব্বসুখসম্পত্তিসমন্বাগত বলে; সর্ব্বাভিপ্রায়দাতা বলে, সর্ব্ব-লোকহিতসুখানুপালক বলে, ইন্দ্রসম বলে, জ্ঞানবল-বজ্রধারী বলে, সমস্তনেত্র বলে; সর্ব্বধর্ম্মের অনাবরণ জ্ঞানদর্শী বলে, সমস্ত জ্ঞান-বিকুর্ব্বাণ (প্রকাশক) বলে; বিপুল ধর্ম্মনাটকপ্রবিষ্ট বলে; চন্দ্রসম বলে, সর্ব্বজগতে অতৃপ্তি দর্শন বলে, সমস্ত (চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত) বিপুল বিশুদ্ধপ্রভ বলে; প্রীতি প্রামোদ্যকর বলে; সর্ব্বসত্ত্বাভি-মুখদর্শনাবভাস বলে, সমুদায় জগতের চিত্ত আশয় ও ভাজন (পাত্রত্ব) সম্বন্ধে প্রতিভাস প্রাপ্ত বলে; আদিত্যমণ্ডলসমতিক্রান্ত

---

* দানশীলক্ষমাবীর্য্যধ্যানপ্রজ্ঞাবলানি চ।
উপায়ঃ প্রণিধির্জ্ঞানং দশবুদ্ধবলানি বৈ

† স্মৃতি, ধর্ম্ম (প্রবিচয়), বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা।

বলে, বিধূত (দূরীকৃত) মোহান্ধকার বলে, মহাকেতুরাজ বলে, অপ্রমাণ (অপ্রমেয়) অনন্ত রশ্মি বলে; মহারত্নসন্দর্শক বলে; সর্ব্বপ্রশ্ন ব্যাখ্যান ও নির্দ্দেশে অসম্মূঢ় বলে, মহা অবিদ্যান্ধকার বিধ্বংসনকর বলে, মহাজ্ঞানালোকবিলোকিতবুদ্ধি নির্ব্বিকল্প বলে, মহামৈত্রী করুণাকৃপা সর্ব্বজগৎসমরশ্মিপ্রযুক্ত প্রমাণবিষয় বলে, প্রজ্ঞা ও পারমিতাতে গম্ভীর দুরাসদ ও দুর্নিরীক্ষমণ্ডল বলে, ব্রহ্মসম বলে; প্রশান্তঈর্য্যাপথ বলে, সর্ব্ব আর্য্যপথচর্য্যাতে বিশেষ সমান্বাগত (পারপ্রাপ্ত) বলে; পরমরূপধারী বলে, আসেচনক (অত্যন্তপ্রিয়) দর্শন বলে; শান্তেন্দ্রিয় বলে, শান্তমানস বলে; সমর্থসম্ভারপরিপূর্ণ বলে; উত্তম সমর্থপ্রাপ্ত বলে; পরম দম সমর্থপ্রাপ্ত বলে, সমর্থ বিদর্শন আপরিপূর্ণ সম্ভার বলে, গুপ্ত জিতেন্দ্রিয়, নাগ (হস্তী) সদৃশ সুদান্ত, হ্রদসদৃশ নির্ম্মল অনাবিল ও অতিপ্রসন্ন বলে, সমুদায় ক্লেশ বাসনা ও আবরণ বিহীন বলে; দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত বলে, পরমপুরুষ বলে; অশীতি অনুব্যঞ্জন (লক্ষণ) পরিবারে (সমূহে) বিচিত্র রচিত গাত্র বলে পুরুষর্ষভ বলে, দশবল সমন্বিত বলে, চতুর্ব্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত, অনুত্তর পুরুষ, দম্যসারথি বলে; শাস্তা বলে; অষ্টাদশ আবেণিক বুদ্ধধর্ম্ম পরিপূর্ণ বলে, আনন্দিত কায় বাক্ মন ও কর্ম্মান্ত বলে; প্রতীতি (বাহ্য বিষয়) সকলের উৎপত্তি ও একই ভাবে স্থিতি নিরোধ করাতে অনিমিত্তবিহারী বলে; সমুদায় আকার সম্বন্ধে অভীষ্ট প্রাপ্ত এবং সুপরিশোধিত জ্ঞানদর্শননিচয় জন্য শূন্যতা-বিহারী বলে; পরমার্থ সত্যনয়ে (সিদ্ধান্তে) প্রতিবোধবশতঃ অপ্রণিহিতবিহারী বলে; সমুদায় প্রস্থানে (মার্গে) অলিপ্ত হেতু অনভিসংস্কারগোচর বলে, সর্ব্বসংস্কার প্রতিশুদ্ধত্ব হেতু অভূতবাদী

বলে ; ভূতকোটিসম্বন্ধে অবিকোপিত (অবিসংবাদী) জ্ঞানবিষয় জন্য অবিতথান্যথাবাদী বলে, তথাভূত ধর্ম্মধাতুর আকাশ লক্ষণ জ্ঞান আয়ত্তকরণ জন্য অরণ্যধর্ম্মসুপ্রতিলব্ধ বলে, মায়, মরীচিকা, স্বপ্ন এবং উদকগত চন্দ্রের শুক্লপ্রতিভা, এই সকলের সমান করিয়া সমুদায় ধর্ম্মে (গুণসমূহে) বিহার করেন বলিয়া অমোঘদর্শনশ্রবণ বলে, সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাণের হেতু উৎপাদন করেন বলিয়া অমোঘ-পদবিক্রমী বলে, সত্য বিনয় পরাক্রম এ সকলে বিক্রমশালী বশতঃ উৎক্ষিপ্তপরিখেদ বলে ; অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণাকে উচ্ছেদ করাতে স্থাপিতসঙ্ক্রম বলে ; নৈর্য্যাণিক (সমুদায় বিঘ্ন হইতে বাহির হইয়া আসিবার) প্রতিপৎ (জ্ঞান) ভালরূপে উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া নির্জ্জিতমারক্লেশপ্রত্যর্থিক বলে, সর্ব্বপ্রকার মারচর্য্যাবিষয়ে অনমু-লিপ্ত বশতঃ উত্তীর্ণ কামপঙ্ক বলে, কামধাতু সর্ব্বপ্রকারে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া পাতিতমানধ্বজ বলে, রূপধাতু সর্ব্বথা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া উচ্ছ্রিত প্রজ্ঞাধ্বজ বলে, আরূপ্যধাতু সমতিক্রান্ত জন্য সর্ব্বলোকবিষয়সমতিক্রান্ত বলে, ধর্ম্মকায়রূপ জ্ঞানশরীরবশতঃ মহাক্রম বলে, অনন্তগুণরত্ন ও জ্ঞানেকুসুমিত বিমুক্তিরূপ ফলপত্র-সমন্বিত জন্য উদুম্বরপুষ্পসদৃশ বলে, দুর্লভপ্রাদুর্ভাবদর্শনজন্য চিন্তা-মণিরত্ন সদৃশ বলে, যথানয় নির্ব্বাণের অভিপ্রায় ভালরূপে প্রতিপূরণ করেন বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত পাদপ বলে, চিরকাল ত্যাগ, শীল, তপব্রত ব্রহ্মচর্য্য ও দৃঢ় সমাদান নিত্যকর্ম্ম বশতঃ অচল ও অপ্রকম্প জন্য বিচিত্র স্বস্তিক নন্দ্যাবর্ত্ত সহস্রার চক্রাঙ্কিতপদতল বলে, চিরকাল প্রাণিগণের অতিক্রমকে বৈরমনে করিয়া (তাহা-দিগের) গুণ বর্ণন ও প্রকাশ করেন [illegible] মৃদুতরুণহস্তপাদ বলে, চিরকাল মাতাপিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ দক্ষিণার্হ (ঋত্বিক) ও ধার্ম্মিক-

গণের রক্ষণ ও সর্ব্বতোভাবে পরিপালন জন্য এবং শরণাগতগণের অপরিত্যাগ জন্য আয়তপার্ষ্ণি বলে, চিরকাল প্রাণাতিপাতে উপরত জন্য দীর্ঘাঙ্গুলিক বলে, চিরকাল প্রাণাতিপাতকে বৈর মনে করিয়া অপর জীবসম্বন্ধে কর্ত্তব্যপরায়ণ জন্য বহুজনত্রাতা বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ গুরু ও দক্ষিণার্হগণের পূজা পরিচর্য্যা স্নান অনু-লেপন, ঘৃততৈলাভ্যঙ্গ, স্বহস্তে শরীরের পরিকর্ম্ম, (কুঙ্কুমাদি লেপন) দ্বারা পরিশ্রান্ত জন্য জালাঙ্গুলিহস্তপাদ বলে, চিরকাল দান, প্রিয়-বাক্য, যথার্থতা, ক্রিয়া ও সমানার্থতারূপ সংগ্রহবস্তু সমূহ দ্বারা সত্ত্ব-সংগ্রহবিষয়ক নিপুণতায় সুশিক্ষিত জন্য উত্তুঙ্গপাদ বলে, চিরকাল উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর নিপুণ ধ্যানসমন্বিত জন্য অষ্টাঙ্গদক্ষিণাবর্ত্ত রোমকূপ বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরু দক্ষিণার্হ তথাগতচৈত্য এ সকলকে প্রদক্ষিণ করাতে ধর্ম্ম শ্রবণ করাতে এবং বিচিত্র রোমহর্ষণ পরসত্ত্বস হর্ষণ ধর্ম্ম উপদেশ ও প্রয়োগ করাতে ঐণেয়জঙ্ঘ বলে, চিরকাল সৎক্রিয়া ও ধর্ম্ম শ্রবণ গ্রহণ ধারণ বাচন বিজ্ঞাপন অর্থ ও পদ বিনিশ্চয় এবং উত্তীর্ণ হইবার কৌশল দ্বারা জরা ব্যাধি ও মরণাভিমুখীন প্রাণিগণের আশ্রয় হওয়াতে ও আশ্রয় দান করাতে এবং সৎক্রিয়া ও ধর্ম্মোপদেশে অপ্রতিহত বুদ্ধি জন্য কোষো-পগতবস্তি গুহ্য বলে, চিরকাল শ্রমণ ব্রাহ্মণ এবং তদিতর ব্রহ্মচারি গণের ব্রহ্মচর্য্যার প্রতি অনুগ্রহ, সর্ব্ববিধ সংস্কার বা শুদ্ধ পুনঃ প্রদান নগ্ন (জৈনগণকে) বল দান, পরদারাভিমর্ষণবর্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যের গুণ বর্ণন ও প্রকাশ অপত্রাপ্যগণের (আর যাহাদিগকে তাপ দেওয়া সমুচিত নয় তাহাদিগের) অনুপালন এবং দৃঢ় সমাদান (নিত্যকর্ম্ম) বশতঃ প্রলম্ববাহু বলে, চিরকাল হস্তসংযত, পাদসংযত প্রাণিগণের প্রতি অনুৎপীড়ন ও মৈত্র বশতঃ এবং

কায়কর্ম্ম-বাক্‌কর্ম্ম-ও মানসকর্ম্ম সমন্বিতজন্য ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল বলে, ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিষয়ে অভিজ্ঞতা অল্পাহারতা উদরসংযম, ক্ষীণ জনে ভৈষজ্য দান, হীন জনে অপরিভব, অনাথ জনে অভাব (মোক্ষ) প্রদর্শন, তথাগতগণের বিশীর্ণ চৈত্যের প্রতিসংস্কার, স্তূপস্থাপন, ভয়ার্দ্দিত প্রাণিগণকে অভয় প্রদান, এই সকল জন্য মৃদু তরুণ সূক্ষ্মচ্ছবি বলে, চিরকাল মাতাপিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরু দক্ষিণার্হগণকে স্নান, অনুলেপন, ঘৃততৈলাভ্যঙ্গ, শীতলোদক, উষ্ণোদক অনুষঙ্গ অশীতোদক, ছায়া আতপ ও ঋতুভেদে সুখজনক উপভোগ্য প্রদান, মৃদু তরুণ তুলস্পর্শ সুকুমার বসনে সুন্দররূপে আচ্ছাদিত শয্যা ও আসন দান, তথাগতগণের চৈত্যসকলে সুগন্ধ তৈলসেক, সূক্ষ্ম পট্টবসন ধ্বজপতাকা গুণ (রজ্জু) দান করাতে সুবর্ণচ্ছবি বলে, চিরকাল সমুদায় প্রাণীর অপ্রতিভাত মৈত্রীভাবনা, যোগ, ক্ষান্তি, সৌরভ্য, পরসত্ত্বগণের প্রতি প্রতিবাদিত্ব বৈর এবং দ্রোহাচরণের গুণ ও বর্ণ প্রকাশন, তথাগতচৈত্য এবং তথাগত-প্রতিমা সকলের সুবর্ণখচিত সুবর্ণ পুষ্প সুবর্ণ চূর্ণ সুবর্ণ কিরণ সুবর্ণ বর্ণ পট্টবস্ত্রের পতাকা ধ্বজ অলঙ্কার সুবর্ণ পত্র সুবর্ণ বসন দান বশতঃ একৈকনিচিত রোমকূপ বলে, চিরকাল পণ্ডিতগণের নিকট গমন, কুশলাকুশল জিজ্ঞাসন, সদোষ নির্দ্দোষ সেব্য অসেব্য হীন মধ্য প্রণীত ধর্ম্মসমুদায়সম্বন্ধে প্রশ্ন, অর্থমীমাংসা, পরিতূলন, অনু-শ্লোহ, এবং তথাগত সকলের চৈত্যের কীট লতাময়, অঞ্জলি নির্ম্মাল্য নানাতৃণ, শর্করা (উপল খণ্ড) উদ্ধরণ কার্য্যে নিযুক্ত বশতঃ সপ্তচ্ছদ বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রেষ্ঠ পূজ্য শ্রমণ ব্রাহ্মণ ও দীন যাচকদিগকে এবং অভ্যাগতগণকে সৎকার করিয়া যথা-ভিপ্রায় অন্নপান আসন বস্ত্র উপাশ্রয় (জলপাত্রাদি) প্রদীপ,

ইচ্ছানুরূপ জীবিকা ও ভূমি প্রদান, কূপ পুষ্করিণী শীতলজলপরিপূর্ণ মহাজনোচিত উপভোগ প্রদান জন্য সিংহপূর্ব্বার্দ্ধকায় বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণেয় ব্যক্তিগণের নিকটে অবনতি, প্রশমন, অভিবাদন অভয়দান, দুর্ব্বলগণের অপরিভব, শরণাগতগণের অপরিত্যাগ, দৃঢ় সমাদান (নিত্য কর্ম্ম) এবং অনুৎসঙ্গ (অনুচিত আসক্তিবর্জ্জন) জন্য চিতান্তবাংশ বলে, চিরকাল স্বদোষ পরিতুলন, পরছিদ্র-পরদোষ-দর্শনবর্জ্জন, বিবাদের মূল ও পরভেদকর মন্ত্রণা-পরিহার, সুপ্রীতিনিসর্গ (সহজ সুন্দর) মন্ত্র, (মন্ত্রণা) সুনাবরূপে রক্ষিত বাক্‌কর্ম্মান্তজন্য সুসংবৃত্তস্কন্ধ বলে ইত্যাদি ইত্যাদি ■ ল, বি, ২৬ অ

বুদ্ধ দৃষ্টিতে পূজা

যে সকল প্রাণী আমাকর্ত্তৃক বুদ্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা সারিপুত্রের তুল্য যে কেহ তাহাদিগকে পূজা করিবে, কোটি-কল্প যাবৎ গঙ্গার যত বালুকা তৎসম পুণ্যরাশি লাভ করিবে অহোরাত্র যে ব্যক্তি হৃষ্টমনে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধের অর্চ্চনা করিবে, পূর্ব্বোক্ত পুণ্যানুষ্ঠান হইতে এ ব্যক্তি বিশেষ। * * * * এক জন তথাগতকেও যদি এক ব্যক্তি "অর্হতে নমঃ" বলিয়া

* আমরা আরও অনেক দূর অনুবাদ করিয়াও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সমুদায়াংশ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। কেন না অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এ দুই একত্র সংযোগ না করিলে এ সকল সকলের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন হইবে আমরা যত দূর প্রকাশ করিলাম ইহাতে আমাদিগের অভিপ্রায় এক প্রকার সিদ্ধ হইল. যাঁহারা সমুদায় দেখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা মূল গ্রন্থের অনুসরণ করিবেন এখনও সারটি ব্যাখ্যা অবশিষ্ট রহিল।

প্রসন্নচিত্তে এক বার প্রণাম করে, তাহা হইতেও তাহার শ্রেষ্ঠতর পুণ্য হয়। যদি সমুদায় প্রাণী বুদ্ধ হয়, এবং তাহাদিগকে পূর্ব্বে যে প্রকার অনেকে পূজা করিয়াছিল সেই প্রকারে দিব্য পুষ্প ও মনুষ্যলোকের উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা পূজা করে, তৎপরায়ণ লোক কল্যাণ লোক (প্রাপ্ত হইবে) ইত্যাদি ল, বি, ২৭ অ,।

গ্রন্থ সম্মাননা।

ললিতবিস্তরের পঠন পাঠনাদিতে এই সকল লাভ হয় —

অষ্ট ধর্ম্ম।

উৎকৃষ্ট রূপ, উৎকৃষ্ট বল, উৎকৃষ্ট পরিবার উৎকৃষ্ট প্রতিভা, উৎকৃষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্য, উৎকৃষ্ট চিত্তশুদ্ধি, উৎকৃষ্ট সমাধিসম্পৎ, উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞাবভাস।

অষ্ট আসন।

শ্রেষ্ঠের আসন, গৃহপতির আসন, চক্রবর্ত্তীর আসন, লোকপালের আসন, ইন্দ্রের আসন, বশবর্ত্তীর * আসন, ব্রহ্মার আসন, বোধিসত্ত্বের আসন

অষ্ট বাক্‌শুদ্ধি

যথাবাদিতা তথাকারিতা, আদেয়বচনতা, গ্রাহ্যবচনতা, মঞ্জু (মনোজ্ঞ) বচনতা, কলবিঙ্ক-রুত-স্বরতা, মধুরবচনতা, ব্রহ্মস্বরতা, সিংহঘোষাভিগর্জ্জিতস্বরতা, বুদ্ধস্বরতা †

---

* বশবর্ত্তী নাম দেবরাজ তাঁহার আসন

† বুদ্ধস্বরতা নবম হইতেছে বোধ হয় একবুদ্ধে সমুদায় মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহা স্বতন্ত্র সংখ্যামধ্যে পরিগণিত নাই

অষ্ট মহানিধান।

স্মৃতি, অগতি (?), গতি, ধারণী, প্রতিভান, ধর্ম্ম, বোধিচিত্ত *, প্রতিপত্তি

অষ্ট সম্ভার

দান, শীল, শ্রুত, সমথ, । বিদর্শন, পুণ্য, জ্ঞান, মহাকরুণা।

অষ্ট মহাপুণ্যতা।

রাজচক্রবর্ত্তিত্ব, দেবাধিপত্য, ইন্দ্রত্ব, সুযামদেবপুত্রত্ব, সন্তুষিতত্ব, সুনির্ম্মিতত্ব, বশবর্ত্তিত্ব, তথাগতত্ব

অষ্ট চিত্তনৈর্ম্মল্য।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, চতুর্ব্বিধ ধ্যান, চতুর্ব্বিধ আরূপ্যসমাপত্তি, পঞ্চ অভিজ্ঞা, সর্ব্ববাসনানুসন্ধান তিরোধান

অষ্ট ভয়নিবারণ।

রাজা, চোর, সর্প, দুর্ভিক্ষ, পরস্পর কলহ বিবাদ যুদ্ধ, দেবতা, নাগ ও যক্ষ, এবং সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে যে ভয় উপস্থিত হয় তাহার নিবারণ

বৌদ্ধদর্শন

স্বয়ম্ভু শাক্যমুনি কৌণ্ডিন্যকে সহস্র অযুত অঙ্গে সমুদ্গত ব্রহ্মস্বর এবং কিন্নরকণ্ঠনিঃসৃতগম্ভীরনিনাদসদৃশ বাক্যে বলিতে লাগিলেন,

---

ত্রিরত্নের ক্রমপরম্পরার উচ্ছেদ হয় না বলিয়া বোধিচিত্ত

পারিভাষিক শব্দ গুলি ধর্ম্মালোকোপায়ে সুস্পষ্ট হইবে।

যে বাক্য বহুকল্পকোটি পর্য্যন্ত সত্য সুভাষিত (বলিয়) নিয়ত (প্রসিদ্ধ থাকিবে) চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ ও জিহ্বা অনিত্য এবং অধ্রুব, শরীর ও মন দুঃখজনক, অনাত্মীয়, অপদার্থ, শূন্যস্বভাব, তৃণ ও প্রাচীর সদৃশ জড়স্বভাবসম্পন্ন, নিশ্চেষ্ট, এখানে আত্মাও নাই, নরও নাই, জীবও নাই। কারণরূপে প্রতীয়মান এই সমুদয় পদার্থ যথার্থ দৃষ্টিতে বিলীন হইয়া যায়, এবং আকাশের ন্যায় প্রকাশ পায়, (এ সকলের) কর্ত্তাও নাই জ্ঞাতাও নাই, (উৎপত্তির মূল) কর্ম্মও নাই, শুভ এবং অশুভ অনুষ্ঠান সমুদায় দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যায়, স্কন্ধ সমুদায় প্রতীত হইয়া দুঃখের উদয় হয়, তৃষ্ণাসলিল দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া উহা আরো প্রকাশ পায়, ধর্ম্মসমতাখ্য পন্থাযোগে দেখিলে অত্যন্ত ক্ষী[illegible] [illegible] দৃষ্ট হইয়া নিকর হইয়া [illegible] সঙ্কল্প বিকল্পজনিত অপ্রণিধান হইতে অবিদ্যা সমুৎপন্ন হয় যে কেহ অবিদ্যার জন্মদাতা সেই সংস্কারের কারণ প্রদান করে, ইহার (অন্যত্র) সংক্রমণ নাই (সংস্কারের) সংক্রমণ প্রতীতি হইতেই বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয় বিজ্ঞান হইতে নামরূপ সমুৎপন্ন হয় নাম ও রূপ হইতে ষড়িন্দ্রিয়ের উদয় হয়, ষড়িন্দ্রিয়ের একত্র সম্মিলন স্পর্শনামে উক্ত হয়, স্পর্শ হইতে ত্রিবিধ বেদনা প্রবর্ত্তিত হয় যাহা কিছু বেদনানুভব হয়, তৎসমুদায় তৃষ্ণা শব্দকারে কথিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বেদনা হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তৃষ্ণা হইতে সমুদায় দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি (তৃষ্ণাজনিত) উপাদান হইতে সমুদায় ভবপ্রবৃত্তি (জন্ম), ভবপ্রবৃত্তি হইতে জাতি উদিত হয় জাতি হইতে জরা ব্যাধি দুঃখ উৎপন্ন হয় এই ভবপিঞ্জরে উপপত্তি এক প্রকার নয় বিবিধ জগতের প্রত্যয় হইতে এইরূপে সমুদায় হয় জীবাত্মাও নাই, সংক্রমকও কেহ নাই যাহাতে সং[illegible]

নাই, বিকল্প নাই, যোনি নাই, নাম নাই, অথচ প্রণিধান আছে, যেখানে অবিদ্যা থাকে না। যাহার অবিদ্যা নিরোধ হয়, সমুদায় ভবাঙ্গ ক্ষয় হয়, ক্ষীণ হয় ক্ষয় নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে প্রতীতি হইতে তথাগত দ্বারা বুদ্ধ হন, স্বয়ম্ভু বুদ্ধ আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, স্কন্ধ, আয়তন ধাতু, এ সকলকে বুদ্ধ বলি না, (যেখানে) অন্যত্র কারণ অনুভূত হয় না, সেই স্থলে বুদ্ধ হন। এখানে পরবর্ত্তী তীর্থিকগণের (পথ) নির্ব্বাণের ভূমি নাই। ঈদৃশ শূন্যবাদ ধর্ম্মযোগে যাঁহারা পূর্ব্ববুদ্ধের চরিত লাভ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এ ধর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ। এইরূপে কৌণ্ডিন্য বিদিত দ্বাদশাকার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল এবং রত্নত্রয় নিষ্পন্ন হইল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ, এই রত্নত্রয় ব্রহ্মপুরের আলয় পর্য্যন্ত শব্দ (শাস্ত্র) পরম্পরা ক্রমে সমাগত। ল, বি, ২৬ অ।

অষ্টোত্তর শত।

ধর্ম্মালোকোপায়

অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার সেই মহতী দেবসভা দর্শন করিয়া বলিলেন "হে মহাভাগগণ, ইহলোক হইতে ভূলোকে গমনকালে দেবতাগণের ইর্য্যান্তিক ধর্ম্মালোকোপায় শ্রবণ কর, যাহা বোধিসত্ত্বগণ এই সকল দেবপুত্রগণকে বলিয়াছেন। হে মহাভাগগণ, ধর্ম্মালোকোপায় অষ্টোত্তর শত, যাহা অবশ্যই ভূতলে গমনকালে বোধিসত্ত্বকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টোত্তর শত কি কি? হে মহাভাগগণ, শ্রদ্ধা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অভেদ্যচিত্ততা অর্থাৎ চিত্ত অভিন্নভাবে একই বিষয়ে স্থিতি করে, প্রসাদ ধর্ম্মা-

লোকোপায়, ইহা দ্বারা অনির্ম্মলচিত্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়; প্রামোদ্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ হয়; প্রীতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি উপস্থিত হয়, কায়সংবরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ত্রিবিধ কায়ের পরিশুদ্ধি হয়; বাক্য-সংবরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চারি প্রকার বাগ্‌দোষ পরিহার হয়, মনঃসংবরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অভিঘাত দ্রোহচিন্তা মিথ্যাদৃষ্টি তিরোহিত হয়, বুদ্ধানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দৃষ্টিশুদ্ধি হয়, ধর্ম্মানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মো-পদেশবিশুদ্ধি হয়, সঙ্ঘানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ন্যায়ের (বিচারের) হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, ত্যাগানু-স্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় উপাধির প্রতি নিঃসঙ্গ-ভাব উপস্থিত হয়; শীলানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রণি-ধান পূর্ণতা লাভ করে; দেবানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্ত উদার হয়, মৈত্রী ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা গর্ব্বোপাদিক পুণ্যক্রিয়া এবং বস্তুবিষয়ে সম্যক্‌চিন্তা প্রবর্ত্তিত হয়, করুণা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অহিংসা উপস্থিত হয়; মুদিতা ধর্ম্মা-লোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় উদ্যম সমাকৃষ্ট হয়, উপেক্ষা ধর্ম্মা-লোকোপায়, ইহা দ্বারা কামবিষয়ে জুগুপ্সা উপস্থিত হয়, অনিত্য প্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কামরূপ্য অর্থাৎ যখন যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ রূপধারণে সামর্থ্য এবং অরূপ্যরাগ অর্থাৎ ক্ষয়শীল স্বর্গাদির প্রতি অনুরাগ, এ দুই নিবৃত্ত হয়, দুঃখ প্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মা লোকোপায়, ইহা দ্বারা বিষয়াভিনিবেশের উচ্ছেদ হয়, অনাত্ম-প্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আপনার প্রতি অভিনিবেশ তিরোহিত হয়, শান্তপ্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কোন

একটি বিষয়ের অনুসরণ এবং তাহার তত্ত্বোদ্ভাবন উপস্থিত হয়, হ্রী ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অধ্যাত্মোপশম অর্থাৎ তদ্বিষয়ের অভিমান নিবৃত্ত হয়, অপত্রাপ্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বহিঃপ্রশম অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের অভিমান নিবৃত্ত হয়; সত্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দেব ও মনুষ্যমধ্যে অবিসংবাদ উপস্থিত হয়, ভূত (ঠিক যেমন তেমনি দেখা) ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আপনার সঙ্গে আপনার অবিসংবাদ উপস্থিত হয়, ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মের দিকে গতি হয়; ত্রিশরণ * গমন ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ত্রিবিধ অপায় অতিক্রম করিতে পারা যায়, কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যাহা কিছু কুশল সাধিত হয় তাহার মূল প্রণষ্ট হয় না, কৃতবেদিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা পরের প্রতি সম্মাননা উপস্থিত হয়; আত্মজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আত্মার গূঢ় সামর্থ্য সকল উদ্ভূত হয়, সত্ত্বজ্ঞানতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অপরের বিপৎসহ একতা উপস্থিত হয়, ধর্ম্মজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মানুধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান সমুপস্থিত হয়; কালজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনিষ্ফল দৃষ্টি হয়, নিহতমানতা ধর্ম্মালোকোপায় ইহা দ্বারা জ্ঞানসম্পন্নতা পূর্ণতালাভ করে, অপ্রতিহতচিত্ততা ধর্ম্মালোকোপায়, আত্মাতে যে বল লাভ হয় তাহা রক্ষা করিতে পারা যায়, অনুপনাহ (বন্ধনশূন্যতা) ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিষ্ক্রিয় হওয়া যায়; অধিমুক্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধতার পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, অশুভপ্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কাম ও বিতর্ক বিনষ্ট হয়,

---

* ত্রিশরণ শব্দের আভিধানিক অর্থ রক্ষা সুতরাং ত্রিশরণ গমন ইহার অনুবাদ বুদ্ধের অনুসরণ অনায়াসে করা যাইতে পারে

অব্যাপাদ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দ্রোহচিন্তা ও বিতর্ক বিনষ্ট হয়, অমোহ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সকল প্রকারের অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়, ধর্ম্মার্থিকতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা (যথার্থ) অর্থের দিকে গতি হয়, ধর্ম্মকামতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা লোক অধিকৃত হয়; শ্রুতপর্য্যেষ্টি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যোনি-শোধন এবং ধর্ম্ম প্রত্যবেক্ষণ উপস্থিত হয়, সম্যক্ প্রয়োগ ধর্ম্মালো-কোপায়, ইহার দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধি হয়, নামরূপপরিজ্ঞান ধর্ম্মালো-কোপায়, ইহা দ্বারা সকল প্রকারের আসক্তি অতিক্রম করিতে পারা যায়, হেতুদৃষ্টিসমুদ্ঘাট ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বিদ্যা ও অধিমুক্তি অধিকৃত হয়, অনুনয়প্রতিঘপ্রহাণ অর্থাৎ যথার্থ সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতিরোধী ভাবের বিনাশ ধর্ম্মালোকোপায়, উহা দ্বারা উৎ-পত্তি ও নূতন নামলাভের অভাব হয়; স্কন্ধকৌশল্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দুঃখপরিজ্ঞান উপস্থিত হয়; ধাতুসমতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা (দুঃখস্কন্ধের) সমুদয় বিনষ্ট হয়, আয়তনাপকর্ষণ ধর্ম্মা-লোকোপায়, ইহা দ্বারা মার্গচিন্তা সমুপস্থিত হয়, অনুৎপাদক্ষান্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিরোধ সাক্ষাৎকার হয়, কায়গতিস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কায়বিবেক উপস্থিত হয়; বেদনাগতানু-স্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় অবদিত (নিন্দিত) বিষয়ের বিরাম হয়, চিত্তগতানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায় ইহা দ্বারা মায়োপচিত বিষয় সকলের প্রত্যবেক্ষণ হয়, ধর্ম্মগতানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বিতিমির জ্ঞান উপস্থিত হয়, চারি সম্যক্ ধর্ম্মালোকো-পায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অকুশল ধর্ম্মের বিনাশ এবং সর্ব্বপ্রকার কুশলের পরিপূর্ণতা হয়, চারিঋদ্ধিপাদ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা শরীর ও চিত্তের লঘুতা উপস্থিত হয়, শুদ্ধেন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়,

ইহা দ্বারা অপরের প্রতি প্রণয়বশ্যতা হয়, বীর্য্যেন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুচিন্তিত জ্ঞান উপস্থিত হয়, স্মৃতীন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুকৃতকর্ম্মতা হয়, সমাধীন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্তের বিমুক্তিলাভ হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান জন্মে; শ্রদ্ধাবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা মারবল অতিক্রম করিতে পারা যায়; বীর্য্যবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অপরিবর্ত্তনশীলতা উপস্থিত হয়; স্মৃতিবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অসংহার্য্য হয়, সমাধিবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিতর্ক বিনষ্ট হয়, প্রজ্ঞাবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনবমৃদ্যতা (অপরিমর্দ্দনীয়তা) উপস্থিত হয়; স্মৃতিসম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যথাবৎ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়; ধর্ম্ম প্রবিচয় সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় ধর্ম্মের পরিপূর্ত্তি হয়; বীর্য্য সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা সুবিচিত্ত বুদ্ধি সমুপস্থিত হয়; প্রীতি সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্তাতে একতা হয়, প্রশ্রব্ধি সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কৃতকরণীয়তা উপস্থিত হয়, সমাধি সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সম তানুরোধ জন্মে উপেক্ষা সমাধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের উপপত্তির প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয়, সম্যক্ দৃষ্টি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ন্যায়ের (বিচারের) হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, সম্যক্ সঙ্কল্প ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় প্রকারের কল্প বিকল্প পরিকল্পের বিনাশ হয়, সম্যক্ বাক্ ধর্ম্মালোকোপায় ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকারের অক্ষর, শব্দ ও নিনাদ বাক্‌পথে নিনাদিত হইয়া কেবল সমভাবই বোধ উৎপাদন করে, সম্যক্ কর্ম্মান্ত ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা স্বকর্ম্মবিপাক উপস্থিত হয়,

সম্যক্ আজীব ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার (ভোগজনিত) হর্ষের বিরাগ হয়, সম্যক্ ব্যায়াম ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা পর-পারে গমন হয়, সম্যক্ স্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায় ইহা দ্বারা মন হইতে অসাকল্য স্মৃতি তিরোহিত হয়, সম্যক্ সুসমাধি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অকোপ্য (অবিচলিত) চিত্ত সমাধি অধিকার করে; বোধিচিত্ত ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা তিন বংশের অনুচ্ছেদ উপস্থিত হয়, আশয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা হীন যানের প্রতি অস্পৃহা হয়, অধ্যাসযোগ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা উদার বুদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন হয়, প্রয়োগ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কুশল ধর্ম্মের পরিপূর্ণ হয়, দানপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা লক্ষণ প্রকাশক বুদ্ধক্ষেত্রের পরিশুদ্ধি এবং মৎসর স্বভাবের মাৎসর্য্যপরি-হার হয়, শীলপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বক্ষণ যে অপায় উপস্থিত হয় তাহা অতিক্রম করা যায়, দুঃশীল স্বভাবের দুঃশীলতা পরিহার হয়; ক্ষান্তি পারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বদ্রোহাচরণ, নিখিল দোষ, মান মদ ও দর্প বিনষ্ট হয়, দ্রোহানুরক্ত চিত্তের তৎস্বভাব পরিহার হয়; বীর্য্যপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ কুশলমূল ধর্ম্মালোকোপায়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এবং একান্ত অবসন্ন স্বভাবের তদ্দোষ পরিহার হয়; ধ্যান পারমিতা ধর্ম্মালোকোপায় ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ জ্ঞানবিষয়ে অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয় বিক্ষিপ্তচিত্তের তৎস্বভাব পরিহার হয়; প্রজ্ঞাপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অবিদ্যা মোহ, তম ও অন্ধকারাধিকৃত দৃষ্টি তিরোহিত হয়, দুষ্প্রজ্ঞ স্বভাবের পরিপাক হয়, উপায় কৌশল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যে প্রাণী যে প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে তাহার উপায় ■ পথ প্রদর্শন হয়, এবং

সর্ব্ব বুদ্ধধর্ম্মের অবিলোপ উপস্থিত হয়, চারি সংগ্রহ বস্তু ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সত্ত্বসংগ্রহ, সম্বোধিপ্রাপ্তি, এবং ধর্ম্মপ্রত্যবেক্ষণ হয়, সত্ত্ব বিপাক ধর্ম্মালোকোপায় ইহা দ্বারা অনাত্মসুখে চিত্তের একতানতা তিরোহিত, এবং (তাহাতে) ক্লেশ উপস্থিত হয়, সদ্ধর্ম্ম-পরিগ্রহ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বার সর্ব্ববিধ স্বভাবিক ক্লেশের বিনাশ হয়, পুণ্যসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমগ্র স্বভাবের উপজীব্য লাভ হয়, জ্ঞানসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দশবল পরিপূরণ হয়, সমর্থসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায় ইহা দ্বারা তথাগতের সমাধি অধিকৃত হয়, বিদর্শনসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রজ্ঞাচক্ষু অধিকৃত হয়, প্রতিসংবিৎ অবতার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মচক্ষু অধিকৃত হয়, পরিসরণাবতার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বুদ্ধচক্ষুঃ বিশুদ্ধি হয়, ধরণী প্রতিলম্ভ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় বুদ্ধবচনের ধারণা হয়, প্রতিভানপ্রতিলম্ভ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুভাষিতকরণক সমুদায় সত্ত্বের সন্তোষ সাধন হয়, আনুলোমিক ধর্ম্মক্ষান্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় বুদ্ধধর্ম্মের অনুলোমনতা (সামঞ্জস্য) সম্পাদন হয়, অনুৎ-পত্তিক ধর্ম্মক্ষান্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা (ধর্ম্ম) প্রকাশনে সামর্থ্য লাভ করা যায়, অবৈবর্ত্তিক ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় বুদ্ধধর্ম্মের পরিপূরণ হয়, ভূমি হইতে ভূমিসংক্রান্তি জ্ঞান ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞগণের জ্ঞানাভিষেক প্রাপ্ত হওয়া যায়, অভিষেকভূমি ধর্ম্মালোকোপায়, * ইহা দ্বারা অবক্রমণ (অবতরণ) জন্ম, নিষ্ক্রমণ, দুষ্কর চর্য্যা, বোধিমণ্ডোপসংক্রমণ, মারধর্ষন

---

* এইটি অধিক হইতেছে বোধ হয় সমুদায়ের সমষ্টিতে ইটি উপস্থিত হয় বলিয়া স্বতন্ত্র পরিগণিত হয় নাই

বোধিবিবোধন, ধর্ম্মচক্রপবর্ত্তন, মহাপবিনির্ব্বাণ সন্দর্শন উপস্থিত হয় হে মহাভাগগণ, এই সেই অষ্টাত্তর শত ধর্ম্মালোকোপায়, যাহা অবশ্য বোধিসত্ত্ব পৃথিবীতে আগমন কালে দেবসভায় প্রকাশ করিয়াছেন ল, বি, ■ অ

সগুণবাদ।

তেবিজ্জ (ত্রৈবিদ্য) সূত্রের সার *

এক সময়ে মহাত্মা শাক্য পাঁচ শত শিষ্য সমভিব্যাহারে কোশল রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণের নিবসতি মনসাকট গ্রামের দক্ষিণ অচিরবতী নদীর কূলে চূতবনে আসিয়া অবস্থিতি করেন এই সময়ে বাশিষ্ঠ এবং ভারদ্বাজ নামা দুই জন ব্রাহ্মণ যুবা কি প্রকারে ব্রহ্মসাযুজ্য-(ব্রহ্মসহ একতা) লাভ হয় এতৎ-সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত করে এক জন তৎসমকালের উপাধ্যায় তারুক্ষ, অপর জন উপাধ্যায় পুষ্করসাদির মত অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে না। বুদ্ধদেবের খ্যাতিতে তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহারা এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিবার জন্য তাঁহার সমীপে আগমন করিল ব্রহ্মসাযুজ্যলাভের সহজ পন্থা কি, উভয়ে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে গোতম বলিলেন, তোমরা উভয়েই স্ব স্ব পন্থাকে ঠিক বলিতেছ, তবে আর বিবাদ কেন? তাহারা উত্তর করিল, অধ্বর্য্যু, তৈত্তিরীয়, ছন্দোগ, ছান্দস, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শন করেন, অথচ এক গ্রামে প্রবেশ করিবার যেমন বহু পথ থাকে, এ স্থলে তেমনই। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি,

* ১৮০৪ শকের ১৩ই চৈত্রের "ধর্ম্মতত্ত্বে" প্রকাশিত হয়

ইহাদিগের সকল পন্থাই কি মুক্তিপ্রদ? সকল পন্থা দিয়াই কি ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ হয়। গৌতম বলিলেন, তোমরা সকল পন্থাকেই কি ঠিক বল? তাহারা উত্তর করিল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিবেদবিৎ প্রাচীন ঋষিগণ বেদবক্তা, বেদশিক্ষক, বেদব্যাখ্যাযী, তাঁহারা অথবা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের সপ্তমপুরুষ মধ্যে কেহ কি ব্রহ্মাকে* সাক্ষাৎ দর্শন-করিয়াছেন? তাহারা উত্তর করিল, না। তিনি বলিলেন, তবে ত্রিবেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিতেছেন, "যাঁকে আমরা জানি না, যাঁকে আমরা দেখি নাই, তাঁর সঙ্গে কি প্রকারে যোগ হয় তার পথ আমরা দেখাইতে পারি। এই সোজা পথ, এই পথে তাঁর কাছে যাওয়া যায়, এইরূপ কাজ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ হয়।" একি মূর্খের কথা নহে? দশ জন অন্ধ যদি হাত ধরাধরি করিয়া চলে, তাহাদিগের অগ্রবর্ত্তী, পশ্চাদ্বর্ত্তী বা মধ্যবর্ত্তী কেহ কি দেখিতে পায়? ইহারা সূর্য্যের স্তব করে, চন্দ্রের স্তব করে, প্রার্থনা করে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারে, এই সোজা পথে চন্দ্র বা সূর্য্যের সঙ্গে মিলিত হইতে পারা যায়? এক জন এক নারীর প্রতি মুগ্ধ। তাহাকে তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাহার প্রতি মুগ্ধ তাহার নাম কি, তাহার বংশ কি, সে দীর্ঘকায় না খর্ব্বকায়, তাহার বর্ণ কি, কোথায় তাহার নিবাস? সে উত্তর করিল, আমি ইহার কিছুই জানি না, অথচ ভাল বাসি। এ ব্যক্তি কি মূর্খ নয়? এক ব্যক্তি এক অট্টালিকায় আরোহণ

* সর্ব্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভ, বিরাট সর্ব্বজগতে প্রবিষ্ট পুরুষ (শুদ্ধ জীব) ব্রহ্মা সকলের উপাস্য ছিলেন। পরিশেষে শিব ও বিষ্ণু তাঁহার স্থলাধিকার করিয়াছেন। আমি স্রষ্টা এই অভিমানযুক্ত মায়োপহিত চৈতন্য শঙ্করমতে ঈশ্বর। ইনিই ব্রহ্মা, শুদ্ধজ্ঞানোদয়ে ইঁহার অস্তিত্ব থাকে না। বেদান্তসিদ্ধ সময়ে ব্রহ্মাই সগুণোপাসনার বিষয়। সুতরাং তিনিই গৌতম কর্তৃক এস্থলে গৃহীত হইয়াছেন।

করিবার জন্য অধিরোহণী নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহাকে এক জন জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে অট্টালিকায় আরোহণ করিবার জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিতেছ, সে গৃহ কোন্ দিকে, কি আকার, তাহার উচ্চতা গভীরতা কত বল। সে বলিল, আমি ইহার কিছুই জানি না, অথচ তাহাতে আরোহণ করিব। এ ব্যক্তি কি মূর্খ নয়? এক জন নদীর কূলে দণ্ডায়মান। পার হইবার জন্য যদি সে অপর কূলকে আহ্বান করে, তবে কি সে মূর্খ নহে। অথচ এই সকল ব্রাহ্মণেরা যে সকল গুণ অভ্যাস করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, সে সকল না করিয়া যে সকল গুণ অভ্যাস করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না সেই সকল অভ্যাস করে, এবং বলে "হে ইন্দ্র, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে বরুণ, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে ঈশান, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে প্রজাপতে, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে যম, আমরা তোমায় আহ্বান করি।" নিশ্চয়ই ইহারা আহ্বান করে, প্রার্থনা করে, আশা করে, স্তব করে বলিয়া মৃত্যুর অন্তে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিতে পারে না। এক জন নদীপারে আসিয়া নদীপার হইবে মনে করে, অথচ তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সে কি পার-হইতে পারে? শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বন্ধনে আবদ্ধ, কাম, হিংসা, আলস্য, অভিমান, ও সংশয়ের আবরণে আবৃত, তত্ত্ববিষয়ে বিঘ্ন-সঙ্কুল, অথচ ব্রাহ্মণের সদ্গুণাভ্যাসে বিরত, তদ্বিপরীত গুণাভ্যাসে সর্ব্বদা নিরত, এমন লোক মৃত্যুর অন্তে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিবে, ইহা মূলেই অসম্ভব। আচ্ছা, ব্রহ্মার কি স্ত্রী আছে, ধন আছে, ক্রোধ আছে, তিনি কি অবিশুদ্ধচেতা, তিনি কি অবশীভূতাত্মা? তাহারা উত্তর করিল, না। তিনি বলিলেন, যাঁহার

এ-সকল নাই, তাঁহার সঙ্গে যাহাদিগের এ সকলই আছে তাহা-দিগের সাযুজ্যলাভ কি প্রকারে হইবে? যেখানে উভয়ের মধ্যে ঈদৃশ বিপরীত গুণ, সেখানে মিলনের সম্ভাবনা নাই এ জন্যই বেদবিদ্‌গণের জ্ঞানকে মরুভূমি, পথবর্জ্জিত অরণ্যানী, এবং বিনাশের কারণ বলা যায় মনে কর, এক জন এই মনসাকটে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহার নিকটে কি ইহার কোন পথ অজ্ঞাত বা সংশয়ের বিষয়? তাহার যদিও অজ্ঞাত বা সংশয়ের বিষয় হয়, তথাপি জানিও কোন্ পথে ব্রহ্মলোকে গমন হয়, এ সম্বন্ধে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তথাগতের সংশয় হইতে পারে না কেন না ব্রহ্মা, ব্রহ্মলোক, কোন্ পথে সেই লোকে যাওয়া যায়, আমি জানি এমন কি কে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কে তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমার বিদিত তথাগত এই জন্যই লোকশিক্ষার নিমিত্ত সময়ে সময়ে পৃথিবীতে সমাগত হন

অনন্তর মহামতি গৌতম ব্রাহ্মণযুবকদ্বয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ভূতানুগ্রহ, মধুর বচন, অগ্রাম্য মিত বাক্য, অপ্রতিগ্রহ প্রভৃতি উপদেশ-করিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ইহার বিপরীত আচরণ প্রদর্শন-করিলেন অনেক শ্রমণ ব্রাহ্মণ অনুগত শিষ্যগণের মস্তকে-পদার্পণ করিয়া পান ভোজন আমোদ প্রমোদ অক্ষক্রীড়া উচ্চাসন গন্ধদ্রব্য বসন ভূষণ প্রভৃতিতে আসক্ত, জ্ঞানাভিমানে পরপরাভবে নিযুক্ত, আজ্ঞাধীন ভৃত্যের ন্যায় ধনলোভে পরের দাসত্বে রত, গ্রহা-দির গণনা দ্বারা ভবিষ্যৎ কথন, বন্ধ্যাত্বাদিনিবারণজন্য ঔষধ কবচাদি-দান, ইত্যাদি ছল বঞ্চনায় নিরত প্রতিমোক্ষের নিয়মানু-

যায়ী ব্যক্তিগণ কখন একপ নহে। নিয়ত ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ইহাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অসীম প্রেম, করুণা, সহানুভূতি ও সমতা উপস্থিত হয় এবং এই সকল গুণে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ হয়। ব্রহ্মার স্ত্রী নাই, ধন নাই, ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, অবিশুদ্ধচিত্ততা নাই, তিনি সংযতাত্মা, ভিক্ষুও সেইরূপ। অতএব ভিক্ষুই ব্রহ্ম-সাযুজ্যলাভ করিবেন ■

বুদ্ধ যথার্থই কি নিরীশ্বরবাদী †।

বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে দুই পক্ষ দাঁড়াইয়াছেন। এক পক্ষ বলিতেছেন, বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী, অপর পক্ষ বলিতেছেন, তিনি সেশ্বরবাদী। আমরা চিরকাল মধ্যপথাবলম্বন করিয়া আসিয়াছি এবং চিরদিন তাহাতেই থাকিব। আমাদিগের এ পথে সমুদায় বিবাদের মীমাংসা হইবে। আমাদিগের অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ-করিবার কারণ উপস্থিত না হইলেও অদ্য আমরা এ প্রস্তাব বাধ্য হইয়া অবতারণ করিতেছি।

"ইয়ং পুনর্জনতা প্রণয় ব্রহ্ম তেন অধীষ্ট প্রবর্ত্তয়ি চক্রম্।"

ললিতবিস্তরের ২৫ অধ্যায়স্থ এই গাথার টিপ্পনীতে "ব্রহ্ম তেন অধীষ্ট প্রবর্ত্তয়ি ব্রহ্মণি তেনাধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়িষ্যামি" এইরূপ ব্যাখ্যাত হওয়াতে আমরা যে প্রকার অর্থ বুঝিয়াছিলাম, বিখ্যাত

■ মহাসুদস্সন (মহাসুদর্শন) সূত্রে শাক্য বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বজন্মে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। সে জন্মে সদ্গুণ এবং ব্রহ্মবিহার (প্রেম, করুণা, সহানুভূতি, সমতা) লাভ করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিয়াছিলেন। এজন্মে ব্রহ্মে স্থিতি তিনি স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং সগুণসহ একত্বের পর নির্গুণব্রহ্মে স্থিতি শাক্যের অভিমত বলিয়া প্রতীত হয়।

† ১৮০৬ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের "ধর্ম্মতত্ত্ব"

ফরাসি পণ্ডিতকৃত তিব্বত ভাষায় অনুবাদিত ললিতবিস্তরের অনুবাদ তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে স্থতরাং এই গাথার প্রকৃতার্থনির্ণয়করিবার জন্য আমাদিগকে ললিতবিস্তরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছে এই পর্য্যালোচনা দ্বারা যাহা স্থির হইয়াছে অদ্য আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি এতদ্দ্বারা এই গাথাসম্বন্ধে সাধু অঘোরনাথ এবং আমাদিগের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বিপর্য্যস্ত হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত নহি কেন না আমরা কোন কারণে সত্যের বিরোধে নিজ সংস্কারে বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহি না

উপরিউক্ত অনুবাদ তিব্বত ভাষার অনুবাদ অবলম্বন করিয়া নিষ্পন্ন স্থতরাং বলা যাইতে পারে প্রাচীন বৌদ্ধ অনুবাদক এবং তাঁহার সম্প্রদায়স্থ লোকেরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কোন বাধা উপস্থিত না হইলে তাহাই গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ গাথায় "ব্রহ্ম" শব্দ যে অবস্থায় আছে, তাহাতে ক্লীবলিঙ্গ "ব্রহ্ম" শব্দ বলিয়া সহজে প্রতীত হয় বস্তুতঃ এটি ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দ নহে, কেন না অন্যান্য অনেক গাথায় পুংলিঙ্গ ব্রহ্মাশব্দ ক্লীবলিঙ্গের আকারে আছে, যেমন, ষষ্ঠাধ্যায়ে "যতো গৃহীত্ব ব্রহ্ম ওজো বোধিসত্বোপনাময়ী" ইত্যাদি গাথার ভাষায় ব্রহ্মাস্থলে ব্রহ্ম, গৃহীত্বা স্থলে গৃহীত্ব যথাস্থলে যথ ইত্যাদি অনেক স্থানে লক্ষিত হয়। অধিকন্তু,

"এবঞ্চ অযু ধর্ম্ম প্র'হ্ম যে স্যাৎ স চ মম এক ক্রমে
নিপত্য যাচেৎ"

এই অংশে আমাদিগের অবলম্বিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত সংস্কৃত ললিতবিস্তরে "স চ" স্থলে ব্যাখ্যায় "তচ্চ" করা হইয়াছে, ইহাতে শ্লোকস্থ ব্রহ্মশব্দ ক্লীবলিঙ্গ নিষ্পন্ন

হইয়া ভ্রম আরো বদ্ধমূল হইয়াছে বস্তুতঃ এখানকার "স চ" এই পদ দ্বারা ব্রহ্ম শব্দ যে এখানে পুংলিঙ্গ তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। এইরূপ লিঙ্গপরিবর্ত্তনে "স চ ব্রহ্ম (ব্রহ্মা) মম ক্রমে (পদে) নিপত্য যাচেৎ" এইরূপ অন্বয় দ্বারা অর্থ নিষ্পন্ন হয় এ অর্থ নিষ্পত্তির অনুকূল সমুদায় অধ্যায়, কেন না তৎপরেই বর্ণিত আছে, দশত্রিসাহস্রমহাসাহস্রাধিপতি শিখী মহাব্রহ্মা বুদ্ধের আন্তরিক বিতর্ক বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন, তাঁহার পদবন্দনা করিলেন, এবং ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য একান্ত অনুনয় বিনয় করিলেন

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, আমাদিগের অবলম্বিত গ্রন্থের সম্পাদক দেশের সুপ্রসিদ্ধ বহুভাষাজ্ঞ এক জন বহুদর্শী পণ্ডিত, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির ভ্রম হইল কেন? এ ভ্রম তাঁহার, কি তাঁহার শিক্ষক পণ্ডিত বিশ্বনাথ শাস্ত্রী * মহোদয়ের, আমরা জানি না; কিন্তু এরূপ ভ্রম হিন্দুশাস্ত্রকর্তৃক হৃদয় গ্রন্থপাকাপ্রযুক্ত হইয়াছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই "অধীস্থ" এই পদ দেখিলেই স্বভাবতঃ "ব্রহ্মণি অধিষ্ঠায়" এই অর্থ উপস্থিত হয় কোন হিন্দু এ প্রকার অর্থ না করিয়া থাকিতে পারেন না, কেন না তাঁহার পঠিত সকল শাস্ত্রেই এই প্রকার প্রয়োগের বাহুল্য যদি ললিতবিস্তরের অন্যত্র এরূপ অর্থ না হইবার পক্ষে আমরা প্রমাণ না পাইতাম, তাহা হইলে এ অর্থ কিছুতেই অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইত না। ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,

"সব্রহ্মা। সহ সুরৈরবধিষ্ঠো বর্ত্তয়াস্য ইমং চক্রম্"

---

* শাস্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলাপ ছিল, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যে আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে

"ব্রহ্মা এবং দেবগণ সহকারে অধিষ্ঠিত হইয়া এই চক্র ও বর্ত্তিত করিবেন" সুতরাং ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণসহকারে একত্র হইয়া ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনাবিষয়ে অভিপ্রায়ই পূর্ব্ব গাথায় অভিপ্রেত হইয়াছে

এখন সবলে বলিবেন, আমরা একটি প্রসিদ্ধ গাথার অংশকে নিরীশ্বরবাদে (?) নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত সমূলে উৎপাটন করিলাম, এখন আর আমাদিগের মধ্যপথে দণ্ডায়মানথাকিবার উপায় নাই, এই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের এই মধ্যপথ ছাড়িতে হইতেছে আমরা বলি, আমাদিগের অবলম্বিত পথ ও তদুচিত সিদ্ধান্ত এ অংশের রূপান্তর অর্থান্তরে কিছুমাত্র খণ্ডিত হয় নাই কেন হয় নাই, আমরা তাহ প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিতেছি

সমুদয় ললিতবিস্তরে আমাদিগের চক্ষে ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দ নিপতিত হয় নাই সে কালে নিগুর্ণবাদ ছিল না এ কথা বলা যায় না, কেন না পুরুষবাদের খণ্ডনকালে স্বয়ং বুদ্ধ বলিয়াছেন, মূর্ত্তিং ন মূর্ত্তিমগুণং গুণিনং তথৈব" "সেই পুরুষকে তাহারা মূর্ত্তি বলে অমূর্ত্তি বলে, অগুণ বলে গুণী বলে" শাক্যকে আমরা যথার্থ নিগুর্ণবাদী বলি, এবং ইনি বর্ত্তমান অদ্বৈতবাদী নিগুর্ণ বাদিগণের এক প্রকার জনক ইনি ঋষিগণের নিগুর্ণবাদে সন্তুষ্ট হন নাই, কেন না তাহা পুরুষেতে আরোপিত হইয়াছে নির্বিজ্ঞ সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি শাক্যের সগুণ পক্ষও ছিল সে সিদ্ধান্তও কেন খণ্ডিত হইতেছে না, এ প্রস্তাব তাহাও প্রদর্শন করিবে

শাক্যের সময়ে বর্ত্তমান ব্রহ্মবাদের প্রচার ছিল না, ইহা অনুমানকরিবার বিলক্ষণ কারণ আছে কেন না তৎকালের

সাধকেরা আত্মশুদ্ধি হইলে উপাস্য বলিয়া যাঁহাদিগকে অবলম্বন করিতেন, তন্মধ্যে ব্রহ্ম উল্লিখিত হন নাই ললিতবিস্তরের সপ্তদশ অধ্যায়ে তাৎকালীন আর্য্যগণের উপাস্য ও নমস্য মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু *, দেবী, কুমার মাতৃকা কাত্যায়নী, চন্দ্র, আদিত্য, বৈশ্রবণ, বরুণ, বাসব, অশ্বিন, (অশ্বিনীকুমার ?) নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, গরুড, কিন্নর, মহোরগ, রাক্ষস, প্রেত, ভূত, কুম্ভাণ্ড, পার্ষদ, গণপতি, পিশাচ, দেবর্ষি, রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি উল্লিখিত হইয়াছেন ললিতবিস্তর-এবং-ত্রিবিজ্জসূত্র-পাঠে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্মাই তৎকালে সর্ব্বপ্রধান উপাস্য ছিলেন প্রাচীন-কালে ব্রহ্মশব্দে সর্ব্বপ্রধান পুরুষ বুঝাইত এবং উহা পুংলিঙ্গই ছিল, অথর্ব্ববেদ ইহার বিশেষ প্রমাণ স্থল

"যঃ শ্রমাৎ তপসোজাতো। লোকান্ সর্ব্বান্ সমানশে
সোমং যশ্চক্রে কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ"

"যো ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি
স্বর্ যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ"

শাক্য প্রচলিত আর্য্যধর্ম্মের সংস্করণ করিতে উদিত হইলেন, সুতরাং তিনি প্রাচীন আর্য্যগণের পূজনীয় স্রষ্টা ব্রহ্মাকে অধঃকরণ করিয়া তৎস্থলে নিগুর্ণচিন্মাত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন, ইহা কিছু

---

* নারায়ণ সেকালে নিত্যত্বাদির উপমাস্থল ছিলেন, ললিতবিস্তরের অনেক গাথায় দেখিতে পাওয়া যায় এই উপমাতেই বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্মাকে অধঃকরণ করিয়া নারায়ণের প্রাধান্যলাভের সময়ের তৎকালে উপক্রম হইয়াছিল

† ব্রহ্মার তপ হইতে জন্মগ্রহণ বেদসিদ্ধ সুতরাং তপস্যার দ্বারা কেহ গুণাতীত হইলে ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিবেন, ইহা বেদবিরুদ্ধ নহে শাক্য তপস্যার পরাকাষ্ঠায় গমন করিয়া ব্রহ্ম হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক

অসম্ভব ব্যাপার নহে। এ বিষয়ে উপনিষৎ তাঁহাকে সাহায্য করে নাই ইহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু উপনিষৎ সকল তখনও সম্পূর্ণ বৈদিক ভূতবাদ ও দেববাদ হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে নাই, সুতরাং শাক্য যদি পূর্ব্ববুদ্ধগণের অনুসরণ না করিয়া নিজে উপনিষৎসকলের মিশ্রভাবপরিহার করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার উদ্ভাবকত্ব কিছুমাত্র লঘু হইতেছে না। কোন কোন উপনিষৎ বৈদিক দেবগণের অধঃকরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপাসনাবিষয়ক উপনিষৎ সমুদায় মিশ্রভাবরক্ষা করিয়াছে, ইহা কে না অবগত আছেন?

সে যাহা হউক শাক্য সমুদায় জগৎ ও আত্মা উড়াইয়া দিয়া কিছুই রাখেন নাই তাহা নহে। তিনি যে “[illegible]” “চিদাকাশ” “অনন্তজ্ঞান” অবশেষ রাখিয়াছেন তাহাতেই ঔপনিষদ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ স্পষ্ট নিহিত আছে। “স্বভূত সুগতো নমোহস্তু তে” (৫ অ) “ব্রহ্মস্বয়ম্ভুতঃ” (১৫ অ) “মহ ব্রহ্মভূতো বোধিসত্ত্বঃ” (১৯ অ) “ব্রাহ্মপুণ্যবলম্” (১৩ অ) ইত্যাদি বিশেষণ দেখাইয়া দিতেছে তৎকালীন আর্য্যগণ স্বীয় উপাস্য ব্রহ্মাতে যে সকল মহাগুণ স্বীকার করিতেন, বুদ্ধেতে সেই সকল গুণের একতাজনিত তৎসহ অভিন্নতা বৌদ্ধগণ স্বীকার করিয়াছেন, এবং এইরূপে সগুণপক্ষ বৌদ্ধ যে আসিয়া পড়িয়াছে “সত্ত্ব দৃষ্ট যে ময়া বুদ্ধদৃষ্ট্যা” শাক্যের এই উক্তিতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টির স্থান বুদ্ধদৃষ্টি অধিকার করিয়াছে। এই বুদ্ধ চিদানন্দ জ্ঞানরাশি।*

বৈদিক সময়ে যেমন ব্রহ্মশব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত ছিল, পরে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনি পর সময়ে নির্ব্বাণশব্দের

* বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্ ।

পর্য্যায়রূপে 'বজ্র" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ফলতঃ শাক্য, যদিও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তথাপি তাহার সারভূত বিষয় সকল যে আত্মপ্রচারিত ধর্ম্মে নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই তাঁহার ধর্ম্মচক্র "সর্ব্বধর্ম্মপ্রকৃতিস্বভাবসন্দর্শন বিভবচক্রম্" তাঁহার জ্ঞান "সর্ব্বধর্ম্মনির্ব্বিবেধিক" ইহা কিছু কথার কথা নহে। তিনি সমুদায় উড়াইয়া দিয়া যে এক চিদাকাশ ধর্ম্মাকাশ অবশেষ রাখিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার ধ্যান সমাধির বিষয় ছিল এ সম্বন্ধে তিনি ভূতপূর্ব্ব জিনগণাপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন

"আস্ফানকঞ্চ ধ্যানং ধ্যায়েয়ং বজ্রকল্পদৃঢ়স্থানম্
যদ্ধ্যানং ন সমর্থাঃ প্রত্যেকজিনাপি দর্শয়িতুম্ "

"বজ্রকল্প দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আস্ফানক ধ্যান ধ্যান করিব, যে ধ্যান প্রত্যেকজিনগণও দেখাইতে পারেন নাই " আস্ফানক ধ্যান কি, শাক্যের আচরিত ধ্যানই তাহা প্রকাশ করিতেছে

"কল্পং নো ন চ বিকল্পং ন চেঞ্জনা নাপি মন্যে প্রচারম্
আকাশধাতুস্ফুরণং ধ্যায়ত্যাস্ফানকং ধ্যানম্ "

"সঙ্কল্প নাই বিকল্প নাই, চাঞ্চল্য নাই, ইতস্ততো গতি নাই, আকাশের ন্যায় স্ফূর্ত্তি পায়, এইরূপ আস্ফানক ধ্যান ধ্যান করিলেন।" এই আস্ফানক ধ্যান তিনি কেবল নিজের জন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু এতদ্দ্বারা জগতের হিত হইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল

"ন চ কেবলমাত্মার্থং ধ্যায়ত্যাস্ফানকং ধ্যানম্
অন্যত্র করুণচিত্তো ভাবিলোকস্য বিপুলার্থম্ " ১৭ অ

ধ্যান সমাধিতে শাক্য নির্গুণবাদী, স্বভাবে চরিত্রে জীবনে

ব্যবহারে ও সাময়িক অনুষ্ঠানে সগুণবাদী, ইহা অতি সহজে সপ্রমাণ হয়। তিনি সৃষ্টি মিথ্যা মনে করিতেন সুতরাং স্রষ্টা মানিতেন না। এরূপ নিরীশ্বরবাদ সাধারণে যাহাকে নিরীশ্বরবাদ বলে তাহা নহে। কপিল সৃষ্টি সত্য মানিতেন অথচ স্রষ্টা ঈশ্বর মানেন নাই, ইহাতে তিনি যথার্থ নিরীশ্বরবাদী। সাধনদ্বারা ঈশ্বরত্বলাভ মানিয়াও শাক্য এই জন্য কপিল হইতে স্বতন্ত্র।

"ভেষ্যি অহং হি রাজা ত্রিভবে দিবি ভুবি মহিতো
ঈশ্বর ধর্ম্মচক্রকরণো দশবলু বলবান্
শৈষ্যাশৈষ্যপুত্রনযুতৈঃ সতত সমিতমভিনতো
ধর্ম্মরতী রমিষ্য বিষয়ৈন রমতি মনঃ॥" ২১ অ

"আমি ত্রিভুবনে রাজা হইব, স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূজিত হইব, ঈশ্বর হইব, ধর্ম্মচক্রসংস্থাপক হইব, দশবলে বলীয়ান্ হইব, সহস্র সহস্র শিষ্য প্রশিষ্য এবং তৎপুত্রগণদ্বারা পরিবেষ্টিত ও বন্দিত হইব, ধর্ম্মানুরাগে আমি আনন্দিত হইব, বিষয়েতে আমার অনুরাগ নাই।" এইটি সগুণ পক্ষ।

"আকাশসমইত্যুচ্যতে অসঙ্গজ্ঞানবিষয়ানন্দমধ্যধর্ম্মধাতুগোচরজ্ঞা-নাভিজ্ঞাপ্রাপ্তত্বাৎ।" ২৬ অ

"ইহাকে আকাশসম বলে, কেন না অসঙ্গজ্ঞানবিষয়ক ইহার আনন্দ এবং ইনি মধ্যধর্ম্মগোচর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া-ছেন" ইত্যাদি নির্গুণ পক্ষ।

ফলতঃ শাক্য যোগে নির্গুণ চিন্ময়বাদী, ব্যবহারিকাবস্থায় ব্রহ্মভূতবাদী অর্থাৎ সগুণেশ্বর সহ অভিন্নভাবে স্থিতাভিমানী ছিলেন। এরূপ হইয়াও তিনি অহংকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, বলিয়া পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিগণ হইতে স্বতন্ত্র।

সম্পূর্ণ